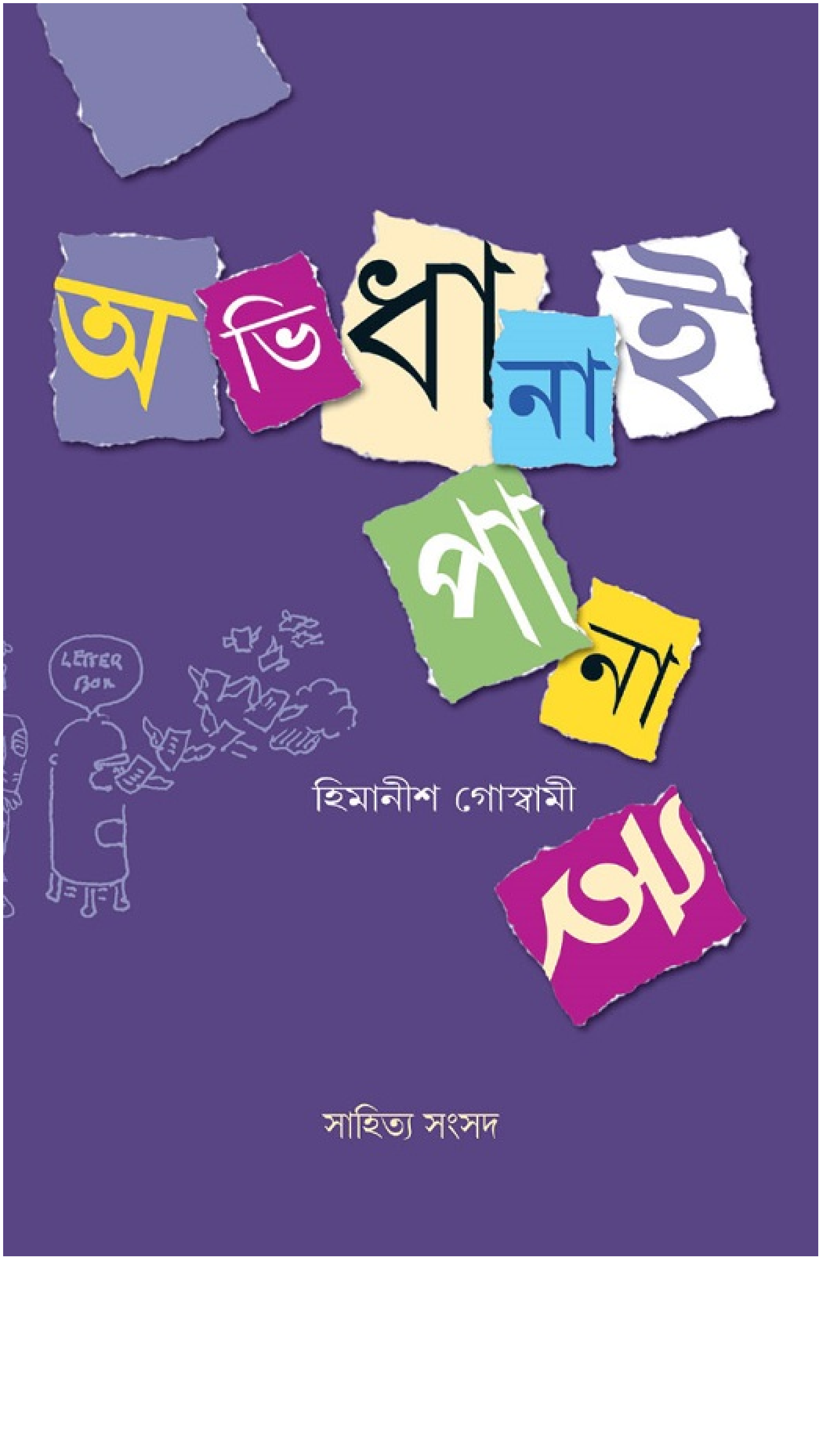
অভিধানাই পাঁনাই



হিমানীশ গোস্বামী

সাহিত্য সংসদ


অভিধানাই
পা
না
হিমানীশ গোস্বামী
ম্য
সাহিত্য সংসদ

অভিধানাই-পানাই

অভিধানাই-পানাই

হিমানীশ গোস্বামী

সাহিত্য সংসদ

Abhidhanai-Panai
by Himanish Goswami

ISBN : 978-81-7955-204-9

প্রথম সংসদ সংস্করণ : জুলাই ২০১২

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

প্রচ্ছদ-অলংকরণ : হিমানীশ গোস্বামী

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : নটরাজ অফসেট ১ নিরঞ্জন পল্লি তেঁতুলতলা কলকাতা-৭০০ ১৩৬

উৎসর্গ

লন্ডন শহরের সাধু ঘটক
সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু
এবং
আশীষ লাহিড়ী
কলকাতার নতুন বন্ধু

সূচি

প্রকাশকের কথা

হিমানীশ গোস্বামীর প্রয়াণ দিন মার্চ ১৪, ২০১২। রোগশয্যায় শুয়ে যিনি বইটি প্রকাশনার কাজে নিত্য তদারকি করছিলেন, নিজের হাতে সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন না করে যিনি স্বস্তি পেতেন না, তিনি বইটির প্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না-এটি আমাদের সকলকার গাঢ় বেদনার কারণ।

তবু তাঁকে আমাদের মধ্যে সজীব রাখতে এই বইটি হয়তো কিছুটা অনুঘটকের মতো কাজ করবে। অভিধানাই-পানাই-এর সঙ্গে অভিধানের লেশমাত্র যোগ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ধানাই-পানাই আছে বাঙালির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে। টক-ঝাল-মিষ্টি-কষায় স্বাদে যেমন রসনার তৃপ্তি, তেমনই মনের খোরাক জোগাতে পাঁচমিশেলি রসে ধানাই-পানাই স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় হয়ে উঠবে কি না, তা ঠিক করবেন পাঠককুল।

মে ২০১২ দেবজ্যোতি দত্ত

মুখবন্ধ

অভিধানাই-পানাই প্রচলিত অভিধান নয়। অভিধান লেখার চেষ্টাও আমি করিনি। আমি একজন শব্দ-রসিক। আমাদের পরিবারে শব্দ নিয়ে নানা মজা করার পরিবেশ ছিল। এ বিষয়ে প্রথমেই আমার মায়ের কথা বলতে হয়। মা আমাদের নানা মজার শব্দে ডেকে, শব্দের প্রচলিত অর্থের ব্যঞ্জনা ভিন্ন অর্থে ঘুরিয়ে দিয়ে একটা অন্য মাত্রা দিতেন। বাবা বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক হওয়ায় আমাদের বাড়িতে বহু গুণীমানুষের সমাগম হত। খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম দাদাঠাকুরকে। শব্দ নিয়ে পান করার অমন মানুষ বিরল। শিবরাম চক্রবর্তীকে কাছ থেকে দেখেছি-উল্লসিত হয়ে উঠেছি তাঁর শব্দের খেলায়।

খবরের কাগজে কাজের মধ্যে আড্ডায় আমরা শব্দ নিয়ে মজা করতাম। অনেক নতুন নতুন শব্দ বানাতাম। সেই শব্দগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর নতুন মাত্রা পেত। প্রশংসাও জুটত। কত যে শব্দ বানিয়েছি! এ ব্যাপারে শিরোমণি ছিলেন বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ওঃ কী যুগ কাটিয়েছি, কী সব রসিক বন্ধু ছিল আমার! কবি তারাপদ রায় আর এক রস পরিবেশক, মজার মানুষ, বন্ধু। আমার কিছু কিছু চুটকি গল্প নিয়ে অনেকবারই লিখেছেন। ২০০৬ সালের নভেম্বরে হঠাৎই জানতে পারলাম 'প্রতিদিন' নামক দৈনিকপত্রে আমাকে নিয়েই এক আসর বসান।

অভিধানাই-পানাই লেখাটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৭১ সালে বোম্বাইয়ের ফুটপাথের বইয়ের স্তূপ থেকে আমি কয়েক টাকার বিনিময়ে একটি বই হস্তগত করি যেটির নাম ছিল 'এ ডিকশনারি অব অ্যাকসেপ্টেড আইডিয়াস্',

লেখক গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার (ঠিক উচ্চারণ কী জানি না)। ইনি যে বিখ্যাত লেখক তা অনেক বাঙালি পাঠকও জানেন। জন্ম ১৮২১, মৃত্যু ১৮৮০। এই বইটি ফরাসি ভাষা থেকে অনূদিত। তাতে মূল ফরাসি ভাষার স্বাদ বা আমোদ অতটা পাওয়া যায় না, তবে বোঝা যায় অনেকটা। আমি এই বই থেকে প্রায় পঞ্চাশটি কথা যথার্থ ঝাপসা চোখে কয়েকদিন ধরে নকল করি-সেটি প্রেস থেকে বা অন্য কোনো দৈবশক্তির কবলে পড়ে হাওয়া হয়ে যায়।

এরকম একটা বই যে লেখা হতে পারে বা হওয়া সম্ভব সে ধারণা আমার আগে ছিল না। আমি পড়ে মুগ্ধ হই, সেটা বলা বাহুল্য এবং স্থির করি, আমিও পারলে বাংলায় এই ধরনের একটা বই লিখব কখনো। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা চাপাই পড়ে থাকে। এর বহু বছর পর যখন একটি ছোটো ফ্ল্যাটে একা থাকতে শুরু করি, এই বইটি আবিষ্কার করি। সিঁথির বাড়ি থেকে আসার সময় অন্তত

দু-হাজার বই ফেলে আসতে হয় অতি দ্রুত, তাই জানতামই না যে এই বইটা অন্য সংখ্যাগুরু বইগুলির মধ্যে আটকে পড়েছে কি না। কিন্তু না, এটি আমার সঙ্গ ছাড়েনি দেখে অভিধানাই-পানাই লেখাটির ইচ্ছে ফের চাগিয়ে উঠল। লিখতে শুরু করলাম, কিন্তু গুস্তাভের মতো তো পাণ্ডিত্য নেই, আছে কিছু পান করার অভ্যাস, অতএব পানবহুল এই অনর্থক বইটি লিখে ফেলা গেল। এটি লিখতে আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি, মনের ফুর্তিতে লিখে গেছি।

অভিধানাই-পানাই বই হয়ে বের হলে অনেকে সাদরে বরণ করে নেন। 'বইয়ের দেশ'-এ সুভদ্রকুমার সেন একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আমার এই শব্দ নিয়ে ধানাই-পানাই তাঁর মতো পণ্ডিতমানুষের মন ছাপিয়ে মেধাকে স্পর্শ করেছে দেখে আমি পুলকিত হই। তিনি লিখেছেন, 'হিমানীশবাবু নিয়ম জেনে নিয়ম মেনে নিয়ম ভেঙেছেন... বাংলা ভাষায় শব্দ ভাঙা এবং শব্দ জোড়ার খেলা অনেকেই খেলেছেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বে। হিমানীশবাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় অবলুপ্ত একটি ধারাকে সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী

হয়েছেন-এর জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।' ওঁর আলোচনা পড়ে ভালো লেগেছিল, ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করার কিন্তু হঠাৎ উনি মারা যাওয়ায় আমার দুঃখ রয়ে গেছে।

এর পর 'আরও অভিধানাই-পানাই' লিখি 'আজকাল' পত্রিকায় কিস্তি কিস্তি ফি হপ্তায়। এবারের সংসদ প্রকাশিত এই বইটি ওই দু-টির সংমিশ্রণে একটি নতুন অভিধানাই-পানাই।

এই বই লিখেছি যেমন নিজের তাগিদে, আবার বহু সহৃদয় বন্ধুর প্রতাড়নায়। বহু বন্ধু, যেমন কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যবান মিত্র, বিশিষ্ট লেখক ও বিজ্ঞানবিদ সত্যপ্রিয় ঘোষ, কবি সুধেন্দু মল্লিক, কলেজ জীবনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে বন্ধুত্ব অটুট আছে সেই শিকাগো থেকে তিন বছরের মধ্যেই ডক্টর হওয়া শিশির সেন এবং আমার দিল্লিবাসী বোন তপতী রায়, নাগপুর-স্থিত শ্যালক দীপংকর অধিকারী ইত্যাদি বহুজনের বারংবার কিংবা ষোলোংবারই হবে, তাঁদের প্রশ্নের তাগিয়ে লেখা এগিয়েছে।

আর এক চক্রব্যূহের কথা বলি, তিন বন্ধু, তিন চক্রবর্তী, কবি অর্ধেন্দু, লেখক শৈবাল এবং বৈজ্ঞানিক ডক্টর তুষার এঁরা আমায় নানা পানে অনুপান জোগান। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি এই তিনের চক্রেই অভিভূত। আরও দু-জনের কথাও তো বলতে হয়। প্রথম জন হলেন অধর্ম যাজক আশীষ লাহিড়ী। সমস্ত ধর্ম থেকে সমান দূরত্বে থাকার মানুষিক চেষ্টা করেন ইনি। এঁর সঙ্গে দূরসঞ্চার যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য যোগ স্থাপন করতে হয়। আর একজন কৃষ্ণনগরের কলেজ শিক্ষক, আপাতত আমার চাইতে আধা বয়সের, সেই সুমন ভট্টাচার্য। ১৯৯০ সালে যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শন। তাঁর কাছ থেকেও দূরসঞ্চারে প্রায়ই কর্ণমাধ্যমে কিছু জ্ঞান লাভ করি। আরও দু-জন বাল্যবন্ধু ডাক্তার গৌরীপদ দত্ত প্রবলভাবে প্রতাড়িত না করলে বিশেষভাবে অনুপকৃত হতাম; কালোপ্রতিমার অধ্যক্ষ নলিনীকুমার চক্রবর্তীর সহযোগিতাও মনে আছে।

মনে পড়ে লন্ডনের সাধু ঘটকের কথা, আমার বই লেখার কথা শুনে তিনিই আমাকে প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা লিখতে বাধ্য করেন। তাঁর নাতনি আইনজীবী ময়না বাগচিকেও এই সঙ্গে স্মরণ করি। আমার এক অধ্যাপিকা আত্মীয়া মহুয়া মুখোপাধ্যায় আমাকে একটি সোলার কুকার (রবি ঠাকুর) উপহার দিয়েছিলেন, তাতেও আমার যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

আগের সংস্করণ ও এবারের সংসদ সংস্করণের জন্য আমার কন্যা হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পান-এর ভক্ত না হলেও অনেক কিছু সহ্য করে নীরবে। আমায় যেমন গ্র্যান্ড ভিউ নার্সিং হোমে তাজা রেখেছে, তেমনি বইটি প্রকাশের জন্য প্রকাশনার লোকজনকেও নানাভাবে সাহায্যও করেছে। সংসদ কর্তা দেবজ্যোতি দত্ত কোনো ধানাই-পানাই করেননি, এক সকালে হাসির মল্লিক এসেছিল তাঁর লোক হয়ে-তাঁদেরও ধন্যবাদ।

ঢাকুরিয়া — ইতি

সেপ্টেম্বর ২০১১ — হিমানীশ গোস্বামী

অভিধানাই-পানাই

অ

অংশগ্রহণ[১]: পুরো নয়, তার কিছু অংশ। তুলনীয়, কোম্পানির শেয়ারের লভ্যাংশ গ্রহণ। সংগীত বা জলসার অংশমাত্র নেওয়া।

অংশগ্রহণ[২]: পুরো গ্রহণ নয়, যেমন কোনো সভায় গান গাওয়া হল, কিন্তু পুরো শোনা (বা গ্রহণ) হয় না। কেউ মাঠে বক্তৃতা দিলেন, তিনিও সামান্য একটু গ্রহণ করলেন, কিন্তু কতটা গ্রহণ করলেন তা জানা যায় না। এ পর্যন্ত কোনো অনুষ্ঠান পুরো গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে জোর পুলিশি তদন্ত চলছে।

অকন্ঠ দর্শক: নীরব দর্শক।

অকথ্য: যা বলা যায় না। যেমন, কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলা যায় না।

অকরমন্যতা বা অকর্মণ্যতা: কর বা ট্যাক্স না দেওয়ার মতলব! বাক্যগঠন- ভারতের দুর্দশার জন্য অধিকাংশ ব্যক্তির অকর-মন্যতাই দায়ী।

অকর্মরত[১]: অলস, বেকার, কর্ম থেকে বিরত, কর্মরত-র বিপরীত, বীতকর্ম। বাক্যগঠন-হারুদা তিন বছর যাবৎ সরকারি কর্ম থেকে অবসর নিয়ে এখন দিব্যি অকর্মরত হয়ে কাল কাটাচ্ছেন।

অকর্মরত[২]: যিনি কুকর্ম করছেন। বাক্যগঠন- সুন্দরবাবু সংবাদপত্রে ইদানিং যা লিখছেন তাতে তাঁকে অকর্মরত বলাই শ্রেয়।

অকায়ী: কায়া বা শরীরবিহীন, শরীর বা দেহের অনুপস্থিতি, ভাবার্থে আত্মসর্বস্ব, সহজ কথায় ভূত। বাক্যগঠন-আঁধার ঘরে একা একা অকায়ী-আতঙ্কে মানুষ আত্মহারা পর্যন্ত হন। ইহা ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

অকালকুষ্মাণ্ড: যে কুমড়ো মরশুমের সময় ফলে না-অত্যন্ত দুর্লভ সবজি, মহার্ঘও বটে। বাক্যগঠন-সুবলকাকার কী সৌভাগ্য! এবারে তাঁর কুমড়োমাচায় হাজারের ওপর অকালকুষ্মাণ্ড ফলেছে, বিক্রি করে তিনিও লাল হয়ে গেছেন বলা যায়।

অক্রীত দার: বিবাহের সময় যে কন্যাকে মুদ্রার বিনিময়ে কেনা হয়নি।

অক্রীতদ্বার: যে দরজা কেনা হয়নি, চুরি করা দরজার ভদ্ররূপ।

অক্রীত দাস: যে ভৃত্যকে ক্রয় করা হয়নি, ক্রীত দাসের চেয়ে সম্মানে উচ্চস্থানীয়।

অক্লান্ত পরিশ্রম: যে পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই; অতি সহজে যে কাজ সম্পন্ন করা যায়; অলস লোকের পক্ষে এই পরিশ্রম অতি চমৎকার।

অক্ষম[১]: যিনি ক্ষমা করেন না, নিষ্ঠুর (ব্যক্তি), অক্ষম শাসক-কড়া ভাবে যিনি শাসন করেন; ভয়ংকর ডিক্টেটর (dictator)।

অক্ষয়বট: অক্ষয়বটল-এর সংক্ষেপিত রূপ; যে বোতল থেকে পানীয় কখনোই নিঃশেষিত হয় না। অন্য মতে যে বট কখনোই ফুরোয় না, কিন্তু সে মত অগ্রাহ্য করাই ভালো। কেননা উদ্ভিদবিদেরা বলেন কোনো বটই অক্ষয় হয় না।

অখাদ্য: আহারের অযোগ্য, যেমন পাটিগণিত, মন্বন্তর, বিন্ধ্য পর্বতের মস্তিষ্ক, ঝলসানো পূর্ণিমা চাঁদ ইত্যাদি। মন্তব্য: খাদ্য-বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করে দেখেছেন, পৃথিবীতে মানুষের উপযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ সাতাশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ দশ হাজারের মাত্র এক ভাগ।

অগণিত: গণিত ছাড়া অন্য কোনো বিষয় (প্রধানত স্কুলের পাঠ্য) বা বিষয়গুলি সম্পর্কে বলা হয়। ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি যেকোনো পাঠ্য বিষয় যা গোনা হয়নি।

অগুণিত: গুণহীন ব্যক্তি। যার কোনো গুণ নেই; গুণ নষ্ট করা হয়েছে এমন। বাক্যগঠন-জনসংখ্যা যত অগণিতই হোক না কেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই অগুণিত।

অগ্নিকোণ: কোনো নির্দিষ্ট কোণ নয়, পৃথিবীর কাছে সবচেয়ে বড়ো অগ্নিগোলক সূর্য যে বিভিন্ন অবস্থানে থাকে তাকেই অগ্নিকোণ বলা যায়। সীমিত অর্থে গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘরের জ্বলন্ত উনুনের দিক।

অগ্নিপরীক্ষা: নানারকম আগুনের চরিত্র পরীক্ষা করা। রামায়ণের একটি কীট-কবলিত বইতে লেখা আছে, সীতা অগ্নি-বিশেষজ্ঞ ছিলেন; সেজন্য তাঁকে দমকল বাহিনীর প্রধান বৈজ্ঞানিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল!

অগ্নিবেশ: চমৎকার আগুন, আগুন (নিরোধক) পোশাক, আগুনের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক।

অগ্নিসংযোগ: ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো যেমন বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদিতে আগুন দেওয়া, উনুন ধরানোর জন্য দেশলাই জ্বালানো, কাঠখড় পোড়ানোর জন্য অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। বাক্যগঠন- প্রতিদিন এক কলকাতা শহরেই কয়েক কোটি অগ্নিসংযোগের ব্যাপার ঘটে থাকে।

অগ্ন্যুৎপাত: আগুনের উৎপাত। আগুন যেখানে ঝামেলা বাধায় বা উৎপাত করে। বাক্যগঠন-গ্রামে শরিকি বিবাদে সড়কি ব্যবহার হয় যখন, তখন পরস্পরের বাড়িতে অগ্ন্যুৎপাতও করা হয়। অন্য একটি বাক্য-সম্প্রতি কলকাতায় প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত তিন সপ্তাহে চারটি চটকল, দু-টি হোটেল, এমনকী মহা-করণের দমকল মন্ত্রীর কক্ষেও বিচ্ছিরি রকমের অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছে।

অগ্রসরঃ (দুধের) সরের উপরিভাগ; সর সেরা। বাক্যগঠন-ভোজনবিলাসীদের অগ্রসর দেখলেই জিভ দিয়ে লালা ঝরে।

অঙ্কশিশুঃ কোলের সন্তান। তুলনীয়, অঙ্কিত-যাকে কোলে নেওয়া হয়েছে।

অঙ্কিত[১]: কোলে যার অবস্থান।

অঙ্কিত[২]: কথাটি ইং ink (ইঙ্ক) থেকে অধিগৃহীত হয়েছে। প্রথমে এটির রূপ ইঙ্গিত, পরে ডারউইনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বদলে গিয়ে বর্তমানে অঙ্কিততে পরিণত হয়েছে-এর পর কী যে হয় কে জানে, তবে সাবধানে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ম।

অঙ্গনাঃ যার অঙ্গ নেই, অঙ্গহীন; ভূত, প্রেত ইত্যাদি।

অঙ্গারঃ কাঠ পোড়ার পরও যে আঁচ বা আগুন অবশিষ্ট থাকে। কথাটি ইং anger বা ক্রুদ্ধ উত্তপ্ত ভাব বোঝায়। এটি হ্যাঁচকা টানে সিদ্ধ!

অচানকঃ চান করে না এমন ব্যক্তি (বা পশু), চান না করার প্রবণতা। এটি ঠান্ডাপ্রধান দেশের বৈশিষ্ট্য।

অছুতোপূর্বঃ যে ছুতো (অজুহাত) আগে শোনা যায়নি এমন। এটি সরকারি দফতর থেকে উৎসারিত বলে একজন হতভাগ্য যুবক জানিয়েছেন।

অজীর্ণ রোগঃ রোগ না ছাই! কেননা অজীর্ণ রোগ নয়, সুস্থতা। শরীর যদি জীর্ণ না হয় তাকেই তো বলে সুস্থতা।

অজ্ঞাতবাসঃ বাং অজ্ঞাত + ইং বাস (bus)। যে বাসের পরিচয় পাওয়া যায়নি। বাক্যগঠন-জিব্রাম বলেছিল একটি অজ্ঞাতবাস একটি লোককে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেছে। শোনা যায় মহা-ভারতের পাণ্ডবেরা বহুকাল অজ্ঞাতবাসে ভ্রমণ করেছিলেন।

অঞ্চলপ্রধানঃ যে শাড়ির (বা আজকাল ধুতির ক্ষেত্রেও) বাহারি আঁচল অনেকটা বেশি থাকে তাকে বলে অঞ্চলপ্রধান।

অটোম্যান সাম্রাজ্যঃ সেই কত যুগ আগে ইউরোপে একটি আশ্চর্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেখানে শাসক এবং শাসিত উভয়েই ছিলেন রোবট! বিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি এখনও বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকদের আশ্চর্য করে দেয়। কথাটি অবশ্য ভুল বানানে লেখা হয়- ottoman আসল বানান হবে automan; অর্থ পরিষ্কার।

অণুগ্রহঃ ক্ষুদ্রাকার গ্রহ-যেমন বুধ বা প্লুটো। বাক্যগঠন-সূর্যের কোনো অনুগ্রহেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা নেই।

অণুতপ্তঃ সামান্য গরম; বাক্যগঠন-শীত-কালে তাঁর অভ্যেস ছিল অণুতপ্ত জলে চান করা।

অণুদারঃ ছোটো বউ; অণুদারদি, অণুবউদি ছোটো বউদি।

অণুবাদকঃ যাঁরা ছোটো বাদ্যযন্ত্র বাজান (মাউথ অর্গ্যান ইত্যাদি), যেসব বাদকের বয়স কম, শিশুবাদক।

অণুবাদাঞ্চলঃ যে অঞ্চলে ছোটো ছোটো বাদা (জলাশয়) থাকে।

অণুভবঃ ছোটো পৃথিবী, অণুরসা, অণুধরা, অণুভূ ইত্যাদি।

অণুমানিকঃ অণুরত্ন, মূল্যবান ছোটো পাথর। বাক্যগঠন-আমাদের এই রাজ্যে মানিকের অভাব নেই। তবে অধিকাংশই অণুমানিক।

অতথ্যঃ তথ্য বা ভিত্তির অভাব। বাক্যরচনা -সরকারি প্রচারমাধ্যমে যা লেখা বা বলা হয় তা একরকম অতথ্য অত্যাচারের মতোই।

অতনু বিহারীঃ (১) বিহারের ভূত; (২) ভ্রমণরত অশরীরী।

অতন্দ্রঃ নিদ্রাহীন, প্রধানত প্রহরীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। তবে তাদের দেখা মেলা ভার। আবার নিদ্রাহীন রাত কথাটাও বেশ চালু।

অতর্কিতঃ তর্কের বাইরে/অতীত; বিতর্কিত।

অতলস্পর্শীঃ যার নীচে কিছু নেই, তাকে ছোঁয়া আদপেই সম্ভব নয়।

অতিথিঃ আগে খবর না দিয়ে কোনো মানুষ যখন অন্য কোনো মানুষের বাড়িতে আশ্রয় চান বা আশ্রয় পান তাকে অতিথি বলা হয়। এর সঙ্গে পঞ্জিকায় লেখা গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির বিশেষ সমাবেশের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কথাটি চালু হলেও এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মানুষ ছাড়াও জীব, জন্তু, পাখি ইত্যাদির পক্ষেও অতিথি হওয়া সম্ভব।

অতিথিপরায়ণঃ অতিথিকে পর মনে করা, অতিথির সঙ্গে সুব্যবহার না করা, অতিথির প্রতি উদাসীনতা দেখানো; অযত্ন করা ইত্যাদি। বাক্যগঠন-ভোম্বলবাবুর অতিথি-পরায়ণতার বিষয় সকলেই জানার ফলে তাঁর বাড়িতে পারতপক্ষে কেউ আশ্রয় নিতেন না।

অতিরিক্তঃ যিনি অতি মাত্রায় দারিদ্র্য-পীড়িত। বাক্যগঠন-বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক পুষ্টির অভাবে অসুস্থ।

অতিশয়ঃ বড়ো পাত্র, বড়ো হাঁড়ি, ঘড়া ইত্যাদি। বাক্যগঠন-বড়োলোকের বাড়ি দু-পাঁচ-শো লোকের রান্নার জন্য অতিশয় ছিল।

অদম্যঃ দম দেওয়া সম্ভব নয় এমন। বাক্যগঠন-রামবাবুর হাতঘড়িটা অদম্য।

অদূরদর্শনঃ কাছে দেখা, অণুবীক্ষণ। বাক্যগঠন -বৈজ্ঞানিকেরা অদূরদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণু দেখেন।

অদূরেঃ যে সমস্ত ব্যক্তি-নারী বা পুরুষ সরল মনের অধিকারী নন, তাঁরা সহজে সহজ কথা বলতে পারেন না, যেখানে কাছে বা নিকটে বললেই ল্যাঠা চুকেবুকে যায় সেখানে তাঁরা বলেন অদূরে। এঁদের কন্ঠস্বর আবার প্রায়ই আদুরে আদুরে শোনায়। বিজ্ঞব্যক্তিরা এঁদের থেকে শত মিটার (অন্তত) দূরে থাকেন।

অদৃষ্টঃ যা দেখা যায় না; যেমন-নিজের পেছন দিক, নিজের ত্রুটি, হাওয়া, সিংহের পাঁচ পা ইত্যাদি। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অদৃষ্ট অতীব পরিহাসপ্রিয়, তাই একটু সাবধানে থাকা ভালো-কী থেকে কী হয় কে জানে।

অদৃষ্ট পূর্ব[১]: কোনো কিছু যা পুব দিকে দেখা যায় না; যেমন সূর্যোদয়, পশ্চিমের জানালা।

অদৃষ্ট পূর্ব[২]: যিনি পূর্ব দেশ দেখেননি। যেমন যিনি পশ্চিম দেশ দেখেননি তাঁকে বলা হয় অদৃষ্ট পশ্চিম।

অদ্বারিত বারঃ (অদ্বারিত bar) বাং এবং ইং শব্দ সমন্বয়ে গঠিত বাক্য, অর্থ পরিষ্কার, যে বার-এ কোনো বাধা নেই। বাক্যগঠন- রেণুবাবুর আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত, তাঁর সর্বদাই অদ্বারিত বার।

অদ্ভুতঃ অদ্ভুত ধরনের ভূত (বা প্রেত); কথাটি ইং-বাং মিশ্রিতঃ odd ইং + বাং ভূতের মেশাল দিয়ে তৈরি।

অধরাঃ (১) অধর-এর স্ত্রীরূপ; (২) অপার্থিব (অ + ধরা)।

অধর্মনিরপেক্ষঃ অধর্মের প্রতি উদাসীন যিনি বা ধর্মনিরপেক্ষ। যিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না। এটি জটিল শব্দ, তাই এটিকে অভিধান থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতেরা বাদ-প্রতিবাদ শুরু করেছেন।

অধর্মভিরুঃ এ জগতে মানুষদের মধ্যে প্রধানত দুই রকম চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-এক দল পাপী বা অপরাধে অভ্যস্ত-এঁদের বলা হয় ধর্মভিরু, এঁরা ধর্মকে ভয় করেন-এঁরা মনুষ্যকুলের কলঙ্ক, হীনজাতীয়। আশার কথা এই, এ জগতে পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তিরাও সংখ্যায় অনেক রয়েছেন-এঁদের বলা হয় অধর্মভিরু, এঁরা অধর্মকে এড়িয়ে চলেন, ভয় তো আছেই। বাক্যগঠন-আমাদের গ্রামের শিববাবু নির্মল চরিত্রের লোক, ইনি অন্যায় সমর্থন করেন না, মাতা-পিতাকে ভক্তি করেন-একজন সত্যি-কারের অধর্মভিরু ব্যক্তি।

অধিক্কৃতঃ যাকে ধিক্কার জানানো হয়নি।

অধিবাস, অধিবাসীঃ কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে কোনো ব্যক্তি মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাঁকে অধিবাসী বলা হয়, আর তাঁর সঙ্গেই যিনি

অধিবাস করেন তাঁকেই অধিবাসী বলা হয় এবং বলা যায়। তবে একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারও আছে। মহামতি চাণক্যর শ্লোকে স্পষ্ট লেখা আছে, আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে-এটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়! এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অবিলম্বে বে-আইনি ঘোষণা করা কর্তব্য।

অধুনাঃ ধুনা হীন, হিন্দুদের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঠাকুরপুজোর ঘরে প্রভূত পরিমাণে ধুনা প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ফলে ডাক্তারেরা বলেছেন তাতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, অন্যরকম বেকায়দাও হতে পারে, তাই অনেক বাড়িতে এখন পুজোর সময় অধুনা প্রথা চালু হয়েছে।

অনন্যায়ঃ সঠিক, যা অন্যায় নয়।

অনন্তরঃ অসীমের, যেমন অমিতর- অমিতের।

অনবিরতিঃ অনবরত কখনোই থাকে না এমন, চঞ্চল।

অনরঃ অমানুষ; যেমন তেঁতুল গাছ, ধ্রুবতারা, ব্যঙ্গচিত্র, কুকুর ইত্যাদি।

অনলঃ নলহীন। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর বাড়ি অনল হওয়ায় কুয়োর জলই ব্যবহার করা হয়।

অনলাইনঃ (Online) অনল + আইন = অগ্নিবিধি; আগুন সংক্রান্ত আইন।

অনাচার১: নৃত্য করার বা নাচ করার নয়ঃ বিষয়টি নাচার নয়।

অনাচার২: (১) ক্রিকেট বা ঝিঁঝিট খেলায় সীমানা (বাউন্ডারি) ছাড়ালে রানসংখ্যা হয় চার, অতিক্রম না করলে হয় অনাচার। (২) আচারের অভাব, আচার নয় এমন।

অনাবাসীঃ যিনি বাস করেন না; অনাবাসী ভারতীয়ঃ যে ভারতবাসী কোথাও বাস করেন না; যাযাবর ভারতবাসী।

অনাবিলঃ বাং-ইং মিশ্রিত শব্দ অনা + বিল = বিলবিহীন, অর্থাৎ সুখী ব্যক্তি, যিনি বিল পান না। অনাবিল আনন্দঃ বিল না পেলে যে আনন্দ হয়।

অনাহার[১]: হার হয়নি এমন, জিত। বাক্যগঠন-স্পোর্টসে চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতার শেষে তিনি অনাহারি হওয়ায় চারটি পদক পেয়েছেন।

অনাহার[২]: হার = পরাজয়, তাই অনাহার = অপরাজিত। বাক্যগঠন-কুলেন্দ্র ঘোষ পাড়ার দাবা প্রতিযোগিতায় অনাহার পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

অনাহারী[১]: যিনি হারেন না। এইভাবে অর্ধাহার = অর্ধেক পরাজিত।

অনাহারী[২]: যাঁর হার (গহনা) নেই।

অনির্বচনীয়: যা বলা যায় না, অকথ্য।

অনির্বাচনীয়: যাকে নির্বাচন করা যায় না। বাক্যগঠন-নির্বাচন কমিশন অনুভব-বাবুকে অনির্বাচনীয় ঘোষণা করছেন।

অনুদিত: উদয় হয় নাই এমন।

অনৈক্য: প্রাচুর্য। বাক্যগঠন-ধূম্রবাবুদের বাড়িতে খুবই অনৈক্য, কোনো কিছুরই অভাব নেই।

অন্তরঙ্গ[১]: রঙ্গের অবসান, বিষাদ, দুঃখ। বাক্যরচনা-ওঁর সঙ্গে এখন কথা বলা ঠিক হবে না, তাঁর এখন অন্তরঙ্গ অবস্থা।

অন্তরঙ্গ[২]: শেষ তামাশা, শেষ মজা।

অন্তরাগ: ক্রুদ্ধতার অবসান, শান্তি, নৈরাগ্য। বাক্যগঠন-বিশ্ববাবু এখন আর ক্রুদ্ধ নন, এখন উনি অন্তরাগ অবস্থায় আছেন।

অন্তর্জালি যাত্রা: এই কথাটি আধুনিক ইংরেজি বাক্য ইন্টারনেট সারফিং-এর বাংলা অনুবাদ।

অন্তর্জামা: ভিতরের পোশাক, গেঞ্জি, জাঙিয়া, কাঁচুলি ইত্যাদি।

অন্তর্দন্ত: মানসিক সুস্থতা নিয়ে বিশ্লেষণ; ইং psycho -analysis -এর প্রস্তাবিত বঙ্গরূপ।

অন্তর্ধানঃ ধানের মধ্যে যা থাকে, চাল, তণ্ডুল। বাক্যগঠন-সুধীর যেভাবে বেছে বেছে অন্তর্ধান কেনেন তাতে মনে হয় এ ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

অন্তর্বাসঃ ইং-বাং যুক্ত শব্দ; বাস (bus) -এর ভিতর। বাক্যগঠন-কলকাতায় কতকগুলি নতুন বাস এসেছে, সেগুলির বাইরেও যেমন সুন্দর, অন্তর্বাস তেমনই।

অন্তর্যামিনীঃ মনের অন্ধকার, কুচুটে। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর কথাবার্তা চমৎকার, কিন্তু তাঁর অন্তর্যামিনীর কথা কম লোকেই বুঝতে পারে।

অন্তঃঋণঃ (দেশের) অভ্যন্তরীণ ঋণ।

অন্তঃপুরঃ (রান্নায়) ভিতরে পুর দেওয়া। বাক্যগঠন-শিঙাড়া তৈরির সময় লুচির মতো করে ময়দা বেলে অন্তঃপুর ব্যবহার করতে হয়।

অন্ধ অনুকরণঃ অন্ধ ব্যক্তির দেখাদেখি কাজ করা বা অনুসরণ করা, ব্রেল অক্ষর ছাড়া কোনো কিছু না পড়া, কালো কাচের চশমা পরা, লাঠি নিয়ে চলা ইত্যাদি।

অন্ধজনে দেহ আলোঃ (১) সম্ভবত কবি এখানে অন্ধজনের দেহ আলো এমন একটা ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। (২) অন্য একটি অর্থে অবশ্য নিরর্থক, কেননা অন্ধজনের দেহ আলো হলে লাভ হয় না, অন্ধজনকে আলো দিলে সে চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে না। এটা কবির খেয়াল।

অন্নমনাঃ খাদ্যচিন্তা করেন যিনি।

অন্যায়[১]: (অ+ন্যায়) অ-এর মতো।

অন্যায়[২]: যখন ভারতের প্রত্যেকে সৎ সাহসী ছিলেন তখন ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল তীক্ষ্ণ। তখন কেউ অন্য আয় বা অপবিত্ত সংগ্রহ করলে সেটিকে অন্য আয় বলা হত; সেই থেকেই অন্যায় অর্থে অন্য আয় বোঝাত।

অপঘৃণাঃ পছন্দ করা, ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি। বাক্যগঠন-ছেলেটির এমনই চরিত্র যে মেয়েদের দেখলেই তার অপঘৃণার ভাব জেগে ওঠে।

অপথ্যস্নেহঃ যে রন্ধন বা ভাজন-মাধ্যম স্বাস্থ্যের পক্ষে সুপথ্য নয়।

অপদস্থঃ পা নেই যার, পদচ্যুত; যেমন কেঁচো। বাক্যগঠন-কাণ্ডটা দেখো, একজন অপদস্থকে পাহারায় বসানো হয়েছে।

অপদার্থঃ পদার্থ নয় এমন, যেমন ভূত। বাক্যগঠন-এ জগৎ পাঁচ রকম অপদার্থ দিয়ে গড়া।

অপবিত্তঃ যে ধন সৎ উপায়ে অর্জিত নয়, কৃষ্ণধন (কালো টাকা), কৃষ্ণধনী-যার টাকা কালো।

অপমানচিত্রঃ ব্যঙ্গচিত্র, ক্যারিকেচার, চিত্রের মাধ্যমে অপমান বা ইয়ারকি করা।

অপরঃ পর নয় যে, নিজ, আপন।

অপরূপঃ রূপহীন (অপ + রূপ), কুরূপ। বাক্যগঠন-খাঁদা নাক, বাঁকা চোখ, সর্বদা কোঁচকানো ভুরু, অপরূপ লোকটিকে দেখতে কী বিচ্ছিরি! আর একটি বাক্য-ভদ্রলোকের অনেকগুণ থাকলেও তাঁকে দেখতে ভালো নয়, একেবারে অপরূপ।

অপ্সরাঃ যা পসরা নয়, (মাল) বিক্রির জন্য নয়।

অপ-সংস্কৃতিঃ অপ অর্থাৎ জলের প্রাধান্য যে সভ্যতায় বা সংস্কৃতিতে, অন্য বাক্যে অকারণ বারিপান, বর্তমানের বিদ্বজ্জনেরা ইহাকে সভ্যতার নিতান্তই অভাব বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা মনে করেন এই কথা ঠিক নহে, তাঁহারা উক্ত ধারণাকে উচ্চ শিকেয় রক্ষা করিতে পারেন, বাধা দিবার কেহ নাই। গোস্বামীমতে অবশ্য অন্যরকম কিছু ব্যক্ত হয়, তবে সেকথা গণপ্রহারের ভয়ে এখানে অলিখিত রাখাই হইল!

অপাববিদ্ধঃ ইং পাব (pub) সহযোগে প্রস্তুত বাক্য। যিনি পাব-এর প্রভাব মুক্ত।

অপুণ্যবিদ্ধঃ যাকে পুণ্য বিদ্ধ করতে পারে না। সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে মেঠো বক্তৃতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অপূর্বঃ পূর্ব দিক ছাড়া অন্য যে কোনো দিক।

অপ্রস্তুতঃ যা এখনও প্রস্তুত হয়নি, কাঁচা। বাক্যগঠন-মাঠের ধান এখন অপ্রস্তুত, কাটা যাবে না।

অবতরণিকা[১]: চলমান বিমান থেকে নিরাপদে ভূমিতে অবতরণ করার জন্য ব্যবহৃত ছাতা (ইং parachute)।

অবতরণিকা[২]: যে ক্ষেত্রে বিমান অবতরণ করে। কলকাতার অবতরণিকার নাম নেতাজির নাম অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

অবর্জনঃ (১) 'অ' বাদ, 'অ' ছাড়া। (২) (অবর + জন) যিনি শ্রেষ্ঠ নন।

অবর্ণনীয়: ননী অর্থাৎ স্নেহের চাইতে গুণে ছোটো, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই, কেননা এটি অমাবস্যার রাতে সিদ্ধ।

অবশ্যঃ (১) যা বশ করা সম্ভব নয় (অ + বশ্য)। (২) যা বশ করা সম্ভব (অবশ অর্থে)।

অবহিতঃ কম হিতকর, যেমন অবমাননা। বাক্যগঠন-আধুনিক হিংস্র রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই অধিক অবহিত হয়ে পড়েছে।

অবাধ্যঃ যাঁকে বা যাঁদের কোনো কর্মে বা অকর্মে বাধ্য করা সম্ভব নয়, ঘোর স্বাধীনতা যাঁর বা যাঁদের করায়ত্ত। বাক্যগঠন-মহাত্মা গান্ধী ভারতের জন্য রাজনৈতিক পূর্ণ অবাধ্যতা দাবি করেন। আর একটি বাক্য-সরকারি এই আদেশ আইনত অবাধ্য।

অবিচালিতঃ যে গোরু বা মোষকে বিচালি দেওয়া হয়নি।

অবিবাহিতঃ ওবি (OBE = রুশ নদ) বাহিত, ওবিবাহিত বা অবিবাহিত।

অবেলাঃ যা বেলা হয়নি, যেমন রুটি।

অভব্যঃ নারী/নর-নক্ষত্রঃ এই মহাবিশ্বে বহু সহস্র কোটি নক্ষত্রকে মাত্র তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলি হল নর-নক্ষত্র, নারী-নক্ষত্র এবং এখনও যাদের লিঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়নি, তবে একদল অতি বিসম্বাদী চরিত্রের ব্যক্তি এ মত প্রকাশ করেছেন যে তৃতীয় রূপের নক্ষত্রদের বেশ কিছু নক্ষত্র হিজড়ে জাতীয়, এ বিষয়ে কিছু ম্যালেরিয়া (রোগ) বিশেষজ্ঞ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিষয়টি চেখে দেখছেন। প্রসঙ্গত, নর-নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছেন কালপুরুষ। ইঁহারা ঝাঁক নক্ষত্র, অশ্বিনী ইত্যাদি। নারী-নক্ষত্রের মধ্যে উল্লেখ্য- অরুন্ধতী, স্বাতী, ভিনাস ইত্যাদি। কিন্তু সাহেবগণ একটি নক্ষত্রের নাম খুঁজিয়া পাইয়াছেন সেটিকে তাঁহারা কুত্তা-তাড়া বা কুত্তা-নক্ষত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন-ইহা নিতান্তই গর্হিত কর্ম কেননা কুত্তাটি নেড়ি হইলে আর জাতি-ধর্ম বলিয়া কিছু আর থাকিবে না।

অভাগাঃ ভাগ পাননি যিনি। বাক্যরচনা- মাছের বাজারে ইলিশের চার ভাগের এক ভাগ কিনতে গিয়ে অরুণবাবু দাম শুনে পিছিয়ে এলেন; তিনি অভাগাই রয়ে গেলেন।

'অভাগা যেদিকে চায়': সকলের পক্ষে এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে যে অনেক অসংগতি আছে সেটি কালের উদাসীনতা এবং ইতিহাসের কুটিল বিধানে একটা ঝাপসা ভাবের উদয় হয়েছে। উদ্ধৃতিটি আরও একটু বাড়ালে দেখা যাবে স্পষ্ট বলা হচ্ছে-সাগর শুকায়ে যায়!!!

প্রশ্নঃ অভাগা কে? এখানে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। কেন এখানে অভাগার উপস্থিতি, তা-ও জানা যাচ্ছে না, ভগবান জানলেও তিনি চুপ! চায়-অর্থাৎ, প্রার্থনা করে, কিন্তু কী সে প্রার্থনা? জানা যায় না। চায়-তাকায়, তা যদি হয়, তা হলে সাগর তড়িঘড়ি করে শুকিয়ে গেল কেন? শুকিয়ে যদি যায়ও তা হলে সেটি খারাপই হবে এর স্থিরতা কে গ্যারান্টি দেবে? সাগর শুকিয়ে গেলে তলা থেকে পাওয়া যাবে কোটি কোটি টাকার লবণ, প্রচুর সোনাদানা

সংবলিত ডুবে যাওয়া জাহাজ, আবার অরূপ রতনও থাকবার সমূহ সম্ভাবনা। এত সব প্রশ্ন এবং আরও অনেক রহস্যের সমাধান করা আশু প্রয়োজন-রচনা দীর্ঘ করা যাবে না তাই এখানে টানলাম (দ্র. এখানে হবে ইতি টানলাম, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।-সংকলক)

অভাজনীয়: যা ভাজা সম্ভব নয়; যেমন শক্ত কাগজ, কড়িকাঠ, করাত, বোতাম, কম্বল ইত্যাদি।

অভাবনীয়: অভাব বা অনটন সম্পর্কিত। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর বাড়িতে একটু খাদ্যের সংস্থানও নেই, এতই দুর্দশা, এ ভারি অভাবনীয় এবং দুঃখের।

অভাবী: (১) যার দাদা স্ত্রীহীন। (২) যার বউদি নেই। (৩) অভাব-এর স্ত্রীরূপ।

অভিন্ন বানান: প্রাচীন কালে মোটামুটি বাংলা বানান একই রকম ছিল। বলা হচ্ছে, অন্তত তিন রকম বানান না হলে সেগুলিকে অভিন্ন বানান বলা যাবে না।

অভিন্ন বানান বিধি: একই শব্দের একাধিক বানান থাকলেও সরকারি ফতোয়া অনুযায়ী তাদের ঘন ঘন পরিবর্তনশীল বানানসমূহ গ্রহণ করার দৃঢ় পদক্ষেপ।

অভিবাদন: সংগীত সহযোগে বা অসহযোগে বাদ্য বা বাজনা, বাদ্যের প্রতি।

অভিশপ্ত: খুব বড়ো বড়ো দুর্ঘটনায় যেখানে বহু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, সে বিমান দুর্ঘটনাই হোক বা ট্রেন, নৌকা ইত্যাদি হোক, তার মূলে থাকে অভিশাপ। বাক্যগঠন- (সংবাদপত্রে প্রকাশিত) দুর্ঘটনার জেরে অভিশপ্ত বিমানের এক-শো বত্রিশ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। অভিশাপদাতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

অভূতপূর্ব: যিনি আগে ভূত ছিলেন না, অপ্রেতপূর্ব; বর্তমানে তিনি মামদো হয়ে মানুষের ঘাড় ভেঙে দেন।

অভ্রান্ত[১]: (অভ্র + অন্ত) আকাশের শেষ প্রান্ত অসীম।

অভ্রান্ত[২]: খতম, নিঃশেষিত মাইকা (mica) খনি।

অমরকণ্টক: যে কাঁটার মৃত্যু নেই, ভাবার্থে চিরস্থায়ী শত্রু। যে শত্রু অবধ্য।

অমরপণ্টক: যে পাঁঠার মৃত্যু নেই (পণ্টক = পাঁঠা, যেমন কণ্টক = কাঁটা)। এককালে একটি পাঁঠার দাম দু-টাকা ছিল। তখন পাঁঠা বধের পর ছাল ছাড়িয়ে মাংস বিক্রি হত দু-টাকায়। ছালটিকে পরে দু-টাকায় বিক্রি করা হত। সেই ছাল বিক্রি করে ফের একটি পাঁঠা কেনা হত। এভাবে অমরপণ্টক বাক্যটির সৃষ্টি হয়েছিল! বর্তমানে অবশ্য এটা আর সম্ভব নয়।

অমাত্য: যাকে মাত করা যায় না। বাক্যগঠন -ববি ফিশার দাবায় বহুকাল অমাত্য ছিলেন।

অমানবীক: নারীসুলভ নয় (নারী যে সুলভ নয় এটাও এর একটা অর্থ হতে পারে)। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর স্ত্রীর কিছু কিছু আচরণ অমানবীক।

অমানুষ: মানুষ নয় এমন; সূর্য, নদী, নালা, গাছ ইত্যাদি অমানুষ। কুমির, ছাগল, গোরু, এমনকী সিনহাকে (মতান্তরে সিংহ) অমানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় বা ফেলা হয়। তালিকা ভয়ংকর দীর্ঘ করা যায়, সেজন্য তা এখানে করা হল না।

অমানুষিক[১]: (১) যা মানুষে করে না। কিন্তু করলে তা দেখে বা শুনে অন্য মানুষেরা খুঁত খুঁত করে। যেমন, আগুন জ্বলছে এমন বাড়ি থেকে বিপন্নকে উদ্ধার করা, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্ন জোগানো, সর্বদা সত্য কথা বলা, টিকিট কিনে ট্রেনে ওঠা ইত্যাদি। (২) মানুষে যা করে না এমন; উদাহরণ: রামধনু ওঠানো, ফুল ফোটানো। অলৌকিক, উদাহরণ: চালকবিহীন বিমান, সূর্যকিরণ, নক্ষত্র, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি; এ সবই অমানুষিক।

অমানুষিক[২]: এটি একটি অস্পষ্ট বা ঝাপসা কথা। অমানুষিকের প্রকৃত অর্থ মানুষে যা করে না এমন বিষয়। মানুষগণ মানুষ মারে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, জোচ্চুরি করে, হরণ করে, অপহরণ করে, ল্যাং মারে, টাকাপয়সা

মারে, পরমাণু বা অন্যান্য বোমার সাহায্যে ব্যাপকভাবে হত্যা করে, ধ্বংস করে। এইগুলিকে মানবিক কর্ম বলা হয় বা যায়।

অমিতাঃ বন্ধুহীন-অ + মিতা, পুরুষ বা নারী উভয়ার্থে। বাক্যগঠন-শ্রীসুচারুবাবুর মনে ভারি কষ্ট, কেননা বহু বছর যাবৎ তিনি অমিতা।

অমৃতঃ যিনি জীবিত, যাঁর দেহ থেকে প্রাণ বহির্গমন করেনি। বাক্যগঠন-বসু মহাশয়ের অমৃতকালে তাঁর লেখা কাব্য-গ্রন্থটির ষোলোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

অমৃতলোকঃ মৃতব্যক্তিদের আখড়া বা ঠেক-আড্ডাও বলা চলে।

অম্লজানঃ যে প্রাণ অসহ্য, যে প্রাণ থেকে মিষ্টত্ব চলে গিয়ে টক হয়ে গেছে। বাক্যগঠন-অকস্মাৎ অর্থাগম বন্ধ হওয়ায় শ্রীকন্ঠবাবুর প্রচণ্ড অম্লজান হয়েছিল।

অযোদ্ধাঃ (উচ্চারণ আইওদধা) অযোদ্ধা- অর্থাৎ যিনি যোদ্ধা নন, এই শব্দের পরিবর্তিত রূপ অজোদ্ধাঃ যে অজ বা ছাগল যুদ্ধ করে (অজ + যোদ্ধা)।

অরক্ষণীয়াঃ যাকে রক্ষা করা চলে না, অন্তর্নিহিত অর্থ-ও মরলেই বাঁচি। বাক্যগঠন-সুনীতা জলে ডুবে যাচ্ছে দেখেও তার বাবা বললেন, ও মরুক, ও একেবারেই অরক্ষণীয়া।

অরণ্যঃ যুদ্ধ করা সম্ভব নয় এমন।

অরণ্যে রোদনঃ এটি একটি বিশেষ ধরনের ক্রন্দন (কান্না), এই বিশ্বে নানা সমীক্ষায় প্রায় প্রমাণিত যে, প্রায় সকলেই যুদ্ধ চান না, চান শান্তি (চিরশান্তি নয় অবশ্যই), কিন্তু তবুও দেখা যায় যুদ্ধ চান এমন অনেক মহানুভব ব্যক্তিও বিদ্যমান। এঁরা যুদ্ধ চান এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বেচে হাজার হাজার কোটি টাকা (মতান্তরে ডলার) রোজগার করতে চান। এঁরা রণ চান, অরণ্য অবস্থা চান না, তাই দুনিয়ায় অরণ্য পরিলক্ষিত হলেই এঁরা রোদন শুরু করেন, এই অবস্থাকেই অরণ্য রোদন বা অরণ্যে রোদন বলা হয়।

অর্ধগোলার্ধঃ কামানের গোলা ফেটে সমান দু-ভাগে ভাগ করার পর যে কোনো একটি অংশ, অর্ধ তোপাংশ। এটি গরম জলে সিদ্ধ।

অর্ধবয়স্কঃ অর্ধেক বয়স, আধা বয়সি। কিন্তু যেহেতু পূর্ণবয়স্কর প্রকৃত অর্থ ঝাপসা, সেহেতু অর্ধবয়স্ক যে ঠিক কত বছর হলে হয় তা নানারকম গবেষণার পরও জানা যাচ্ছে না।

অর্ধমেধাঃ অর্ধ অভিমুখে ছুটে যাওয়ার আর্জি, এটি প্রবাদ-অর্ধং ত্যজ্যতে পণ্ডিতা-র বিকল্প মনে করেন। ব্যুৎপত্তি-অর্ধমে = অর্ধেকের দিকে, ধা = দৌড়োও বা ছোটো, এই অর্থকে ছোটো করে গণ্য করা অবিধেয়।

অর্ধহারঃ হারের (গহনা) অর্ধেক। বাক্য-গঠন-চোরের ডেরা তল্লাশি করে পুলিশ চুরি যাওয়া অর্ধহার উদ্ধার করেছে।

অলংকারঃ লঙ্কার নয় এমন, ঝালহীনের, ঝালানো হয়নি এমন রান্নার। বাক্যগঠন- অলংকার হওয়ার জন্য রান্না চমৎকার হলেও সামান্য ত্রুটি রয়ে গেছে।

অলিগলিঃ যে গলিতে মৌমাছি বাস করে-ইহা দেখা গিয়াছে যে মৌমাছিগণ বাসস্থান প্রস্তুত করার সময় চওড়া রাস্তা তেমন পছন্দ করে না, ইহাতে তাহাদের এক বিশেষ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়!

অলীকঃ অলক-এর স্ত্রীরূপ।

অশনিসংকেতঃ শুভ সময় আসার ইঙ্গিত-যখন ধরণী সূর্যকরে শুখা, উদ্ভিদগণ উদ্ভ্রান্ত, চাষ-করা মাঠ ফুটিফাটা, চারিদিক ঠা ঠা, যখন হুপ হাপ বৃষ্টির জন্য যজ্ঞাদি চালু হয়ে গেছে, তখন অতি কাম্য মেঘ এবং উৎসাহ অশনির রেখাকে অতীব শুভ মনে করাই মানবধর্ম।

অশালিনঃ বিবাহিত অথচ শালি নেই এমন পুরুষ, প্রায় করুণার পাত্র।

অশীতিপর বৃদ্ধঃ যে বৃদ্ধ ব্যক্তির শীত লাগে না, যেমন যে শিশুর শীত লাগে না = অশীতিপর শিশু (উল্লেখ্য = এখন দু-টি স্থলেই পর কথাটি অপ্রয়োজনীয়, কেবল বিদ্যে জাহির করা।)

অশোধিতঃ যা শোধ দেওয়া হয়নি।বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর কাছে সন্দীপবাবুর চার-শো টাকার ধান এখনও অশোধিত রয়ে গেছে।

অশ্বমেধাঃ ঘোড়ার বুদ্ধি। ইং হর্স সেন্স (horse sense)-এর বঙ্গরূপ।

অশ্বশক্তিঃ (শ্ব = কুকুর) কুকুরের শক্তি নয় এমন, অসারমেয় শক্তি, অকুত্তা (কুত্তো) শক্তি। জলশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি। বাক্যগঠন-গোশক্তি বা গোজোরকে অশ্বশক্তি বলা হয়।

অশ্রাব্যঃ যা শোনা যায় না এমন। উদাহরণ, ক্ষুদ্র কম্পনের ফলে যে আওয়াজ মনুষ্যকর্ণে অনুভূত হয় না। ইংরেজি subsonic।

অশ্রুতঃ চোখের জল। অশ্রুত পূর্ব-পূর্বের / আগের চোখের জল।

অশ্রুতপূর্বঃ (১) পুব দিকের অশ্রু বা আঁখিজল; (২) যা পুব দিক থেকে শোনা যায়নি। (৩) চোখের জল বা আঁখিবারি + ত। ত এখানে অনাবশ্যক হলেও অলংকাররূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, বাক্যটির সরলার্থ-পুরাতন চোখের জল বা প্রাচীনকালীয় ক্রন্দনের সমসাময়িক চোখ নিঃসৃত জল।

অষ্টরম্ভাঃ হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদের প্রথম খণ্ডটির কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে যাওয়ার আগে একজন সেই পৃষ্ঠাগুলি হুবহু কন্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ইন্দ্রের হেফাজতে আটজন রম্ভা ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের একটি করে হাজত ছিল। প্রত্যেক হাজতে সাতজন করে রম্ভা রক্ষিত থাকতেন। তারা নানান কলা চর্চা করতেন। সব সমেত চৌষট্টিটি কলার চাষ করা হত। ইন্দ্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ খুব ফুর্তির সঙ্গে বিভিন্ন কলাঃধকরণ করতেন এবং সোমরস সহকারে এই চর্চা অমাবস্যা ছাড়া প্রতিদিনই চলত।

অসৎ মা: মানবসমাজে দু-রকম মা বিদ্যমান, এক-সৎ মা, অন্যটি অসৎ মা; কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, অসৎ মা বেশি ভালো; সৎ মা ভালো হতেও পারেন, তবে খারাপই বেশি দেখা যায়।

অসম: অসমান, এবড়োখেবড়ো। দৃষ্টান্ত: অসম সাহসী = অসমান সাহস বা অসম্ভব (অসম + ভব)। বাক্যগঠন- আমাদের পৃথিবীর বহির্দেশ বড়োই অসম তাই এটি ভারি অসম্ভব।

অসম্ভব: অসমে যার জন্ম (অসম + ভব); অসাম্য কণ্টকিত বিশ্ব।

অসহযোগ: সহ্য করা যায় না এমন যোগ; ব্যাপকার্থে যে যোগ (অঙ্ক) করা বেশ কঠিন। বাক্যগঠন-আজকাল স্কুলে ছোটোদের ক্লাসেও যে যোগ শেখানো হয় তাকে অসহযোগ বলতেই হয়।

অসাম্প্রদায়িক: অলীক মানুষ। এই জাতের কোনো মানুষকে আজ পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি, তবে জোর তদন্ত চলেছে, হয়তো কখনো সন্ধান পাওয়া যাবে এই আশায়।

অসারমেঘ: যে মেঘে বৃষ্টি হয় না। বাক্য-গঠন-চারুদা বললেন, ও সব সাদা মেঘ, স্রেফ অসারমেঘ; এই মেঘে বৃষ্টি হবে না।

অসুখ: সুখহীন, স্ফূর্তিহীন, বিমর্ষ। বাক্য-গঠন-হারুবাবুর ভারি অসুখ, আটবার লটারির টিকিট কিনে একটাতেও সফল না হওয়া এর কারণ।

অসুর, অসুরা: যাঁদের কণ্ঠে সুর নেই বা অনুপস্থিত তাঁদের আদ্যিকাল থেকেই অসুর বলে অভিহিত করা হয়ে আসছে। এঁরা তবু পদের, এঁদের নিজেদের মধ্যে তেমন অতৃপ্তি নেই। কিন্তু অসুরা অভিহিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিনীগণ দুঃখের তিমিরে এবং হতাশায় ডুবে থাকেন, কেননা এঁরা সুরার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেন না, অসুরা অবস্থায় তাঁদেরকেই চোখে দেখা যায় না। বেদে এঁদেরই মহাপুরুষ লেখা আছে এইরূপ জনশ্রুতি।

অস্ত্রশাস্ত্র: অস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞান আহরণের জন্য লেখা রচনা বা পুস্তক।

অস্থিরঃ হাড়ের। বাক্যগঠন-অন্তর মাঝেতে থাকে সতত অস্থিরঃ নলিনীকান্ত সরকার।

অহমিকাঃ অহম (অসম)-এর নারী।

অ্যা

অ্যালকলহঃ মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে ঝগড়াঝাঁটি। প্রায় সমার্থক আর একটি শব্দঃ অ্যাল কোলাহল। অবশ্য এটি কলহবর্জিতও হতে পারে। ভারতীয় বাক্য অ্যালকোলাহল্লা।

অ্যাল কোলাহলঃ (১) মত্ততাজনিত কলহ; (২) কোলা (cola) জাতীয় পানীয়ের সঙ্গে সুরারোপ করা।



গলার উপর চাপ বাড়াবেন না, সংস্কৃত ছেড়ে সরল বাংলা ধরুন

আ

আঁচড়ন[১]ঃ পূর্বের আচরণ-এর নূতন বানান, ফলে অর্থেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন জীবজগতে বিশেষ করে মানবসমাজে চালু হয়েছে। বাক্যগঠন-

বর্তমানে নির্বাচন কমিশন নতুন আঁচড়ন বিধি চালু করবেন স্থির হয়েছে। তুলনীয়, আপনি আঁচড়ি ধর্ম পরকে শিখাও।

আঁচড়ন[২]: আচরণের কুদ্ধ বা হিংস্ররূপ।

আঁচানো: উনুনে আগুন ধরানো কর্ম। বাক্যগঠন-খাওয়া-দাওয়া হবে কী, এখনও আঁচানোই হল না।

আঁধারিত: অন্ধকারপাত করা হয়েছে এমন। যেমন, আলোকপাতকে বলা হয় আলোকিত করা, তেমনই আলোকিত স্থানকে অন্ধকার করাকে বলা হয় আঁধারপাত, কালোকিত বা আঁধারিত। কোনো সত্যকে অস্পষ্ট বা মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে আঁধারিত কথাটি ব্যবহার খুব অন্যায় হবে না।

আকণ্ঠ মদ্যপান: যে মদ্যপানে নেশা হওয়ার কথা নয়, কেননা মুখ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত মদ্য গেলে সেটাকে পান বলা যায় না। কণ্ঠ পর্যন্ত যাওয়ার পর বার করে দেওয়া হয়-মাউথ ওয়াশ (mouth wash) হিসাবে চমৎকার।

আকর: (১) করহীন; (২) নিষ্কর, শুল্কহীন।

আকাল: কাল পর্যন্ত, যেমন আপরশু = পরশু পর্যন্ত। আবার = বার (bar) পর্যন্ত।

আকাশ পানি: মেঘ-ঝরা বৃষ্টিজল।

আক্কেল গরুং: গো বোধ, গোরুর মতো আক্কেল (বুদ্ধি)।

আক্কেল গুরুং বা গুড়ুম: আদি কথা আক্কেল গোরু। অধুনা বাক্যবিকৃতিতে আক্কেল গুড়ুম-এ পরিণত। এর অর্থ গোরুর মতো আক্কেল বা বুদ্ধি, কম বুদ্ধি।

আক্রমণী: আক্রমণ সম্পর্কীয়; কথাটি ইং acrimony থেকে এসেছে বলে মনে করা হলেও সম্প্রতি কলকাতাস্থ গাঁজা পার্কের কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তি বলেন, কথাটি ইংরেজরা বাং থেকে মেরে দিয়েছে। এর ইং অর্থ সম্পর্কের তিক্ততা,

পরস্পরের প্রতি কঠোর মনোভাব ইত্যাদি। কথাটি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ব্যবহার শুরু করেন। আক্রমণী শব্দটির অর্থ অবশ্যই অজানা নয়। তাই যাঁদের কৌতূহল অদম্য তাঁরা অন্য অভিধানে খোঁজ করুন।

আখেরেঃ ইক্ষু বা আখ থেকে আখের আখ + র অর্থাৎ আখ সম্পর্কীয়। সাবধান! এর সঙ্গে আখর কথাটির মিল ধূল পরিমাণ হলেও, কোনো আত্মীয়তা নেই। আখেরে এ স্থলে আখকে, যেমন সীতারে কইলাম = সীতাকে বললাম।

আগাথা কৃষ্টিঃ আ + গাথা (কাহিনি)- কাহিনিহীন সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি সংগীতপ্রধান, যেমন বাংলার সংস্কৃতি। বাক্যগঠন-বাংলার আগাথা কৃষ্টির জন্য বিশেষ গৌরব অনুভব করা যায়।

আগ্নেয়ঢিবিঃ আগ্নেয়গিরির পূর্বাবস্থা; তারও আগের অবস্থা আগ্নেয়গুটি।

আচরণঃ (১) পা পর্যন্ত। (২) আপদ। যেমন আবরণ-বরণ = রং পর্যন্ত। বাক্যগঠন

(১) হারুদার আচরণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন;

(২) হারুদার আপদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আছাড়ঃ মাল বিক্রির সময় যেসব দোকান-দার মূল্য কমান না, বা ছাড় দেন না। বাক্যগঠন-দুলুদা পাড়ার মুদিখানা থেকে সাত-শো টাকার জিনিস কিনলেও মুদি তাঁর আছাড় অবস্থান থেকে একটুও হটলেন না।

পুনশ্চঃ কেউ কেউ এখনও আছাড়কে খাদ্যবস্তু বলে ভুল করেন।

আজানঃ (জান = জীবন) আজীবন; আপ্রাণ।

আটান্নঃ (১) আট রকম অন্ন। (২) আটা + অন্ন = আটান্ন; অনেক বাড়িতে আজকাল রোজই আটান্ন খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আটার ননসেন্সঃ বাং আটার সঙ্গে ইং ননসেন্স (nonsense) মিশ্রণে প্রস্তুত শব্দ। আটা দিয়ে তৈরি জঘন্য ধরনের খাদ্য, আটা দিয়ে প্রস্তুত অখাদ্য।

আড্ডাঃ ইংরেজিতে আসানসোল ও দুর্গাপুর ডেভলেপমেন্ট অথরিটি-র আদ্যক্ষর দিয়ে তৈরি বাক্য।

আড্ডাবাজঃ এক ধরনের বাজ (পাখি), আড্ডায় ওস্তাদ, তাই এদের আড্ডাবাজ নাম দেওয়া হয়েছে। এই বিরল-জাতীয় পাখি পৃথিবীর অন্যত্র প্রায় লুপ্ত কিন্তু বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনও যথেষ্ট দেখা যায়।

আড়কাঠিঃ কাঠি যখন আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়, তখন সেগুলিকে বলা হয় আড়কাঠি।

আতান্তরঃ আতা (ফল) থেকে অন্য আতায় যাওয়া। বাক্যগঠন-আতা বাগানে পাখিরা আতা থেকে আতান্তরে ঘুরে বেশ খুশি। অথবা মাছিগুলি আতা থেকে আতান্তরে গন্ধে গন্ধে উড়ছে।

আত্মহত্যাঃ এটি অপকথা, কেননা হিন্দুমতে আত্মাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। প্রচলনে সিদ্ধ বলেই এর যত রোয়াবি।

আত্মারামঃ রামের আত্মা, রামের ন্যায় পুণ্য আত্মা। এই আত্মা খাঁচায় বন্দি থাকলে মঙ্গল; খাঁচা ছাড়া আত্মারাম খুব একটা ফুর্তির বিষয় নয়।

আত্মারাম খাঁচা ছাড়াঃ রাম নামক এক ব্যক্তির আত্মা খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, এইটেই বক্তব্য; কিন্তু জানা যায় না আত্মাটি খাঁচার মধ্যে কেন ঢুকেছিলেন বা কে বা কাহারা তাঁকে ঢুকিয়েছিলেন। এটি বড়ো সমস্যাবাক্য।

আদমশুমারিঃ (১) পুরুষ গণনা; নারীরা এখন বলছেন আদমশুমারিতে তাঁরা নেই। তাঁদের দাবি অবিলম্বে ইভশুমারি চালু করতে হবে। (২) সুমেরু অঞ্চলের আদম (পুরুষ), এস্কিমো।

আদরঃ প্রধানত গায়ে হাত বোলানো, চুম্বন ইত্যাদি। কথাটি ইং adore থেকে সরাসরি জাহাজে এনে বাংলা ভাষায় স্থান করে দেওয়া হয়েছে।

আদর্শ[১]: মনের একটি বিশেষ ভাব, যা অন্যদের সৎ বা অসৎ কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট অবহিত করে এবং কঠিন কাজে উত্তেজিত করে। প্রেরণা যাঁরা দেন তাঁদের বলা হয় আদর্শবাদী। আর যাঁরা আদর্শবাদীদের কথায় কাজ করেন তাঁদের অনেকেই অকালে শহিদ হন।

বি.দ্র.-এ যাবৎ আদর্শবতী কাউকে পাওয়া যায়নি।

আদর্শ[২]: যা সাধারণত নেতাদের ভুঁড়ি স্ফীত করে এবং অনুগামীদের দেহ শীর্ণ করে বা বারোটা বাজায়।

আদাবঃ (১) বন বা জঙ্গলবিহীন, বৃক্ষছাড়া, মরুভূমি, আ + দাব = জঙ্গল, বন ইত্যাদি। বাক্যগঠন-যেভাবে এ দেশে বড়ো বড়ো গাছ কাটা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এটি আদাব অঞ্চলে পরিণত না হয়।

আদিখ্যেতাঃ প্রথম চাষ, আদি + খেতি = ক্ষেত্র বা ভূমি কর্ষণ করতঃ শস্য উৎপাদন-সময়ের ব্যবধানে আদিখ্যেতা -কিছু করার নেই। বাক্যগঠন-ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন আদিখ্যেতা খ্রি. পূ. হাজার পনেরো বছর নাগাদ শুরু হয়েছিল।

আদিসুর[১]: মূলতান।

আদিসুর[২]: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে বা শুরুতে যে সুর বিদ্যমান ছিল সেই সুরকেই বলে আদিসুর। অনেকের মতে আদি সুরা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কথাটার পরিবর্তন ঘটে বর্তমান রূপ নিয়েছে।

আধপেটাঃ অর্ধেক পেটা, প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক আঘাত করা। বাক্যগঠন -বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, শিশুদের পেটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর, এমনকী তাদের আধপেটার ব্যবস্থা করাও ঠিক নয়।

আধার[১]: অর্ধেকের, শতকরা ৫০ ভাগের। বাক্যগঠন-দুই চোর চুরি করার পর এক আধা প্রথম চোর নিলে বাকি আধার মাল যা ছিল দ্বিতীয় চোরটি নিল।

আধার[২]: (১) ঋণ নেই এমন; (২) ভোঁতা।

আধিভৌতিক: অর্ধেক অশরীরী বা প্রেত সম্পর্কীয়; আধা ভৌতিকের বানান বিকারে সিদ্ধ।

আধুনিক কামা (কা. মা.) সূত্র: ভারতে বহু মনীষী যেসব জীবন ধারণের জন্য পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা স্বরূপ সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন-যেমন খনা, বাৎস্যায়ন, চাণক্য, জোব চার্নক (তাঁর রচিত চার্নক্য শ্লোক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইতেছে) তেমনই গুরুত্বপূর্ণ কা. মা. (কার্ল মার্কস) সূত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। একটি নমুনা-সর্বহারাদের একনায়কত্ব তন্ত্র।

আধুনিক গান: খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার দু-শো থেকে এগারো হাজার সাত-শো বছর আগে আধুনিক গানের উৎপত্তি। তারপর থেকে যত গান গাওয়া বা লেখা হয়েছে সবই আধুনিক গান।

আধূলি: ধূলিহীন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর বাড়ি পরিষ্কার করে আধূলি রাখার চেষ্টা করা হয়।

আনচান করা: এটি ইং আন (un), এবং বাং চান যোগে যুক্ত শব্দ। আনচান করা হল চান না করার ইচ্ছে। বাক্যগঠন- ভারি শীতে কনকনে ঠান্ডা জল দেখে মনটা আনচান করে।

আন্ডাম্যান: হিন্দি-ইং যুক্ত শব্দ, ডিমওয়ালা।

আন্ডারভ্যালু: হিন্দি-ইং মিশ্রিত শব্দ- ডিমের দাম বা মূল্য।

আপনি আঁচড়ি ধর্ম: ধর্মকে আঁচড়ানোর প্ররোচনা।

আপামর: পামর নহেন এমন, স্বাধীন।

আপেক্ষিক তত্ত্ব: মানুষের অপেক্ষা করে থাকার সীমা নির্ণয়কারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

আবক্ষমূর্তিঃ পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য। তবে পা থেকে বুক পর্যন্ত মূর্তি, না মাথা থেকে বুক পর্যন্ত, তা স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, কনিষ্কের বা অন্য অনেক আবক্ষমূর্তি বর্তমান যেগুলি পা থেকে বুক পর্যন্ত খোদাই করা। এর কারণ হয়তো খোদাই জানেন।

আবরণীয়ঃ যা ঢেকে রাখার যোগ্য, যেমন বিখ্যাত ব্যক্তিদের অতীত সত্যকথা।

আবর্জনীয়ঃ বর্জনীয় কথাটির বিকল্প। তবে বর্জনীয় কথাটির মধ্যে একটু নরম মনোভাব আছেও, আবর্জনীয় অর্থ কেবল বর্জনীয় নয়, সম্পূর্ণ অগ্রহণীয় (তুচ্ছার্থে) এবং আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়ার যোগ্য।

আবাস্যঃ বাসযোগ্য নয় এমন। বাক্যরচনা- শান্তিতে থাকবার আশায় অনেক ফ্ল্যাট দেখলাম কিন্তু সবগুলিই আবাস্য বলে মনে হল।

আমড়াগাছিঃ যিনি আমড়া গাছে চড়তে দক্ষ। বাক্যগঠন-পুরোনো বাংলায় প্রচুর আমড়াগাছি ছিলেন যাঁরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমড়া গাছে উঠতে পারতেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষ এখন বিরল হয়ে এসেছে।

আমদানিঃ যে পাত্রে আম রাখা হয় বা অভ্যাগতদের উদরীকরণের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়। বাক্যগঠন-ছোট্ট মেয়েটি সযত্নে অতিথিদের টেবিলে প্রত্যেকের জন্য আমদানি সাজিয়ে রাখল।

আমরণঃ (আম + রণ) কোনো এক প্রাচীন অনৈতিহাসিক যুগে বর্তমান অযোধ্যার সঙ্গে বঙ্গের একটি আমবাগান দখল নিয়ে সাত বছর ধরে যুদ্ধ চলে। এটিকে প্রথম আমরণ বলে জনশ্রুতি। বুদ্ধপূর্ব বারো সনে এই যুদ্ধের শুরু হয়!

আমার অপরাধ নেবেন নাঃ এটি একটি উক্তি-প্রায়ই শ্রুত হয়, কিন্তু ইয়ে, এর অর্থ ভাবি ভাবি কেবল গবুচন্দ্র নয়, অনেকেই চুপ। যদি কেউ অপরাধ করেই থাকেন, তা হলে অন্য কেউ সেই অপরাধ নিতে পারেন? অপরাধ কি দানসামগ্রী? সামগ্রিকভাবে দেখলে এটি একটু ঝাপসা এবং অনেকটাই

এলোমেলো শব্দ। হায় বাংলা ভাষা, তোমার এ কী হাল হয়েছে ফিলহাল-এই সুপবিত্র ভাষার কি দিন খতম হইল?

আয়দি পাউসঃ প্রকৃত শব্দ বাং-ইং মেশানো আয় দি (the) পৌষ, অর্থাৎ পৌষ (মাস) এসো। তুলনীয় 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে আয়।'

আরবঃ রবহীন, বোবা, নীরব।

আরব্যঃ রবহীনতা। আরব্য উপন্যাস নীরবে পড়াই সংগত।

আরামবাগঃ মিষ্টি কথা, মিঠে কথা, স্বস্তির সৃষ্টি করে এমন কথা।

আর্ষ প্রয়াগঃ ইলাহাবাদের পরিবর্তিত নামের একটি প্রস্তাব। নিকটস্থ প্রয়াগে ঋষি, সাধু, সন্ত প্রমুখের সমাবেশ কারণে এই নামটি বিবেচনার যোগ্য।

আলপাকাঃ পাকা সরু রাস্তা, চাষ খেতের ভিতর দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা।

আলসেমিঃ অকর্মক ক্রিয়া।

আলস্যঃ চাষযোগ্য জমির পাশ দিয়ে মানুষ চলার সরু উঁচু পথ হচ্ছে আল, সেই আল সম্পর্কিত। এই আল দিয়ে মানুষ ছাড়া কুকুর, বিড়াল, গাধা ইত্যাদিও যেতে পারে, কোনো বাধা নেই।

আলুকেবলিঃ প্রকৃত বাক্য বাং ও ইং আলু + কেবল (cable) + ই = আলুকেবলি। এর আধুনিকতম অর্থ ইং ভাষায় কাউচ পোটেটো অথবা আলুকেবলি।

আলুকোহলঃ আলু থেকে প্রস্তুত সুরা।

আলুর দোষঃ আলুর ত্রুটি। আজকাল আলুর বীজের উন্নতি হওয়ায় এবং জীবাণু নিগ্রহ এবং হত্যার বাড়াবাড়িতে আলুর দোষ আর তেমন ব্যাপক নয়।

আলৌকিকঃ আলো সম্পর্কীয়। বাক্যগঠন- বড়ো শহরের মেয়র বললেন, আগামী ২৪ বছরের মধ্যেই এ শহরের আলৌকিক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

আশাতিতোঃ যে আশা তিক্ততায় পর্যবসিত; যেমন সে গুড়ে বালি।

আস্থানাঃ অনাস্থা।



আম-দানি

ই

ইঁদুরদৌড়ঃ ইঁদুরের দৌড় বা দ্রুত পদ সঞ্চালন। ইঁদুরদৌড়ে যোগ দিচ্ছে, এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার। ইঁদুরের দৌড় আলাদা, মানুষের দৌড় আলাদা।

ইঙ্গাজ্ঞঃ ইংরেজি ভাষা বা জাতি সম্পর্কে অজ্ঞ বা অজ্ঞান-ইঙ্গ + অজ্ঞ। বাক্যগঠন -এতদ্দেশীয় মহাপণ্ডিতগণ মনে করেন, ফতোয়াও জারি করেন যে, ইঙ্গাজ্ঞ ব্যক্তি সংখ্যা যত বাড়িবে ততই দেশীয় ব্যক্তিদের প্রজ্ঞা বেশি হইবে।

ইটভাটাঃ ইটের জোয়ারের বিপরীত- মূলত এটি পাটকেল ছোড়া, কিন্তু পেশি-সিদ্ধ প্রয়োগে এটি ইটভাটায় পর্যবসিত হয়েছে। এটি রাস্তায় দু-দল সমাজ-সেবকদের মধ্যেকার খেলা, এ খেলায় অবশ্য রেফারি থাকেন না।

ইতিবাচক[১]: শেষ হয়ে গেছে এমন পরিস্থিতি-ইতি= শেষ+বাচক = বক্তা, শেষ হয়েছে এমন কথা যিনি ঘোষণা করেন। বাক্যগঠন-আশা নেই, ভরসা নেই- নেতারা পর্যন্ত ইতিবাচক হয়ে হতাশা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

ইতিবাচক[২]: শেষ বক্তা, কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে যিনি শেষ কথা বলেন (যদিও শেষ বলে কিছু নেই)। বাক্যগঠন- পাড়ার একটা জলসার শেষে হারুদা ছিলেন ইতিবাচক। (বি.দ্র.) একই অর্থ সূত্রে কেউ 'ইতিপাচক'ও হতে পারেন।

ইন্টারনেট: ইং internet -এর সম্ভাব্য অনুবাদঃ অন্তর্নেত্র বা নখদর্পণ।

ইন্টেলিজেন্সিয়াঃ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের সেরাংশ। এর বিপরীত ইন্টেলিজেন্স শূন্যি (বুদ্ধিহীন)।

ইন্দুরঃ চাঁদের, শশীর।

ইন্ধনঃ এটি ইং-বাং শব্দ-ইন in + ধন, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ধন বা অর্থ জমা। বাক্যগঠন-সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ইন্ধন বৃদ্ধি করার এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ইয়ারকিঃ শ্রবণযন্ত্রের (hearing aid) বিকল্প নাম (ear -key)।

ইয়ারকি-শিকাবিঃ যে ব্যক্তি ইয়ারকি মারেন (যতদূর মনে হয় ইয়ারকি বাক্যটি ইরাক থেকে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে)।

ইয়ার্ডস্টিকঃ (ইং yardstick) অঙ্কুশ, গজযষ্টি।

ইশতেহারঃ এই বাক্যের অভিন্ন বানানগুলির কয়েকটিঃ ইশতাহার, ইস্তাহার, ইসতিহার, ঈষতেইহার। এটি সরকারি ডাক্তারি মতে।

ই-সাড়াঃ ইং E = electronic + বাং সাড়া নিয়ে মিশ্র শব্দ; ই-মেল যখন সাড়া দেয়, অর্থাৎ বার্তা পাঠায় তখন বলা হয় ই-সাড়া মিলেছে।

উ

উচ্চতোলক: ইং লিফট (lift)-এর বঙ্গ রূপ।

উচ্চপদস্থ: যার পা উপরের দিকে প্রসারিত, বাদুড়ের বিকল্প নাম।

উচ্চাঙ্গ সংগীত: সংগীতের তিনটি ভাগ। উচ্চাঙ্গ সংগীত সকলের সেরা। তারপর আসে মধ্যাঙ্গ এবং পরিশেষে নিম্নাঙ্গ সংগীত।

উচিত শিক্ষা: যথাযথভাবে পঠনপাঠন। মনে হয় ভারতবর্ষে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা উচিত শিক্ষা নয়, অনুচিত শিক্ষা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কেরা এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তিত এবং উদবিগ্ন। প্রায়ই তাঁদের কণ্ঠে প্রকাশ পায় এই উদবেগের কথা। তাঁরা এ ব্যাপারে এমনই বিচলিত যে, তাঁরা ভারতকে উচিত শিক্ষা (অবশ্যই বিনামূল্যে) দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে ভারত রাজি হলে বহু হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হত।

উটকো বিপদ: উটের সমস্যা (উট + কো)। বাক্যগঠন-সুধেন্দুবাবুর পোষা উট গর্তে পড়ে আহত হলে একজন মন্তব্য করলেন, এ হচ্ছে উটকো বিপদ।

উডবার্ন: ইং wood -burn বা দাবদাহ। অনেকে বলেন, কলকাতার দাব কোথায় যে দাবদাহ কথাটি এই শহরের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে? কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কলকাতায় পি. জি. হাসপাতালে দাবদাহ অঞ্চল বা ward রয়েছে।

বি.দ্র. আরও কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য 'বৈদিক ব্রাহ্মণ' দেখহ।

উড়ো চিঠি: যে চিঠি এক শহর থেকে অন্য শহর, বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিমানে পাঠানো হয়। বাক্যগঠন- দাসচৌধুরি বাড়িতে বিলেত থেকে উড়ো চিঠি আসায় বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

উড়ো ফোন: যে (টেলি) ফোন উড়তে সক্ষম, আজগুবি কল্পনাসৃষ্ট বস্তু।

উৎকেন্দ্রিক: কেন্দ্র থেকে চ্যুত, আরও সংকীর্ণ অর্থে রাজ্য থেকে চ্যুত।

উত্তর দিক: জবাব দিক। বাক্যগঠন-যাকে তাকে প্রশ্ন করে কী লাভ, যে ঘটনাটি দেখেছে সেই উত্তর দিক।

উত্তরীয়: এক বিশেষ ধরনের গায়ে দেওয়ার চাদর যার উপর নিপুণভাবে পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লেখা থাকে, পরীক্ষার হলে ছাত্রদের বেশ উপকার দেয়।

উত্তোলক: ইং লিফট (lift) -এর বঙ্গীয় রূপ। প্রসঙ্গত কিছু স্থানে উত্তোলিকা হওয়া সংগত। কিন্তু তাতে জটিলতা বাড়বে (যেন বাংলা বাক্যে জটিলতার অভাব!)। যাই হোক, দু-দলই বলছেন আপ্যায়ন কথাটি আরও বেশি জুতসই। এটি ইং (up) আপ-এর সাহায্যে প্রস্তুত (হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে)।

উৎপাত: জ্বালাতন-সাধারণ উৎপাত; অগ্নুৎপাত হল আগুনের উৎপাত বা জ্বালাতন; বাড়ি, ঘর, দোকান পুড়ে গেলে সেটা একরকম উৎপাত বা জ্বালাতন।

উৎপাদক: জ্বালাতনকারী; যিনি বা যাঁরা উৎপাত করেন।

উদবস্তু: বস্তুহীন, শূন্যতা। তুলনীয় উদবাস্তু- বাস্তুছাড়া। প্রোলিতারিয়াতদেরও উদবস্তুজন বলা অসম্ভব নয়।

উদব্যস্ত: কর্মহীন, অলস (গোস্বামীমতে)।

উদবস্ত্র: (১) সর্বহারা, যাঁর বা যাঁদের কোনো বস্ত্র নেই।

উদ্রেক: প্রবল, প্রবল ইচ্ছা; বিফলোদ্রেক: বিফল হওয়ার প্রবল ইচ্ছা।

উদবেগ: উদ্ = জল, বেগ = গতি, জলের বেগ বা জলস্রোত। বাক্যগঠন-হরিদ্বারের কাছে গঙ্গার উদবেগ খুবই বেশি।

উদ্ভাসিত: উদ্ = জল, জলে ভাসিতেছে এমন = বন্যাবন্দি। বাক্যগঠন-প্রচণ্ড বৃষ্টির পর বাংলার বহু জেলা এখন উদ্ভাসিত হইয়াছে।

উপকথা: যে কথা পূর্ণতা পায়নি, প্রায় কথা, অস্পষ্ট বিড়বিড় করে কিছু বলা, বা বকা। শিশুর আধো-আধো বা সিকি-সিকি কথা।

উপকার: বাং-ইং শব্দ: উপ + car = গাড়ি, যেমন টেম্পো।

উপকারীঃ বাং-ইং যুগ্ম শব্দ; উপ + curry, যে কারী বা রান্না-করা মশলামেশানো খাদ্যকে পুরো কারী বলা যায় না।

উপ-চামচঃ ছোটো চামচ, কফি চামচ।

উপদেশঃ (১) ছোটো আকারের দেশ, যেমন সুইজারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি। বাক্যগঠন-এই বিশ্বে বিশাল বিশাল দেশ যেমন আছে তেমনই আছে বহু উপদেশও। (২) যা কখনো পুরো দেশ নয় (ভারত পুরো দেশ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশা ইত্যাদি সবই উপদেশ)।

উপদ্রবঃ প্রায় গলে গেছে এমন। ডাল, চাল ইত্যাদি জলে ফোটানোর পর সুসিদ্ধ না হওয়াকে উপদ্রব বলা চলে। বাক্যগঠন- গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় ভাত উপদ্রব অবস্থাতেই খেতে হয়েছে।

উপদ্রুতঃ মন্থর, দ্রুত নয়। বাক্যগঠন- যদুবাবুর বাড়িতে আগুন লাগলেও তিনি উপদ্রুতভাবে শোরগোল তোলেন।

উপনয়নঃ চশমা।

উপমাঃ ছোটো মা, নিজের মা নয়, প্রায় মায়েরই মতো। তুলনীয়, উপমহাসাগর। বাক্যগঠন-আমার নিজের মা গত হলেও উপমার অভাব ছিল না।

উপযুক্তঃ যে কথার আগে উপ বসানো হয় তাকে বলে উপযুক্ত বাক্য। যেমন উপসাগর (সাগরের চেয়ে ছোটো)।

উপসমঃ প্রায় সমান, পুরো সমান নয়, কিছুটা কম। বাক্যগঠন-পরীক্ষায় রাম ও সুগ্রীবের মার্ক ছিল উপসম।

উপস্তাবকঃ একটু নীচু মানের স্তাবক বা খোশামোদকারী, (স্ত্রীরূপ) উপস্তাবিকা।

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ অন্য কথায়, ভগ্ন-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কেননা এ সব ঠেকে যাঁরা চিকিৎসার জন্য আগমন করেন, তাঁরা পুরো স্বাস্থ্যের অধিকারী কেউই নন, এটা তো জানা কথা, পূর্ণ স্বাস্থ্যের ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার মতো বিদ্যে বা

মনোবল কোনো ডাক্তারের ইয়ের সাধ্যি নেই। পূর্বে দু-চারটি পুরো স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হলেও রোগীর একান্ত অভাবে সেগুলিতে লক আউট করে দেওয়া হয়েছে। এ আমার চারজন বিশ্বস্ত সংবাদদাতা টলটলিয়ে হাঁটার সময় অন্যায় ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

উপহারঃ প্রায় হার, বা প্রায় পরাজিত। উপ = প্রায় + হার = পরাজয়। বাক্যগঠন- হারুদার ভাগ্নে স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় উপহারের জোগাড় হয়ে কোনো মতে তৃতীয় স্থানে যেতে পেরেছে।

উপহাঁসঃ হাঁসের চেয়ে ছোটো অথবা নিকৃষ্ট জাতের উভচর পক্ষী। যেমন পানকৌড়ি।

উপহাসঃ প্রায় হাঁসেরই মতো। উচ্চারণ বিকারে উপহাস। তবে সেটি পণ্ডিতেরা মেনে নেননি।

উপহাসিঃ খারাপ ধরনের হাস্য, হাসির চেয়ে কম, মুচকি হাসি।

উল্কিঃ উল্কার স্ত্রীরূপ, শূন্য থেকে উল্কা যেমন প্রচুর পড়ে, উল্কি পতন খুবই বিরল ঘটনা। গত এক-শো বছরে বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে দেখেছেন মাত্র বত্রিশটি উল্কি পতনের সন্ধান মিলেছে।

উষ্ণ অভ্যর্থনাঃ অভ্যর্থনার সময় ঘরের উত্তাপ বেশি হলে তবেই সেটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা বলে গণ্য করা যায়। সাধারণত ৪২ক্ক সেলসিয়াস থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা শুরু হয়, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৪০ক্ক-তেও যে অভ্যর্থনা দেওয়া হয় তাকেও উষ্ণ বলেই সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।



উড়ো ফোন

এ

একই মুদ্রার দু-টি পিঠ: দু-টি বিপরীত বিষয়, সাধারণত একই ব্যাপার, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কোনো মুদ্রারই দু-টি পিঠ এক রকম হয় না।

একঘরে: যার একটি ঘর। বাক্যগঠন- গৌরবাবুদের সাতজনের সংসার, ঘর মাত্র দু-টি। এবারে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাঁর পরিবারকে একঘরে করে দেওয়াতে এখন তাঁরা সাতজনই একঘরে।

একদেশদর্শী: যাঁর অভিজ্ঞতা একটি দেশেই সীমাবদ্ধ, যিনি কখনো দেশের বাইরে যাননি।

একবাক্যে: সাধারণত যে একটি মাত্র বাক্যের সাহায্যে অনুমোদন বা অননুমোদন প্রকাশ করা হয়, যেমন হ্যাঁ বা না। উল্লেখ্য, বাক্যহীন হলেও সম্মতি প্রকাশ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

একবিংশী: একুশ বছর বয়সি মেয়ে। তুলনীয়, সপ্তদশী-সতেরো বছরের মেয়ে।

এক শতাংশ: এক-শোর অংশ কিন্তু এক-শোর কত অংশ সেটি স্পষ্ট নয়।

একাধিক: একের বেশি; ১ থেকে অসীম সংখ্যার যে কোনো একটি সংখ্যাকে একাধিক বলা যায়। বাক্যগঠন-এই বিশ্বে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন।

একান্নবর্তী: (১) যে ব্যক্তি বাড়িতে একা থাকেন এবং একাই অন্ন খান তাঁকে একান্নবর্তী-জন বলা হয়। বাক্যগঠন- শুভদা বাড়িতে অনেকের সঙ্গে থাকতে থাকতে বর্তমানে একান্নবর্তী হয়ে মোটামুটি ভালোই আছেন। (২) একান্ন ভোজী।

একান্নবর্তী পরিবার: যে পরিবারের একান্নজন অথবা প্রত্যেকেই একা একা বা আলাদা আলাদাভাবে ভাত-টাত উদরস্থ করেন।

এশিয়া মাইনর: সব দিক দিয়েই ইউরোপের তুলনায় এশিয়া শ্রেষ্ঠতর, কী ধর্মে, কী সভ্যতায়, কী মানবচেতনায়-কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই অকস্মাৎ তাঁরা এশিয়ার নাম দিলেন এশিয়া মাইনর-এ অতি গর্হিত কর্ম, এর প্রতিকার চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে জোর তদবির আবশ্যক।

ঐ

ঐতিহাসিক: ইতিহাসে যার স্থান, অন্য

অর্থে বা অনর্থে ইতিহাসবিদ।

ও

ওমনিবাস: ইং omnibus, যে বাসে উঠলে

ভাড়া না দিলেও চলে, সরকারি বাস।

ক

কঙ্কালসার: হাড় বা কঙ্কালের গুঁড়োর সাহায্যে প্রস্তুত একপ্রকার জৈব সারকে বলা হয় কঙ্কালসার। বাক্যগঠন-বেতারে শোনা গেল গম চাষের জন্য কঙ্কালসার সবচেয়ে উপযোগী।

কচুকাটাঃ কচুকর্তন, সহজেই যে কর্ম সম্পন্ন করা যায়। বাক্যগঠন-হরুবাবুকে দিয়ে শক্ত কাজ করানো যায় না। পিকনিকে কিছু করতে বললে তিনি বলেন কচু এনে দাও কেটে দিই।

কচুরিদামঃ কচুরির মূল্য; তুলনীয়, কেশদাম- চুলের দাম।

কচুরিপানাঃ কচুরি একরকম খাদ্য + পানা = মতো, কচুরির মতো, যেমন চাঁদপানা মুখ, চাঁদের মতো মুখ। বাক্যগঠন- বউদি সেদিন এমন একটা জলখাবার বানিয়ে দিলেন যেটি হয়েছিল ঠিক কচুরিপানা।

কড়াকড়িঃ শক্ত ধন (কড়া-শক্ত, কড়ি- ধন বা অর্থ)। ইংরেজি hard money -র সরল অনুবাদ। বাক্যগঠন-টাকা ধার কে দেবে, ভারি কড়াকড়ি চলছে সর্বত্র।

কড়াঘাতঃ সজোরে ধাক্কা বা আঘাত, (কড়া + আঘাত)। বাক্যরচনা-শম্ভুবাবু ভোম্বল- বাবুকে কড়াঘাত করলেন।

কণ্টকে-কণ্টকেঃ (ঘড়ির) কাঁটায় কাঁটায়-এর সন্নেসি রূপ।

কথা কম কাজ বেশিঃ চৌর্যবিদ্যা, পকেট-লঘুকরণ বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষালয়ের স্লোগান।

কথাকলিঃ কলিকালের কাহিনি, কুঁড়ির কথা।

কথা দেওয়াঃ বঙ্গভাষায় বা ইঙ্গ ভাষায় অনেক অদ্ভুত উৎপাতপ্রবণ বাক্য শ্রুত হয়, দৃষ্টও হয়, সেগুলির মধ্যে 'কথা দেওয়া' অন্যতম। এখানে কথা দেওয়া, অর্থাৎ দান করার পর বক্তা বা লেখক বলেন বা লেখেন-আমি যখন কথা দিচ্ছি তখন কথা রাখবই; দেখুন কারবার-কথা দান করার পর কেমন করে তা রাখা সম্ভব? পণ্ডিতেরা নস্য নাকে দিয়ে এর একটা বিহিত করুন।

বি.দ্র. ইং ভাষাতেই একটি বিহ্বলতা বর্তমান।

কথামৃতঃ মৃত কথা, কন্ঠরোধের ফলে কন্ঠস্বরের অবলুপ্তি, যেকথা সজীবতা হারিয়েছে, যেকথার প্রাসঙ্গিকতা অবলুপ্ত।

কদমঃ খারাপ কিছু (কদ + ম)।

কনজিউমার ডুরেবলঃ (ইং consumer durable)। যা খাওয়ার পরও সহজে শেষ হয় না; নমুনা-অল্প সিদ্ধ মাংস, টেবিল, চেয়ার, পাকা আমের আঁটি ইত্যাদি।

কপিকলঃ এই বাক্যের তিনাধিক অর্থ চলিত আছে, যেমন (১) বাং কপি + ইং call বা বাঁদরের ডাক, (২) ইং-বাং copy কল-ফোটো কপিয়ার বা প্রচলিত জেরক্স, অর্থাৎ যে-কলের সাহায্যে ছাপা, হাতের লেখা বা ছবি দ্রুত নকল করা যায়, (৩) কপি = বাঁদর + কল = যন্ত্র, অর্থাৎ বাঁদর যে যন্ত্র চালাতে পারে ইত্যাদি।

কপি-রাইটারঃ বাং কপির সঙ্গে ইং writer যুক্ত শব্দ। বাঁদর লেখক বা লেখোয়াড়।

কফিনের শেষ পেরেকঃ অযথা বাকবিতণ্ডা। ঠিক কতগুলি পেরেক একটি সাধারণ কফিনে ব্যবহার হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। তাই, কফিনের প্রথম পেরেক জানা গেলেও শেষ পেরেক কত নম্বরি তা জানা যায় না, তাই এই কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে অযথা বাকবিতণ্ডা।

কবরীঃ নারীদের জন্য পৃথক কবর বা গোরস্থান। বাক্যগঠন-তুমি শিথিল কবরী বাঁধিও (রবীন্দ্রনাথ)। এটি কবির খেয়াল বলে বিবেচিত, কেননা কবরী শিথিলই হোক বা আঁটোসাঁটোই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

কবিগুরুঃ কবি = কহিবি বা কবি + গুরু = শিক্ষক, চ্যালাগণ শিক্ষকদের যে ভাষায় সম্বোধন করেন। বাক্যগঠন- শিক্ষকদের সর্বদা কবি গুরু। বাক্যটি তেমন পছন্দ না হলে শিরে করাঘাত করা ছাড়া উপায় নেই।

কবিপক্ষঃ এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই উল্লেখ করা হচ্ছে। যাঁরা তাঁর পক্ষে ছিলেন তাঁরা ছিলেন কবিপক্ষীয়, তাঁদের অসংখ্য নাম; যেমন, জগদীশচন্দ্র

বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল ইসলাম। আর কবি-বিপক্ষীয়দের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ।

কবিরাজ[১]: শ্রেষ্ঠ কবি (স্ত্রীরূপ কবিরানি), সুকবি। বাক্যগঠন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বের কবিরাজ।

কবিরাজ[২]: যে কবি রাজত্বে বা অঞ্চলে শাসন করেন। কয়েকজনের নাম-মাও জে-দং, অটলবিহারী বাজপেয়ী (ভারত), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (প.বঙ্গ)।

কমলা রংঃ কমলালেবুর রং, ভাবার্থে নানা রং; হালকা সবুজ, গাঢ় সবুজ, মাঝামাঝি সবুজ, উজ্জ্বল হলুদ, ম্যাটমেটে হলুদ, সামান্য লাল মিশ্রিত হলুদ ইত্যাদি।

কম্পণঃ (কম + পণ) পণের পরিমাণ যেখানে কম।

করকোষ্ঠঃ শুল্ক ঘর। বাক্যগঠন-জাহাজ বা বিমানবন্দরে করকোষ্ঠ থাকে।

করজোরঃ দু-টি হাত এক করো, করের (শুল্কের) শক্তি।

করবলঃ (১) হাতের শক্তি; (২) (সূর্য) করবল, সৌরশক্তি। বাক্যগঠন-কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎ তৈরির জন্য প্রভূত পরিমাণে করবলের প্রয়োজন হবে।

করসেবকঃ (১) শুল্ক বিভাগের কর্মী;

(২) (সূর্য) কিরণ সেবা বা গ্রহণ করেন যিনি।

করুণাকরঃ যখন সরকার নিম্ন আয়ভুক্ত ব্যক্তিদের করছাড়ের ব্যবস্থা করেন, তখন সেই ছাড়কে আকছাড় করুণাকর লেখা তো হয়ই, বলাই বাহুল্য-বলাও হয়।

কর্জিতঃ কর্জ (ঋণ) করা হয়েছে এমন। প্রধানত অর্থ ঋণ করাকেই বলা হয়। তবে ঘোড়া, মোটর গাড়ি, সাংসদ ইত্যাদি ব্যাপারেও কর্জিত কথাটির প্রয়োগ সম্ভব।

কর্ণে কর্ণে: কানে কানে।

কর্তাব্য: কর্তার উপযুক্ত কর্ম।

কর্দম: (কর = হাত + দম = জোর) হাতের জোর, হস্তশক্তি।

কর্মকার: (১) কর্মচারী; (২) কাজের লোক; (৩) কার কাজ?

কর্মচারী: চার রকম কাজ। তিব্বতের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী এই চার রকম কাজ মানুষকে উন্নত করতে সাহায্য করে- (১) কান্তকর্ম; (২) ভাণ্ডকর্ম (টাকা জমানো); (৩) কৃষিকর্ম এবং (৪) ঋষিকর্ম।

কলরব বা কলকাকলি: (জলের) কল থেকে জল পড়ার আওয়াজ।

কলকাঠি: (ইং-বাং মিশ্রিত বাক্য) টেলিফোন- যে কাঠির সাহায্যে ডাকা বা কল (call) করা যায়; কলকাঠি নাড়া, গোপনে কিছু ব্যবস্থা করা। মনে হয় প্রাচীন বঙ্গে টেলিফোন প্রচলিত ছিল।

কলগার্ল: (call girl) ইংরেজি বাক্য, ডাকিনী।

কলবর: শ্রেষ্ঠ কল।

কলমবিয়া: বাংলাদেশে রেজিস্ট্রি করে যে বিয়ে হয় তাকে বলা হয় কলমবিয়া।

কলম্বাশ: বাঁশের কলম, অর্থাৎ বাঁশাংশ কঞ্চি দ্বারা প্রস্তুত কলম।

কলাকেন্দ্র: কলার পাইকারি বাজার।

কলাঙ্ক: (কল + অঙ্ক) অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি দ্রুত কষার কল (ইং calculator)।

কলাহল: যে হল (hall)-এ কলা রাখা হয়।

কোলাহল: যে হলে কোলা পানীয় মজুত রাখা হয়।

কলিকাল: কুঁড়ির সময়; বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে যখন বহু কুঁড়ির স্ফূর্তি দেখা যায়। এর পরে ফুলকাল এবং অবশেষে ফলকাল আসে। বাক্যগঠন-মানুষ

প্রজাতি এবং মৌমাছিগণ কলিকালে ভারি আমোদ-প্রমোদ করে থাকে।

কল্পতরুঃ (কলপ + তরু) যে বৃক্ষ থেকে কলপ প্রস্তুত হয়।

কল্যঃ কল (যন্ত্র) সম্পর্কীয়।

কসমঃ ক-এর সমান, খাদ্যবস্তু হিসাবেও পরিচিত। মিথ্যা ব্যাপারকে সত্যতার মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই খাদ্যটির প্রয়োজন।

কস্ট (কষ্ট) অব লিভিংঃ (ইং cost of living) এখানে কস্ট-এর বাংলা কষ্ট; জীবনধারণের কষ্ট, যা কিনা বিশ্বের সব দেশেই দেখা যায়।

কাকতালীয়ঃ কথাটি কাক তাল থেকে উৎপাদিত। ছন্দময় এই বিশ্বে কাকেরও একটি ছন্দ আছে। তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থঃ কাকের ছন্দ সম্পর্কীয়।

কাকলিঃ কাকের ডাক।

কাকস্যঃ বায়সস্য।

কাকস্য পরিবেদনাঃ কাকের ব্যথা; জগতের অন্যান্য জীবের মতো কাকেরও যে সুখ-দুঃখ অনুভূতি আছে-এই সংস্কৃত বাক্যে সেটাই বোঝা যায়।

কাঙালের ধনঃ কবির অলীক কল্পনা, কেননা কাঙাল ধনবান হন না।

কাচকলাঃ কাচের উপর শিল্পকর্ম, কারুকাচ।

কাছে পিঠেঃ যে পিষ্টক নিকটে লভ্য।

কাজলাঃ কাজ সম্পর্কিত। তুলনীয়, বাদলা -বাদ দেওয়ার ব্যাপার।

কাজের আঠাঃ আজকাল বাজারে শতাধিক রকম আঠা পাওয়া যায়; কিন্তু সবচেয়ে নতুন এবং অভিনব আঠা হচ্ছে কাজের আঠা। এই আঠার সাহায্যে কাজ দ্রুত-গতিতে করা সম্ভব, এইরকম দাবি করা হচ্ছে।

কাঠগড়াঃ কাঠে তৈরি জিনিস; যেমন মঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি।

কাঠের বিড়িঃ ধূমপানে ব্যবহার্য নল (pipe)। এক রাখাল বালক প্রায় সত্তর বছর আগে এই কথাটি মুদ্রায়িত করেন এমন কথিত আছে!

কাণ্ডকারখানাঃ যে কারখানায় কাণ্ড প্রস্তুত হয়। এইরকম কারখানার পরিচালককে কাণ্ডারি বলা হয়।

কাতরতাঃ (কাত + রতা) যে নারী কাত হয়ে রয়েছেন।

কাননঃ চলিত অর্থে বাগান বা কুঞ্জ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কথাটি কানন থেকে কালের প্রভাবে পরিবর্তিত এবং পণ্ডিতগ্রাহ্য অর্থ-কানুন বা আইন। এটিও এতদ্দেশীয় বাক্য নহে। অনুমিত হয় গোস্বামীগণও এই মত পোষণ করেন যে কথাটি ইং ক্যানন (cannon) কথাটি থেকে এদেশে চোরাপথে আগমন করে ভোটার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ক্যানন-এর দু-টি অর্থ, একটি কামান, অন্যটি গির্জার বা যাজকীয় বিধি cannon যাহার যে রূপ পছন্দ তিনি তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

কানে মধুবর্ষণঃ অতি বেদনাদায়ক অবস্থা; কানে মধুবর্ষিত হলে কানে ভয়ংকর বেদনা সৃষ্টি হয়। অনেক সময়েই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে আরোগ্য লাভ হয়।

কাফেরঃ (ইং কাফে café + র) সরাইখানার। বাক্যগঠন-আমাদের পাড়ার কাফের মধ্যে আজকাল কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

কাবুলিঃ (১) কাবু বা দুর্বল করে এমন;

(২) কাকের ডাক (কা + বুলি)।

কামনাঃ কামশূন্য, কামহীন, নিষ্কাম। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর পিতার বৃদ্ধ বয়সে প্রচণ্ড কামনার সঞ্চার হয়। তাঁর সমস্তরকম বাসনা অন্তর্হিত হয়।

কামরাঃ কর্মর ঢিলেঢালা প্রকাশ। তুলনীয়- চর্ম = চামড়া।

কামরা-কামড়িঃ (ট্রেনের) কামরায় ঢোকা বা বসা নিয়ে ধস্তাধস্তি।

কামরাঙাঃ লোহিত বর্ণেচ্ছা; (কাম = কাজ) লাল কর্ম = সাম্যবাদীদের ক্রিয়াকলাপ।

কামানোঃ রতি ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার মনোভাব, যেমন থামানো।

কারাগারঃ ইং কার (car) + আগার, গাড়ি রাখার গ্যারাজ।

কারিকুড়িঃ (ইং-বাং শব্দ) কারি = curry, সঙ্গে কুড়ি যুক্ত। কুড়ি রকম কারি, প্রচলিত অর্থে নানারকম ব্যঞ্জন।

কার্পণ্যঃ ব্যাবসাটি কাহার বা বিক্রয়ার্থ মাল কাহার বা কার? কার+পণ্য। এ নিয়ে বেকার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। বাক্যগঠন-সম্প্রতি দমদম বিমানবন্দরে চারটি বড়ো বড়ো বেওয়ারিশ পান-ভরতি প্যাকেট পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ কাগজে এ-কার পণ্য এই শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেন।

কাল ছিল ডাল খালিঃ রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত কবিতা। খুবই সহজপাঠ্য হলেও এর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর এই কবিতাটির মর্মকথা। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে তিনি আসলে লিখেছিলেন-কাল ছিল dull খালি, আজ fool-এ যায় ভরে। ওই সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পেরে প্রুফ-রিডার মহাশয় এটিকে বাংলা অক্ষরে বিন্যাস করেন।

কালমেঘঃ (১) কালো রঙের মেঘ, আমাদের দেশে যে-মেঘ থেকে কালবৈশাখীর বৈকালিক ঝড় ও বৃষ্টির শুরু। তবে বর্তমানে এর হাজিরা অনিয়মিত।

(২) গত বা আগামীকালের মেঘ, গত-কালের স্মৃতি, এবং আগামীকালের মেঘ-সম্পর্কিত অনুমান-এটি আবহাওয়া বিভাগের দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম।

কালা-কানুনঃ (১) বধির ব্যক্তির ব্যবহার-যোগ্য লবণ। (২) কালো রঙের চামড়াযুক্ত ব্যক্তিসমূহের ব্যবহার উপযুক্ত লবণ। জানা যায় মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র-সহ কতিপয় দেশে কৃষ্ণবর্ণীয় ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত কালো রঙের লবণের ব্যবহার এখনও ধুমধামের সঙ্গে প্রচলিত।

কালাকারঃ বধিরতা সৃষ্টিকারী, (অর্থ বিস্তারে) লাউড-স্পিকার বা ধ্বনিবর্ধক।

কালাদিবসঃ বধিরদের দুরবস্থা স্মরণ করানোর জন্য বছরের একটি দিনকে আন্তর্জাতিক কালাদিবস হিসেবে ঘোষণা করার জন্য দাবি জোরদার হচ্ছে।

কালিবাবাঃ কালিমার নবগঠিত পুরুষরূপ। নারীবাদীরা মনে করেন কালিমা কথাটা নারীদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর। সেজন্য তাঁরা কালিবাবা কথাটি চালু করার চেষ্টা করছেন, এইরকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কালীঘাটের কুকুরঃ কলিকাতাস্থ কালীঘাটের কুকুরগণ মহাসুখে কাল কাটায়-তাহাদের কেহ ঠেঙায় না, অপমান করে না, গাল পর্যন্ত দেয় না, ফলে সুখী ব্যক্তিদের কালীঘাটের কুকুর বলা হয়। প্রবাদে বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য দান করার পর সেই দ্রব্য ফেরত নেন, তা হলে পরের জন্মে তিনি কালীঘাটের কুকুর হন, এই কারণেই আজকাল একবার দান করে ফেরত নেওয়ার ধুম দৃষ্টিগোচর হয়।

কালীনারীঃ (১) কালপুরুষের স্ত্রীরূপ, তবে পুরো নয়। কালপুরুষের অর্থ অলস ব্যক্তি, যিনি কোনো কর্মের কথা হলে বলেন, কাল হবে; অর্থাৎ নিষ্কর্মা বা অকর্মরত। (২) রাঁধুনি মেয়ে, কথাটি এসেছে বিদেশি culinary. শব্দ থেকে, যার অর্থ রন্ধন প্রস্তুত, খাদ্য বিষয়ক, যা সতত গোস্বামীমতে সিদ্ধ।

কালোকিতঃ আঁধারায়ন, আলোকিত-র বিপরীত।

কাশ্যকরঃ কাশির উদ্রেক করে এমন। বাক্যগঠন-বসতবাড়ির কাছে জল জমতে শুরু হওয়ার পর থেকে সব সময়েই হাওয়া কাশ্যকর হয়ে পড়েছে।

কিংকরঃ ইং-বাং শব্দ কিং (king + কর)।

(১) যিনি রাজা প্রস্তুত করেন; (২) রাজাকে দেয় কর বা খাজনা।

কিংকর্তব্যং: ইং king = রাজা, কিংকর্তব্যং = করণীয়, অর্থাৎ রাজার কর্তব্যকর্ম।

কিঞ্চিৎকর: সামান্য শুল্ক বা ট্যাক্স। বাক্যগঠন-একেবারেই কর না দেওয়ার দাবি করলেই তো হল না, কিঞ্চিৎকর দিতে আপত্তি করা কি উচিত?

কিন্ডারগার্টেন: জার্মান kinder শিশু, garten (বাগান)। অল্পবয়স্ক শিশুদের খেলার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। কথাটি বাংলা হয়ে গেছে। তবে যাদের রুচিতে জার্মান পানসে বলে মনে হয় তাদের বিবেচনার জন্য এর একটি ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হচ্ছে- বেবিলন (baby lawn)।

কিমাকার: (মাংসের) কিমার মতো আকার। আগে কিম্ভূত যোগ করলে দারুণ।

কীট দুষ্ট: দুষ্ট পোকা, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক পোকা, যেমন উই, ঘুণ ইত্যাদি।

কুঁচবরণ: সাধারণত কন্যার রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি আজব এবং রহস্যজনক শব্দ। কেননা কুঁচের দু-টি রং, একটি হল কুচকুচে কালো আর অন্যটি হল টকটকে লাল। এই শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করা কঠিন।

কুঁড়িবতী: কুঁড়ির উদ্গম, পুষ্পবতী হওয়ার পূর্ব অবস্থা।

কুঁড়েঘর: বিশ্রামঘর-যে ঘরের বাসিন্দারা কেবল বিশ্রাম করেন।

কুকুরের মতো গুলি করা: কুকুরেরা যেভাবে গুলি করে সেইভাবে গুলি করা।

কুটিল: কর্তন করল, সবজি (রান্নার জন্য) কাটল।

কুটিলা: খারাপ টিলা।

কুত্তাক্লান্ত: কুকুরের মতো ক্লান্ত। ইংরেজি dog tired -এর বাংলা অনুবাদ।

কুপিতা: বদ বাবা, খারাপ জনক।

কুপ্রস্তাব: আইনসংগতভাবে গঠিত সরকারকে ফেলে জোর করে রাষ্ট্রে ক্ষমতা দখলের নাম ফরাসি ভাষায় কু (coup)। জোর করে ক্ষমতা দখল করার

আগে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করেন তাকেই বলা হয় কুপ্রস্তাব।

কুবাতঃ কুবায়ু, কুবাতাস, ইং ম্যালেরিয়া (Malaria), মন্দবায়।

কুমাতাঃ মাতা= ফুর্তি করা, খারাপভাবে মত্ত হওয়া, বেলেল্লাপনা করা।

কুমুদিনীঃ যে মুদিনী মন্দ (মুদির স্ত্রীরূপ মুদিনী)।

কুমেরুঃ পৃথিবী নামক গোলকের দু-টি মেরু; একটি উত্তর এবং অন্যটি দক্ষিণ। এঁদের মধ্যে দক্ষিণ মেরু বালক বয়সে কী একটি পাপ করার পর পণ্ডিতেরা এই মেরুকে 'কু' আখ্যা প্রদান করেন। এদিকে উত্তর মেরু জীবনে কোনো সৎকর্ম না করেও তাঁকে (কথিত আছে কিছু অর্থের বিনিময়ে) 'সু' আখ্যা দেওয়া হয়।

কুর্তাঃ খারাপ কর্মে নিয়োজিতা নারী, কু = খারাপ + রতা নিয়োজিতা। বাক্যগঠন- শ্রীমতী সুবোধিনী একেবারে নষ্টা হয়ে গেলেন, এখন তিনি প্রায়ই কুর্তা।

কুলাঙ্গারঃ ইং কুল (cool) তৎসহ সং অঙ্গার মিশ্রণে উৎপাদিত এই বাক্যাংশের অর্থ উত্তেজিত না হয়ে অর্থাৎ ঠান্ডাভাবে রাগ বা উষ্মার প্রকাশ।

কুলীনঃ (১) মঙ্গল, যেখানে কু দূর হয়েছেঃ (২) কুলি সম্পর্কিত।

কুলুঙ্গিঃ বিশেষ ধরনের ঢিলেঢালা পোশাক যেটি অনুৎকৃষ্ট।

কুশাসনঃ ঠিকমতো শাসন না করা, সুশাসনের অভাব। বাক্যগঠন-সিংহাসনে বসার পরই প্রজারা বুঝলেন তাঁদের রাজা কুশাসনই পছন্দ করেন।

কুহকঃ খারাপ হোক। বাক্যগঠন-কেউ কেউ সর্বদাই অন্যের কুহক কামনা করেন।

কৃতজ্ঞতা পাশঃ কৃতজ্ঞতা + ইং পাশ (pass) বঙ্গাব্দ শব্দ। এককালে কৃতজ্ঞতা কথাটির বহুল প্রচলন ছিল, বর্তমানে অতি সামান্য পরিমাণে কৃতজ্ঞতা

ব্যবহার হয়। কারণ হিসেবে বলা যায়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য সরকার বিশেষ ধরনের পাশ চালু করেছেন, বছরে যেজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

কৃমিঃ (১) ইংরেজি creamy ক্রিমি বা কৃমি, যাকে বলা যায় দুধের সরাংশ, সেরাংশ।(২) কৃমিলীন (রুশ শাসকদের মূল ঘাঁটি যাকে ক্রেমলিন বলা হয়।) (৩) ইংরেজি criminal ক্রিমিনাল বা কৃমিনাল, অপরাধী।

কৃষকঃ (মৃত্তিকা) কর্ষক, শুয়োর, ইঁদুর ইত্যাদি।

কৃষ্ণধনঃ অসাধু উপায়ে অর্জিত কর না-দেওয়া অর্থ; এই অর্থধারীরা সমাজকে যদৃচ্ছ চালনা করেন এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, এঁরা অনেকেই পরম শ্রদ্ধেয়।

কৃষ্ণধন হরিণঃ ইং ভাষায় যাকে ব্ল্যাকবাক (black buck) বলে। এটিকে ভারতের জাতীয় প্রাণী করার বেদম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সত্যমেব জয়তে গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ সদস্যবৃন্দ!

কৃষ্ণনগড়ঃ (১) কৃষ্ণনগরের অনৈতিহাসিক চরিত্র গোপাল ভাঁড়ের রগড় করার প্রবণতা ছিল। এই কারণে তাঁর ইয়ারকি এবং রগড়কে কৃষ্ণনগড় বলা হয়।

(২) ইংরেজি কালো ইয়ারকি (Black humour)-এর বঙ্গানুবাদ।

কৃষ্ণপত্রঃ (বা কৃষ্ণডাক) ইংরেজি ব্যাকমেলের অপ্রচলিত অভিন্ন অর্থ।

কেচ্ছাসেবীঃ কিসসা বা কেচ্ছা প্রকাশ করে কিছু কিছু সাংবাদিক যথেষ্ট উপার্জন করেন, এমন ব্যক্তিদের কেচ্ছাসেবী বলা যায়।

কেটারিংঃ সাধারণ ও দেশি উচ্চারণ ক্যাটারিং (catering)-বিড়ালের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা।

কেতাদূরস্তঃ মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়, কেতা= ভদ্রতা বা ভব্যতা + দূরস্ত = দূরে, যেমন দিল্লি দূরস্ত = দিল্লি অনেক দূরে, ভাবার্থে-দিল্লি যাওয়া আর হল না

(আক্ষেপ)। অথবা কেতা= সভ্য, আদবকায়দা থেকে দূরে, অভব্যতা। বাক্যগঠন-তাঁর ব্যবহার কেতাদূরস্ত হওয়ায় ভদ্রসমাজে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ ঝামেলা।

কেরানীয়ঃ কেরানিসুলভ কাজ, কেরানির করণীয় কর্ম, অনেক সময়েই একঘেয়ে।

কেশদামঃ চুলের দাম, পরচুলার দর।

কৈরালাঃ 'বহু বৎসর যাবৎ এই বাক্যটির অর্থের বদল ঘটিতেছে। ১৮৮১ সনে এই কথাটির অর্থ করা হইত কেরলবাসী। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নেপালের এক একাদশ বর্ষীয় গবেষক জানিয়েছেন, এটি আসলে কই মাছ এবং মৌরালা মাছের ডিমে এক সঙ্গে তা দিয়ে তা থেকে যে মীন উৎপন্ন করা হয়েছে (গবেষণাগারে) সেটাই কৈরালা। এই মাছটির বৈশিষ্ট্য, এর এক পাশে কই মাছের স্বাদ, অন্য দিকটায় মৌরলা মাছের স্বাদ।

বি.দ্র. বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হলডেন সাহেবের প্রেতাত্মা বলেছেন, এটি আর্ষ প্রয়োগ।

কোকনদ[১]: সরোরুহ, যে জলধারায় কোক (কয়লা) পাওয়া যায়।

কোকনদ[২]: কোকো মিশ্রিত জলধারা সংবলিত নদ।

কোচি সাংসদঃ কোচি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, কোচি শহরের সাংসদ।

কোটালের বানঃ ভারতের প্রাচীন হিন্দু রাজা-মহারাজাদের সেনাপতিকে বলা হত কোটাল, কিন্তু সেনাপতি হলেও তাঁর কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র থাকত না, কেবল প্রতীক হিসেবে একটি বাণ-ছোটো আকারের থাকত, পোশাকের সঙ্গে আটকে রাখা হত, ওটা দিয়ে কোনো কাজ হত না, তাই যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর নিজের ক্ষমতাকে দশ থেকে কুড়ি গুণ বাড়িয়ে বলতেন, তখন আড়ালে লোকেরা বলতেন-কোটালের বান!

কোলাকুলি: কোলা (পানীয়) বহনকারী কুলি।

কোলাহল: যে হলে কোলা পানীয় মজুদ রাখা হয়।

কৌমার্য: কুমিরের গুণসম্পন্ন, নিন্দাজনক, হেয়। বাক্যগঠন-লোকটি হৃদয়হীন, দেখে কখনোই মনে হবে না তার চরিত্রে অতটা কৌমার্য আছে।

ক্যাটালগ: ইং বিড়ালদের ঘরোয়া আলোচনা যা তারা ঘরের বাইরেই করতে অভ্যস্ত।

ক্রিকেট: ইং cricket, ঝিঁঝিট (খেলা)।

ক্রিয়াপদ: (বা পদক্রিয়া) পদ কর্ম, লাথি দেওয়া, হাঁটা, দৌড়ানো।

ক্রীড়াপদ: খেলবার উপযুক্ত পা, সাধারণত ফুটবল খেলোয়াড়দের পা-কে ক্রীড়াপদ বলা হয়।

ক্রোড়পতি: কোলে নেওয়া যায় বা কোলে চড়েন এমন স্বামী, বেঁটেবামন বর। প্রাচীনকালে শিশু বিবাহের সময় এমন প্রায়ই দেখা যেত।

ক্রোড়পুত্র: কোলের ছেলে।

ক্লান্তকাল: এই কথাটির সঙ্গে ক্রান্তি কথাটির মিল আছে। প্রথমত, উচ্চারণের দিক দিয়ে, দ্বিতীয়ত, ভাবের সম্প্রসারণের মাধ্যমে। যেমন বিপ্লবের পর আসে একটা বিপরীত ধাক্কা, সঙ্গে ক্লান্তি। ক্লান্ত ব্যক্তিরা দলবদ্ধভাবে দিনে আট ঘণ্টার জায়গায় আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমোন এবং তার জন্য বহুল যুক্তি প্রস্তুত করেন।

ক্লেদ: নোংরা কাদা। ক্লে

দাক্ত = শরীর কাদা বা কর্দমযুক্ত-হরদম এই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইং ক্লে (clay) = কাদা থেকে কথাটির উৎপত্তি বলে হাওড়া রেলস্টেশনের জনৈক চানাচুরওয়ালা এই মত পোষণ করেন!

ক্ল্যাসিক বই: যে বইয়ের নাম মনে রাখলেই যথেষ্ট, যে বই পড়তে হয় না।

ক্ষমঃ মাপ করুন। বাক্যগঠন-শ্যামবাবু দর্জিকে বললেন, আমার দুটো ফুল হাতা শার্ট হবে, তাড়াতাড়ি ক্ষম।

ক্ষুদ্র চাষিঃ উচ্চতায়, ছোটো চাষি। বাক্যগঠন-সম্প্রতি কৃষি দফতর থেকে বলা হয়েছে, যে সমস্ত কৃষকের উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটারের কম, কেবল তাঁদেরই ক্ষুদ্র চাষি হিসেবে গণ্য করা হবে।

ক্ষেপণাস্ত্রঃ খেপে গিয়ে যে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, যেমন ছোরা, তরোয়াল, বাক্যবাণ ইত্যাদি। বাক্যগঠন-সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী বললেন, আততায়ী গায়ের ভেতর চারবার ছোরা ঢুকিয়েছে- এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ প্রথম করেনি, এর আগেও সে এমন কর্ম করেছে।

খ

খচরঃ শূন্য বা আকাশ থেকে নকল উপগ্রহ মারফত গোয়েন্দা কর্মকার, গগন গোয়েন্দা।

খতমঃ আকাশের শেষ প্রান্ত বা মহাশূন্যের কিনারা। বাক্যগঠন-বর্তমানে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকেরা ভাবছেন খতম অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে।

খবরঃ খ + বর। শ্রেষ্ঠ আকাশ, চমৎকার দিন। বাক্যগঠন-সকালে উঠেই মানিক জানলা দিয়ে দেখল খবর, তার মনটা খুশি হয়ে উঠল।

খবরদারঃ (১) যিনি খবর দেন, সাংবাদিক। (২) পত্নীর সংবাদ।

খবরদ্বারীঃ বার্তা সম্পাদক, যিনি কোনো খবর প্রকাশযোগ্য বিচার করেন; বার্তাকর্তা।

খবরোলঃ খবর হলর নতুন ধারার উচ্চারণ। চালু প্রায় হয়ে এল বলে। রেডিয়োর একজন খবরদার এটা চালু করবার চেষ্টা করছেন।

খরখাদ্যঃ দ্রুত মুখস্থ বা উদরস্থ করা যায় এমন খাদ্য, মুখরোচক অথচ প্রখরভাবে রোগাশ্রয়ী খাদ্য, যা দু-তিন মিনিটেই শেষ করা যায়। এটি ইং

ফাস্ট ফুড (fast food)-এর বঙ্গীয় রচনা।

খরিদ্দারঃ ক্রীত স্ত্রী (খরিদ + দার), যে স্ত্রীকে বউ হিসাবে কেনা হয়েছে এমন।

খবর্জনঃ (১) আকাশকে পরিহার করা (খ + বর্জন); (২) সাংবাদিক (খবর + জন)।

খর্বনাসাঃ যার নাক ছোটো বা থ্যাবড়ানো।

খলতাজীবীঃ দুর্বুদ্ধিজীবী।

খলনায়কঃ চলচ্চিত্রে বা নাটকে এঁর স্থান পাকা, ইনি না থাকলে সবই যেন মশলা ছাড়া রান্না; কবিরাজকেও খলনায়ক বলা হয়, কেননা তাঁর ওষুধ প্রস্তুতে খল অপরিহার্য। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর গুরুতর অসুখ আরোগ্য করেছিলেন পাড়ার এক খলনায়ক।

খাইবার পাশঃ রেশন কার্ড।

খাঁ-খাঁ করাঃ ভূত রাজ্যের সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী বাঙালি ভূতগণের উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনির মিশ্রণ শ্রুত হয়। বাঙালি নরগণ যখন বলেন, খা-খা, অর্থাৎ খাও খাও, বা খান খান, তখন ভূতেরা বলেন, খাঁ-খাঁ। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে বললে এটা বোঝানো হয় যে ভূতেদের বলা হচ্ছে খেয়ে ফেলো, খেয়ে ফেলো। বাক্যগঠন-খাদ্যাভাবে প্রভূত সংখ্যক ভূতের কন্ঠস্বর শোনা গেল, খাঁ-খাঁ। এঁর প্রতিবাদ না হঁওয়াই বাঁঞ্ছনীয়ঁ।

খাটালঃ (উচ্চারণ-খাটালো) খাটিয়ে নিল। বাক্যগঠন-সে আমাকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রচুর খাটাল।

খাদিঃ খাদ যুক্ত, ভেজাল মেশানো, অপবিত্র।

খাদ্য-খাদকঃ খাদ্যে ভেজাল মেশান যিনি খাদ্য = খাবার+ খাদক = যিনি খাদ (ভেজাল) মেশান। অন্য অভিধানে কীসব ভুল-টুল লেখা দৃষ্টিগোচর হয়।

বাক্যগঠন-হারুদার পাড়ায় দু-দল লোককে খাদ্য-খাদকতার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

খাদ্য-বদ্যি: পথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি, পথ্যপ্রদর্শক, পথ্য-পরামর্শদাতা ডাক্তার। বাক্যগঠন- শরীর ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল বলে শান্তবাবু খাদ্য-বদ্যির পরামর্শ নিচ্ছেন।

খাদ্যবিলাসী/প্রেমী: যিনি খাদ্য বিষয়ে খুঁতখুঁতে, সুখাদ্যপ্রিয়। ইং প্রতিশব্দ প্লেটোনিক লাভ (platonic love)।

খোলস: পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় খোলো বা আবরণ উন্মোচন করো। অন্যার্থে খোল সমেত। ঠিক এই মুহূর্তে কানের খোল নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না।

খোলাখুলি: প্রাচীনকালে মানুষের মগজ বা মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের জন্য উপযুক্ত বৈদ্যরা মানুষের মাথার খুলি খুলতেন এবং মগজ বার করে কয়েকদিনের মধ্যেই ধোলাই করে যথাস্থানে ফের সংস্থাপিত করতেন। এও জানা যায়, চার ঘণ্টার মধ্যেই ধোলাই করার ব্যবস্থাও ছিল, তাকে বলা হত আর্জেন্ট ধোলাই। বর্তমানে খুলি খোলার প্রয়োজন হয় না, এক ধরনের রশ্মির সাহায্যে এটি সহজে এবং ব্যাপকভাবে করা হয়। উল্লেখ্য, কোনো এক সুপণ্ডিত বলেছেন, প্রাচীন কালেও খুলি খোলার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল-প্রমাণ, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের রাম ধোলাই।

খোস গল্প: চামড়া বিশেষজ্ঞের কাছে রোগীর খোস বর্ণনা।



কোলা (cola)কুলি...

গ

গগন কুসুমকলিঃ আকাশের ফুল, কল্পনায় অসম্ভব ভালো কিছু হয়ে গেছে এমনই; অবাস্তব, কিন্তু ফুল ফোটার আগে যে কুঁড়ির প্রয়োজন হয় সেটাকে বোঝাতে গগন কুসুমকলির ব্যবহার হতে পারে।

গঞ্জনাঃ যা গঞ্জ নয়, শহর বা মনুষ্যহীন স্থান। বাক্যগঠন-আপনি যে জায়গায় কথা বলেছেন সেটি গঞ্জনা।

গড় জনঃ সাধারণ মানুষ, বড়োও নহে ছোটোও নহে, যে জন থাকেন মাঝখানে। বাক্যগঠন-এ দেশের গড় জন গর্জন করার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

গড়নরঃ (১) গড় মানুষ-বাক্যটিকে কখনো নরগড়ও বলা হয়, এটি অবশ্য ভুল নয়। বাক্যগঠন-ভারতের গড়নরের আয়ুষ্কাল বেড়ে এখন ৬৪ হয়েছে। (২) মানুষ গঠন করো, বা গড়ে তোলো।

গড়হাজিরাঃ স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ইত্যাদিতে ছাত্র বা কর্মীদের হাজির হওয়ার হিসাব। অনেক সংখ্যার যোগফলের মাঝামাঝি। বাক্যরচনা-টুটুজির অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা দু-শো ছত্রিশ জন। এক মাসের হিসেবে দেখা যায় সেখানে গড়হাজিরা এক-শো ছিয়ানব্বই দিন।

গণতন্ত্রঃ এক ধরনের তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এর প্রায় হাজার রকমের ব্যাখ্যা প্রচলিত। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা বলেন, যেখানে তন্ত্র অন্তর্ধান করেছে, gone + তন্ত্র।

গণতাঃ জনতা (গণ= জন)।

গণিতাঃ স্ত্রীগণনাকারী, গণকের পত্নী।

গতশ্ব শোচনা নাস্তিঃ কুকুর মরলে শোক করার দরকার নেই।

গতিবিধিঃ গতি-নিয়ন্ত্রক আইনকানুন, দেবতা কিংবা ভগবানের দৌড়।

গন্ধকঃ বাসক (বাস = গন্ধ + ক= গন্ধক)।

গমচূরঃ গম থেকে তৈরি আটা।

গরজঃ বিশেষ আগ্রহ। বিশেষ আগ্রহের জন্য অনেকেই গর্জে ওঠেন বা গর্জন (গরজ) করেন। অনেক সময়েই এই গর্জন করার সময় শিষ্টতা বজায় থাকে না, সেজন্য যিনি গর্জন করেন, তাঁকে স্বার্থপরও বলা হয়। (বি.দ্র. গর্জন দেখহ)

গরম কাপড়ঃ শীতকালে পরার গরম কাপড়, আই. এস. আই. সংস্থা ৩৮ থেকে 51° সেলসিয়াস পর্যন্ত উষ্ণতা সম্পন্ন কাপড়কে গরম কাপড় আখ্যা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

গরিবের কথাঃ কথাই তো আছে গরিবের কথা বাসি হলে ফলে-অর্থাৎ কিনা যখন কোনো বি. পি. এল. আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো গুরু বা গুরুতর বিষয়ে মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁর কথায় কেউ গুরুত্ব দেন না। কিন্তু, পরে দেখা যায় তিনিই ঠিক বলেছিলেন, কিন্তু এই অংশে অন্য একটি বক্তব্য উল্লেখ না-করলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় না, সেটি হল বড়োলোক বা এ. পি. এল. যখন কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে ফলে যায় (শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে।)

গলকম্বল: গল. Gaul = ফান্স, ফ্রান্স দেশে প্রস্তুত কম্বল। এককালে এই কম্বল এ দেশে ধনী ব্যক্তিগণ আমদানি করতেন এবং বড়োলোকি প্রদর্শন করতেন।

গলদা: গলদপূর্ণ; ত্রুটিপূর্ণ। গলদ থাকলে গলদা বলা হয়। উদাহরণ, গলদা চিংড়ি।

গলদা চিংড়ি: চিংড়ি = মাছ বিশেষ, যদিও সংজ্ঞাটি নির্ভুল নয়। গলদপূর্ণ চিংড়ি; অর্থাৎ যে চিংড়িতে ত্রুটি রয়েছে। এমনও হতে পারে, যে চিংড়ি চরিত্রহীন বা অসৎ তাকে গলদা চিংড়ি বলা হয়। একেই বলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

গলবস্ত্র: ফ্রান্সে প্রস্তুত কাপড় (Gaul = ফ্রান্স)।

গহনা: গহনের স্ত্রীরূপ, সাধারণত নারীর অলংকার।

গাছ-পাকা: যে গাছ পক্কতাপ্রাপ্ত হয়েছে বা যে বৃক্ষ বৃদ্ধ হয়েছে (ন), যে গাছের গঙ্গা প্রাপ্তিতে বিলম্ব নাই, গাছ সম্পর্কিত খাঁটি বিশেষণ। বাক্যগঠন- শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ প্রচুর গাছ-পাকা বিদ্যমান।

গাছপালা: (১) গাছ পালন করা বা পরিচর্যা করা। (২) গাছ নিয়ে (যাত্রা) পালা। (৩) গাছ পালিয়ে যা বা গাছপালা! অর্থাৎ গাছ পালিয়ে যা-গাছকে সাবধান করা। গাছের বয়স যদি বেশি হয় তা হলে অবশ্য গাছ পালান বা পলায়ন করুন আর সমবয়সি হলে হবে, গাছ পালাও। বাঙালিদের সম্বোধনে জটিলতা লক্ষণীয়।

গাছের প্রাণ: গাছের যে প্রাণ আছে সেটি নাকি জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কার করেন। টেক্সট বইয়ের বহু পণ্ডিত লেখক এটি আবিষ্কার করেছেন কিন্তু অদ্ভুত কথা এই যে, জগদীশচন্দ্র বসু নিজেই সেটা বুঝতে পারেননি। মনে হয় তাঁর বুদ্ধি তেমন প্রখর ছিল না।

গা-ঢাকা দেওয়া: কোমর থেকে গলা পর্যন্ত চাদর, গামছা বা অন্য কোনো বস্ত্রে আবরিত করা, জনশ্রুতি আছে নিজেকে গোপন করার জন্য গা-ঢাকা দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না, কেননা, আসলে গোপন করার জন্য মুখ ঢাকাই বাস্তবানুগ বা মঙ্গল।

অযাচিত মন্তব্য ঘোড়দৌড়ের মাঠে এরূপ বহু মানুষকে দেখা যায়।

গালাগালি: গালা = সিলমোহর করার জন্য ব্যবহৃত একরকমের বস্তু + গালি = গালাই, বি.দ্র. সিলমোহর করার আগে গালাকে প্রদীপের আগুনে গলানো হয়। বাক্যগঠন-আমি রোজই খানকয়েক চিঠি খামে পুরে গালা-গালি।

গালিলিও/লেও: তিরস্কার লেও (এটি নিও-র হিন্দিরূপ)

গার্জেন: উচ্চারণ ভেদে গারডিয়ান: কথিত আছে কথাটি ইং, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বাং 'গর্জন' বাক্য থেকেই উৎপন্ন। প্রধানত শিশু এবং অল্পবয়স্কদের প্রতি বড়োদের গর্জন করার জন্যই প্রাচীনকাল থেকে গার্জেন কথাটি চলিত ছিল, কিন্তু এক আধো-অন্ধকার রাতে ব্রিটিশ দুঃশাসক রবার্ট ক্লাইভ এটিকে বস্তাবন্দি করে লন্ডনের পশ্চিমাঞ্চলের একটি পার্কে (বার্কলি স্কোয়ার) ছেড়ে দেন, তার পর থেকে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে সেখানেও বিস্তার লাভ করে। প্রাসঙ্গিক কথা ইংরেজ সাহেবরা বলেন, ইংরেজি গর্জ (gorge = গিরিখাত) যেহেতু ভয়ংকর আওয়াজ করে, সেজন্য gorge থেকেই gorge on কথাটি উৎপত্তি হয়েছে। অতএব কথাটি বাংও নয়, সংও নয়। (বি.দ্র. গরজ দেখহ)

গীতা: গীত-এর স্ত্রীরূপ; ইংরেজি গীতার (guitar) কথাটি সংস্কৃত গীত শব্দ থেকে উৎপত্তি। এ বিষয়ে কেউ যেন সন্দেহ না করেন, তা হলেও ঝামেলা বাধার সম্ভাবনা।

গুণ-কর্তন: গুণকে।

গুণতন্ত্রঃ আধুনিক চিন্তাবিদেরা নতুন এক রীতির রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, তার প্রধান বিষয় হল গণ নয়, গুণীজনই সরকারি কর্মনীতি স্থির করবেন। সর্বত্র এই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এখন এই বিষয়টিকে গোপন রাখা হয়েছে।

গুরুত্ব আরোপঃ যা গুরু নয় অযথা তাকে গুরুত্ব দিলে তাকে বলা যায় গুরুত্ব আরোপ। এটি নিন্দা অর্থে ব্যবহৃত; যোগ্যতাহীনকে প্রাধান্য দিলে তাকে যোগ্যতা আরোপ করা হয়েছে বলা যায়।

গুরুত্বপূর্ণঃ ভারী কিছুতে ভরা; সাধারণত এর সঙ্গে সিদ্ধান্ত যোগ করা না হলে কথাটা ন্যাড়া ন্যাড়া ঠেকে। নেতাগণের সিদ্ধান্ত, সে যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন, সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ হয়। লক্ষণীয়, সিদ্ধান্তগুলির গুরুত্ব সর্বদাই পূর্ণ হয়, অর্ধ গুরুত্ব বা সিকি গুরুত্ব হতে দেখা যায় না।

গুরুপাকঃ (১) পাকিস্তানের শিক্ষক। (২) গুরুর হাতের রান্না। বাক্যগঠন- ঝালমশলা ছাড়া এমন বিস্বাদ খাদ্য গুরুপাক করেছেন বলে কেউ প্রতিবাদ জানাচ্ছে না।

গুরুপূর্ণিমাঃ সব পূর্ণিমা ভারী হয় না, হালকাই হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুপূর্ণিমা ভারী হবেই। আরও ভারী পূর্ণিমাকে বলে গুরুতর পূর্ণিমা।

গুলি-বিনিময়ঃ এককালে বাগবাজার অঞ্চলে গুলিখোর অনেক ছিল-এক-এক আড্ডায় এক-এক ধরনের গুলি প্রস্তুত হত এবং নিজেদের মধ্যে গুলি-বিনিময় হত। সেই থেকেই কথাটি প্রচলিত।

গৃহকর্মনিপুণাঃ ঘরবাড়ি প্রস্তুত করায় দক্ষ নারী মিস্ত্রি। নর মিস্ত্রিকে বলা হয় গৃহকর্মনিপুণ।

গৃহশিক্ষকঃ গৃহ, ঘর বা বাসা প্রস্তুত করার কৌশল যিনি শেখান।

গেলাসঃ গিলিয়ে দেওয়াস। বাক্যগঠন- যদি সে না খেতে চায় তবে তাকে জোর করেই গেলাস/গেলাবি/ গেলাবেন।

গৈরিক: গিরি বা পাহাড় সম্পর্কীয়।

গোছল: গোরুর চালাকি; গোরুর চাতুরি।

গোছাল: গোরুর চামড়া।

গোধরা: (১) গোরুর খোঁয়াড়; (২) গোরুর বিশ্ব; (৩) গোরুকে কারায়ত্ত্ব করা। (৪) রেল ইঞ্জিনের সামনে যে লোহার বেড়া থাকে সেটি গোধরা, এটার ইং নাম কাউ ক্যাচার (Cow catcher)।

গোধূলি: ধুলোর মধ্য দিয়ে একাধিক কিংবা পাঁচাধিক গোরু চলার সময় যে ধুলো বাতাসে উড়তে থাকে, তাকে বলে গোধূলি। তুলনীয় অশ্বধূলি বা কুত্তাধূলি। বৃষ্টির পর গোধূলি অবশ্য গোকর্দমে পরিণত হয়।

গোপা: গোরুর পা, গোষ্পদ, গোচরণ, গোঠ্যাং। বাক্যগঠন-বড়ো, ছোটো এবং মাঝারি সাহেবগণ রোস্ট গোপা খাইতে অতি সুস্বাদু বলে রায় দিয়েছেন। আমাগো দ্যাশেও অনেক হিন্দুও গোপনে গোপাকারি ভোজন করেন। অবশেষে বলি, এই গোপন কথাটি প্রকাশ করার জন্য এই সংকলককে ধিক্কার জানানোর ভাষা খুঁজে না পাওয়ায় চুপই করে থাকতে হচ্ছে।

গোবর: (১) গোস্বামী, ষাঁড়। (২) go বর = স্বামীকে ত্যাগ করার আদেশ, পত্নী কর্তৃক স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ।

গোবর্ধন[১]: গাভীর সংখ্যা বা ওজন বৃদ্ধি। প্রাচুর্যের অবস্থা।

গোবর্ধন[২]: (গোবর + ধন) গোবর সম্পদ। ভারতে পনেরো কোটি গোরুর গোবর জমির সার হিসেবে কাজে লাগে। তাই এটিকে সম্পদ গণ্য করা হয়।

গোবেচারা: গোরু বেচে যারা। গোরু ব্যবসায়ী। বাক্যগঠন-আমাদের পাড়ার তিন ভাই গোবেচা শুরু করার পর যথেষ্ট পয়সা করেছে। ওদের এখন বলা হয় গোবেচারা।

গোমড়াঃ গোরুর মৃতদেহ। বাক্যগঠন- মাঠে একটি গোমড়া পড়ে ছিল। সেটিকে একদল শকুন খাচ্ছে।

গোময়ঃ গো অর্থাৎ গাভী, ইং কাউ cow; টিকিধারী অধ্যাপকদের মতে গৌ + ময় = একাধিক, বহু, একত্রিশাধিক, বা পঞ্চাশাধিক-অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। মোদ্দা কথা যেখানে বহু গোরু সমুপস্থিত। বাক্যগঠন-সেদিন বিকেলে সিধো-কানহো-ডহর গোময়ে টইটম্বুর হয়ে গেল।

গোমেদঃ (১) গোরুর চর্বি। বাক্যগঠন- ইংল্যান্ড, লাক্সেমবুর্গ, স্কটল্যান্ড ইত্যাদি দেশে রান্নায় গোমেদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। (২) তাবিজ বা মাদুলির মধ্যে গোমেদ ভরে পরিধান করলে তান্ত্রিক মতে ভবিষ্যৎ হইহুল্লোড় আমোদে কাটবে।

গোলটেবিলঃ বহু নেতা একত্র হয়ে বিশেষ সমস্যা নিরসনের প্রয়াসে আলোচনা করেন গোলাকার টেবিল ঘিরে। এই নাম অনেকে পছন্দ করেন না, তাঁরা বলেন এর নাম হওয়া উচিত গণ্ডগোল টেবিল।

গোলাঘরঃ যে ঘরে সেনাদের গোলা মজুদ থাকে।

গোলার্ধঃ (১) একটি (কামানের) গোলার অর্ধভাগ, (২) কোনো দ্রব্য অর্ধেক গুলেছে এমন। বাক্যগঠন-ওঁর যেমন বুদ্ধি, কাপড় কাচবার জন্য ঢিমে সাবান জলে অর্ধেক গুলবার আগেই কাপড় কাচা শুরু করলেন, ওই গোলার্ধ অবস্থাতেই।

গোয়ালিনীঃ গোয়ালে বাস করে এমন- যেমন গোরু, বাছুর, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদি। বাক্যগঠন-বীরুবাবুদের গোয়ালিনী মাত্র দু-টি-তারা দিব্যি গোয়ালে বাস করে, একটি গোরু আর একটি বাছুর।

গোশালাঃ অনেকেই অবগত আছেন আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ গোরুদের মাতা বা মা বলে মনে করেন, স্বভাবতই তাঁরা গোরুদের সকলকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেন, এই কারণেই গোমাতা, গোপিতা,

গোশ্বশুর, গোশাশুড়ি ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেন-এই কারণেই গোশালা, গোশালি ইত্যাদিও যথাযথভাবে বচনের মধ্যে প্রবেশ ঘটান। প্রথমে অদ্ভুত মনে হলেও, অনেকবার ব্যবহারে এটি স্বাভাবিক হয়েই আসবে।

গৌতমঃ শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম গোরু, শ্রেষ্ট বৃষ, স্ত্রীরূপ গৌতমী। বাক্যগঠন-একজোড়া গৌতম মাঠে চরছে।

গৌমঃ গম সম্পর্কিত, যেমন কম-কৌম, দম-দৌম।

গৌরবঃ গোরুর ডাক, হাম্বা রব। বাক্যগঠন-গ্রামের মাঠে প্রচুর গৌরব শোনা যায়।

গৌরবে বহুবচনঃ এক সঙ্গে বহু গোরুর ডাক। বাক্যগঠন-খিদের সময় গোয়াল ঘর থেকে গৌরবে বহুবচন (ডাক) শ্রুত হয়।

গ্রাসাচ্ছাদনঃ (১) পোশাক ভক্ষণ (গ্রাস + আচ্ছাদন); (২) ইং-বাং মিশ্রিত বাক্যঃ grass + আচ্ছাদন =ঘাসে ঢাকা।

গ্র্যান্ডসনঃ (ইং Grandson) চমৎকার পুত্র, সুপুত্র।



চলুন এবার আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করে আসি

ঘ

ঘটকঃ যিনি ঘট প্রস্তুত করেন, কুমোর। বাক্যগঠন-শ্রীহারু দাদাবাড়ির পুজোর জন্য পনেরোটি ঘট কেনার পর খুশি হয়ে ঘটক বিদায় করতে দশ টাকা বেশিই দিয়ে দিলেন।

ঘটকালিঃ কালি রাখার পাত্র, কালির দোয়াত। বাক্যগঠন-আমাদের বাল্যকালে পরীক্ষার সময় সঙ্গে ঘটকালি নিয়ে যেতাম।

ঘটিকাঃ ছোটো ঘটি; তুলনীয় বাঙালিকা- ছোটো বাঙাল/বাঙালি। বাক্যগঠন-দেব-মূর্তির সামনে পুজোর জন্যে ঘটিকা ভরতি করে জল রাখা হয়।

ঘড়িয়ালঃ ঘোড়েল, যার কাছে ঘড়ি থাকে। বাক্যগঠন-এখন যেমন প্রায় প্রত্যেকের হাতে ঘড়ি থাকে, এককালে মাত্র কয়েক-জনই ছিলেন ঘড়িয়াল।

ঘন নির্যাসঃ বৃষ্টি (ঘন = মেঘ)। বাক্যগঠন- প্রচুর ঘন নির্যাসে রাস্তায় যেন প্লাবন চলছে।

ঘাটতিঃ ঘাট বা সিঁড়ি হইতে উৎসারিত এই বাক্যটি বেশ অর্থপূর্ণ, অন্তত তিনটি অর্থ চালু আছে, যেমন-সিঁড়ি, ত্রুটি এবং নগ (পাহাড়-পর্বত), ঘাট = সিঁড়ি অর্থ আবার একটু গোলমেলে, সিঁড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বগামী হওয়া যায়, আবার নিম্নগামীও হওয়া যায়-আবার কেহ ইচ্ছা করিলে নির্দলীয় হইয়া বিশেষ নড়াচড়া না করিয়া সিঁড়িতেই বসিয়া থাকিতে পারেন (ইং lift. লিফট বাক্যটিও এখানে স্মরণীয়), যাহাই হউক এইরূপ পেচকালো (প্যাঁচালো) কথার সদর্থ করা কঠিন কর্ম বলিয়া ইহার স্বরূপ উদঘাটন করা হইতে সংকলক বিরত রহিলেন।

ঘুঘুর বাসাঃ ঘুঘু পাখির তৈরি বাসস্থান। বাক্যগঠন-খোকনবাবুর বাড়ির কাছে একটি গাছে ঘুঘুর বাসা দেখা গেছে।

ঘুমপাড়াঃ যে অঞ্চল নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তুলনা, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে।'

ঘুষিঃ ঘুষ-এর স্ত্রীরূপ, স্ত্রীরা যখন উৎকোচ গ্রহণ করেন।

ঘৃণাঃ ভয়ংকর বিরাগ। ঘৃণা প্রধানত তিন রকমঃ (১) সাধারণ ঘৃণা; (২) জাতীয় ঘৃণা এবং (৩) বিজাতীয় ঘৃণা। এই তিনটি ঘৃণার মধ্যে সবচেয়ে ঝাঁঝালো ঘৃণা হল বিজাতীয় ঘৃণা। পৃথিবীতে কয়েক হাজার জাত আছে, সেগুলির মধ্যে আবার পছন্দের এ দিক ও দিক আছে। যত বেশি বিজাতীয় তত বেশি ঘৃণা, এই রকম একটা হিসাব আছে। মাঝে মাঝে আবার সেটার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

ঘেরাটোপঃ মাছ শিকার করার টোপকে ঘিরে রাখার বন্দোবস্ত করাকে ঘেরাটোপ বলে। মাছ যাতে টোপ ছুঁতে না পারে সেজন্য এই কায়দা।

ঘোলাটেঃ অনেকটা ঘোলের মতো সোয়াদ যে সোয়াদ দুধে মেটে না। এখানে প্রায় অর্থে নিয়োজিত, যেমন পাগলাটে, যেমন ক্যারাটে = ক্যারার মতো। কিন্তু ক্যারার প্রকৃতার্থ নিয়ে সিদ্ধ পুরুষ এবং অর্ধ-সিদ্ধ নারীমহলে রীতিমতো গেরিলা-যুদ্ধ চলছে, বলা হচ্ছে ওই সব সৈনিকদের মধ্যে বেশ কিছু ভাড়াটেও বর্তমান।

ঘোলের স্বাদ...: বলা হয় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না হলেও এটি স্পষ্ট যে প্রশ্নকারী মনে করেন, না, দুধের স্বাদ কখনো ঘোলে মেটে না। প্রশ্নটি অবান্তর, কেননা পৃথিবীর খাদ্যবস্তু সমূহের কোনোটার স্বাদই অন্য খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে মেলে না। তাই কেবল দুধের স্বাদ নিয়ে অযথা কথা কেন; আবার এটাও তো ঠিক যে ঘোলের স্বাদ তো দুধে কখনো মেটে না, তবে?

চ

চক্ষুকর্ণের বিবাদঃ এটি একটি চালু অথচ সম্পূর্ণ অবান্তর কথা, অর্থাৎ বাস্তব কথা নয়। এ পর্যন্ত চোখ এবং কানের মধ্যে কোনো বিবাদ কখনো হয়নি। এরকম কিছু হলে আদালতের পুঁথিতে তার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকত।

চটিবই: রাগ করবই, অসন্তুষ্ট হবই।

চতুরাশ্রম: চালাক ব্যক্তিদের বাসগৃহ বা দলবদ্ধ জীবনযাপন। সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, তবে ধর্মেও এর সাক্ষাৎ মেলে।

চতুর্মুখী: চালাক মুখ যার, যার মুখে দুর্বুদ্ধি-মূলক কথা শোনা যায়।

চন্দ্র-বন্দনা: চাঁদের রূপ বর্ণনায় উদারতার অভাব-চাঁদ যে বদ নয় সেটি এইভাবে প্রকাশে প্রাণ খুলে প্রশংসার পরিচয়। অনেকে যেমন ভালো বলতে কুন্ঠিত হন, বলেন ভালোই, এ-ও তেমনি।

চরম: (১) চর্মের (চামড়ার) বিকৃত রূপ। তুলনীয়, মর্ম = মরম। (২) চর, নদীর চরা, তুলনীয়-গ্রন্থ = গ্রন্থম।

চরমপত্র: শেষ চিঠি, জবাব না দিলে ভারি বিপদের হুঁশিয়ারি, তবে অশিক্ষিতদের কাছে এ পত্রে কাজ হয় না।

চরাচর: (১) প্রচুর গোয়েন্দা; (২) অনেক চর (নদী বা সমুদ্রের ছোটো ছোটো সাধারণত অস্থায়ী দ্বীপ)।

চর্মভেদী সূচক: চামড়া ভেদ করে সুচের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ।

চাইবাসা: বাসস্থান দাবি করি, গৃহহীনদের জিগির।

চাকর: চা প্রস্তুতকারী; চায়ে আরোপিত শুল্ক।

চাদর: চায়ের মূল্য বা দাম।

চাপ পাক: চাপের সাহায্যে রান্না, প্রেশার কুকার যে পদ্ধতিতে রান্না ত্বরান্বিত করে।

চাপরাশি: বড়ো ধরনের চাপ, বিশেষ ধাক্কা। বাক্যগঠন-ভারতের নির্বাচনে 'ক' দল বিশেষ চাপরাশিতে কাবু হয়ে পড়েছে।

চামচিকেন: যে মোরগ ভালো সিদ্ধ হতে চায় না, চামড়ার মতো যে মোরগের মাংস দাঁতের সাহায্যে সহজে কাটা যায় না।

চার শতাংশ: চার-শোর অংশ, কিন্তু কতটা? এটা গোস্বামীগণ বুঝতে পারেননি।

চারিধার: চতুর্ধার; ঋণ প্রধানত চার রকম:

(ক) ব্যাঙ্ক ঋণ, (খ) আত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ, (গ) সরকারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ, (ঘ) যে ঋণ শোধ করতেই হয়।

চার্নক্য শ্লোক: কলকাতার আদিবাসী মহামান্য জোব চার্নক কয়েক শত শ্লোক লিখেছিলেন বাংলায়। সেই শ্লোক একসময় বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। শ্লোকগুলি তাঁর ভারি আদরের ছিল, শোনা যায় তিনি ওই শ্লোকগুলিকে প্রতি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় আদরও করতেন, তাতে তাঁর বিবি অনর্থ বাধাতেন। এও আন্দাজ করা হয়েছে। সম্প্রতি এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ওই শ্লোকগুলি হাতিবাগানের এক তস্করের কাছ থেকে উদ্ধার করে একটি নামকরা বিস্কুটের কারখানার প্যাকিং বিভাগে ফেলে আসেন। যাই হোক, সেগুলির হদিশ পাওয়া গেলে বাংলা সাহিত্যের এক দিগন্ত উদভাসিত হবে। একটি শ্লোকের নমুনা এখানে দেওয়া হল: 'কলকাতা কলকেতা এখানে তোরা

কেউ আসিসনে বাপা/কালে কালে এর সবটাই হয়ে যাবে ধাপ্পা!' একটা কথাই বলতে হয়-ওঁর কী অন্তর্দৃষ্টি, কী গণৎ-কারিত্ব, উনি আজ বেঁচে থাকলে কতই না আনন্দের হত!

চালকের আসন: খুব একটা সুবিধের ব্যাপার নয়। চালককে সবচেয়ে বেশি শঙ্কায় থাকতে হয়, স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

চালাক: চালনা করুক।

চালাকচতুর: এটি প্রাচীন প্রবাদের একটি নিদর্শন, এই নিদর্শনটি জাদুঘর থেকে সংগৃহীত, এর পূর্ব অর্থ ছিল-কোনো জাতক যদি চালাক হতেন, তা হলে তাঁকে চালাক বলা হত, কিন্তু খুব ভালো করে এবং স্পষ্ট করে বোঝানোর

জন্য চালকের সঙ্গে চতুর কথাটিও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যুগ পালটেছে, এখন এর...

চাষিঃ চাষার স্ত্রীরূপ, কৃষক পত্নী।

চাষিভাইঃ চাষিদের সঙ্গে ভাই কথাটা সর্বদাই লেপটে থাকে, আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। নাপিতভাইও তাই, কিন্তু ডাক্তারভাই হয় না, মন্ত্রীভাইও নয়।

চিকেন-রোলঃ চিকেন = মোরগ + রোল (ইং roll), অর্থাৎ মোরগের ডাক।

চিড়িয়াখানাঃ পাখির খাদ্য। বাক্যগঠন- চিত্রবাবুর খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা কমে গেল, চিড়িয়াখানার মতো খাদ্যও তিনি হজম করতে পারতেন না। অন্যার্থে সামান্য আহার; যেমন চড়াই, টুনটুনিদের আহার-পরিমাণে অতি অল্প। (১) বিপরীত পর্যাপ্ত অপরিমাণ খাদ্য-যেমন উঠপাখি বা শকুনের মতো অমিত পরিমাণের বিবরণ। (২) চিড়িয়াই যেখানে খাদ্য (খানা)। বাক্যগঠন- আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে দু-বার চিড়িয়াখানা রান্না হয়।

চিত্রকরঃ ছবির উপর ধার্য শুল্ক। বাক্যগঠন- বাংলা সিনেমার উপর ধার্য চিত্রকর আরও হ্রাস করার জন্য চিত্রোৎপাদকেরা দাবি করছেন।

চিরকূটঃ সর্বকালের বিষ, আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত যে বিষ বিদ্যমান।

চিরতাঃ চিরত্ব, ক্ল্যাসিক গুণসম্পন্ন। বাক্যগঠন -অর্ধেন্দুর কবিতার বইটির চিরতা পাওয়ার সম্ভাবনা।

চিরাচরিতঃ চেরা চরিত, খণ্ডিত মানসিকতা বা দ্বিখণ্ডিত মানস, রোগ বিশেষ-ইং স্কিযোফ্রেনিয়া schizophrenia এই রোগ এমনই ব্যাপক যে, কারা এই রোগে ভোগেন বাছতে গেলে পৃথিবী উজাড় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

চিরুনি তল্লাশিঃ চিরুনি খোঁজা। বাক্যগঠন- পুলিশ জঙ্গলে চার দিন চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে মাত্র একটি ভাঙা চিরুনি উদ্ধার করতে পেরেছে।

চিহ্নিত: উচ্চারণ চিনহিত, চীনের মঙ্গল। বাক্যগঠন-কলকাতায় সম্প্রতি চিহ্নিতৈষী সমাজ গঠন করা হয়েছে।

চীনাবাদাম: ভারতের মাটিতে চাষ হয় এই বাদামের, কিন্তু নাম হল চীনাবাদাম। ১৮৭২-এর গ্যাট চুক্তি অনুযায়ী এই নামটি অনেকের আপত্তিসত্ত্বেও গৃহীত হয়।

চূর্ণ: কোনো কঠিন বস্তুকে চূর্ণ করা বা গুঁড়ো করা, কথাটি ইং চার্ন churn থেকে এসেছে বলে সি. বি. আই. কর্তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

চেরামত: মতভেদ, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ। বাক্যগঠন-বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেকার চেরামত মেরামতের জন্য একটি সমন্বয় গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

চোদ্দো পুরুষ: প্রত্যেক মানুষের চোদ্দোটি পুরুষ থাকে, এর নানা রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দশ বছরের এক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন চোদ্দো পুরুষের এই হিসেব: (১) আমি পুরুষ, (২) তুমি পুরুষ, (৩) সে পুরুষ, (৪) তাহারা পুরুষ।

(৫) ডাক্তার পুরুষ, (৬) টিংটিঙে পুরুষ, (৭) ধুমসো পুরুষ, (৮) মামা পুরুষ,

(৯) মেসো পুরুষ, (১০) খেঁকি পুরুষ, (১১) বকধার্মিক পুরুষ, (১২) শালা পুরুষ, (১৩) মহাপুরুষ, (১৪) কাপুরুষ।

'চোরা না শোনে'...: চোরা কী শোনে না সেটা আমরা শিশু বয়স থেকেই জানি শুনি, চোরা ধর্মের কাহিনি শোনে না। বেশ কথা-কিন্তু উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, এবং অন্যান্যগণ (যদি তেমন কেউ থাকেন), এই যে এখানে কর্তব্যরত, অর্থাৎ ব্যবহৃত চোরা এটি সদর্থ কী, সরলার্থই-বা কী। আমরা চোরা-র অপর একটি প্রয়োগের কথা জানি যেমন চোরাশিকারি, অর্থাৎ কি না শিকারিকে চোরায়। এখানে ও সমস্যা সমূহ বা সমূহ সমস্যা, শিকারি তো শিকার করে-এটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু কী শিকার

করে? মানুষ? জীবাণু? বিস্কুট? সর্ব লোকে প্রশ্ন- চোরা-র অর্থই-বা কী? মুখ-চোরা বলতেই-বা কী বোঝায়? প্রস্তাব-এ নিয়ে আর মস্তক বাদ রদ করা হউক। ইশ! আসল কথাটি বাদ পড়িয়া গেল, ধর্মের কাহিনি কাহাকে কহে? এ নিয়ে বা ইহা লইয়া এ-যাবৎ দুই শত আটত্রিশটি পুস্তক পাঠ করার পরও কিছুই মালুম হয় নাই-অতএব অলমিতি।

চৌবাচ্চাঃ চারটি শিশু/ছানা। বাক্যগঠন- হারুবাবুর কুকুরের চৌবাচ্চা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জঃ চ্যালেঞ্জ কথাটির অর্থ জানা আছে, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এটি প্রায় সর্বদাই ছুড়তে হয়। উল্লেখ, এই কথাটির ইংরেজি নেই।

ছ

ছত্রখানঃ বাং + হিন্দি, ছত্র = ছাতা + খান = খনি-ছাতার খনি, যে খনিতে ছাতা পাওয়া যায়।

ছলমানঃ ছলনারত, ঠক, মিথ্যা কথক ইত্যাদি।

ছাই লোঃ সম্বোধন লো যুক্ত হয় আদর বা বিশেষ প্রীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে, তাই ছাই লো-অর্থ কেবল ছাই, যেমন খাই লো। এখানে লো অর্থের দিক দিয়ে অ-প্রয়োজনীয়, তবে মধুর ভাব প্রকাশ করে।

ছাতিমঃ ছত্র বা ছাতা/তি, ছাতির সঙ্গে ম যুক্ত হয়ে ছাতিম। যেমন সত্যম, মধ্যম, ইত্যাদি। বাক্যগঠন-রোদ্দুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাতিমের ব্যবহার শ-দুয়েক বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছিল।

ছায়াছবিঃ যে ছবি স্পষ্ট নয়; সামনে সাদা পর্দার পিছনে আলো প্রক্ষেপ করে মাঝে নাচ বা নানা ভঙ্গি কেবল ছায়ামূর্তি রূপে দর্শকেরা দেখেন।

ছায়ালোকঃ লোক (মানুষ)-এর ছায়া, ভূত, প্রেত, দানো ইত্যাদি।

ছিঁচকে ডাকাতঃ উচ্চাকাঙ্খাবিহীন সাদামাটা অল্পে সন্তুষ্ট ডাকাত। অন্যভাবে এঁদের দলিত ডাকাত বলা হয় বলে বিশ্বস্তসূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে।

ছিনিমিনি খেলাঃ একধরনের খেলা, যত সময় যাচ্ছে ততই এর প্রসার ঘটছে। এই খেলার প্রধান উপকরণ টাকা, তবে সব-চেয়ে উত্তম হয় যদি টাকা হয় সরকারি। এই খেলায় একটি বাক্যবন্ধ উচ্চারিত হতে শোনা যায়-করো করো চুপ, করি টাকা তছরূপ।

ছুটিঃ দৌড়োই, ছোটো = দৌড়োও।

ছুতোরঃ ছুতো বা নিন্দার্থে সুযোগের। বাক্যগঠন-বদ লোকের ছুতোর অভাব হয় না।

ছুতোর মিস্তিরিঃ লোহার মিস্তিরি, কাঠের মিস্তিরি, ঘড়ি সারানোর মিস্তিরি, এমনকী অসুখ সারানোর মিস্তিরি-প্রত্যেকেই ছুতোর মিস্তিরি, কেননা, তাঁরা নিজ নিজ কাজে অবহেলা বা ফাঁকি দেওয়ার ছুতো খোঁজেন। এটি গোস্বামীমতে মান্য।

ছেলেধরাঃ ছেলে (পুরুষ অর্থে) ধরা-পুরুষ (শাসিত) পৃথিবী। বাক্যগঠন-বহু শতাব্দী ধরে ধরা পুরুষশাসিত হওয়ায় মেয়েরা ভাবতেই পারে না ছেলেধরা ছাড়া

অন্য কোনো ধারায় সমাজ চালানো সম্ভব।

ছোটো খাটোঃ দৌড়োও, পরিশ্রম করো। বাক্যগঠন-আজকাল ডাক্তারেরা বলছেন ছোটো আর খাটো।

ছোটা-ছুটিঃ হিন্দি ছোটা = ক্ষুদ্র বা ছোটো + ছুটি = অবসর, সবটা মিলিয়ে ছোটো অবসর। সাধারণত অফিসে আদালতে আগে থেকে না জানিয়ে দু-তিন দিন হাজির না হওয়া, ইংরেজিতে বলে ক্যাজুয়াল লিভ। বাক্যগঠনঃ চারুদা তিন দিন ছোটা-ছুটি নিয়ে সারা সময়টা প্রায় বাড়িতেই শুয়ে রইলেন।

ছোটোমা, বড়োমা: ইং মিনিমাম (minimum) -এর বাংলা ছোটোমা, আর ম্যাক্সিমাম (maximum)-এর বাংলা বড়োমা। এই কথা দু-টি উত্তর ভারতে শীতের সময় বিনা দ্বিধায় ব্যবহার হচ্ছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে।

জ

জগদ্দল: বিশ্বদল; আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন গোষ্ঠী। বাক্যগঠন-সাম্রাজ্যবাদীরা কয়েকবার জগদ্দল গঠন করেছে।

জঙ্গলের আইন: এই আদর্শ আইন এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। জঙ্গলাঞ্চল ক্রমশ কমে আসার ফলে মনে করা হচ্ছে এই আইনটি আর বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এই কারণে এখন রাজনৈতিক দলগুলি দ্রুত বনসৃজন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন।

জঙ্গি: যুদ্ধ সংক্রান্ত (প্রয়োগে) জঙ্গিবিমান।

জঙ্গিগোষ্ঠী: ছোটো আকারের সৈন্যদল।

জটলা: জট বা অসংলগ্নভাবে দলা পাকানো, সহজে সমাধান করা যায় না এমন পরিস্থিতি।

জটাজুট: ইং-বাং শব্দ; জটা + জুট (jute)। পাট দিয়ে তৈরি জটা, যাকে বলা যায় পরজটা।

জটায়ু: আয়ু যখন জট পাকিয়ে যায় তখন, প্রাণ সংশয়। যখন ডাক্তার নিজের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, সাড়ে চুয়াত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।

জনজট: বহু লোকের ভিড়ে চলাচল মন্থর।

জনজীবন স্তব্ধ: (বহু) ব্যক্তির জীবনহানি বা নাশ। বাক্যগঠন-১৯৪৫ সনে হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে দু-টি পরমাণু বোমায় লক্ষ লক্ষ জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জনজ্বাল: মানুষখেকোদের রন্ধনপদ্ধতির অন্যতম। জনজ্বাল ঘর = মানুষখেকোদের রান্নাঘর।

জন্মদাতা: জন্মাবার পর থেকেই যিনি দান করতে শুরু করেন।

জমাদার: (১) যে পত্নীকে জমিয়ে রাখা হয়, (২) হারেম। বাক্যগঠন-আরব দেশে এককালে ধনীরা জমাদার মহল রাখতেন যেখানে একাধিক পত্নী বাস করতেন।

জল: জীবন। সকলেই জেনে গেছেন জলের অন্য এক নাম জীবন। রেডিয়োর কলকাতা কেন্দ্রের সম্প্রচারে এই বাক্যটি অহর্নিশ শ্রুত হয়। বাক্যগঠন-করবী দেবী রোজ সকালে এক কেটলি জীবন ফুটিয়ে পাঁচ কাপ চা প্রস্তুত করেন। অন্য একটি বাক্য-এবার সুনামিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনে ডুবে মারা গেছেন।

জলজান: জলের প্রাণ বা প্রাণী, যেমন ইলিশ, তিমি, হাঙর, প্ল্যাংকটন ইত্যাদি। বাক্যগঠন-সমুদ্রে বহু কোটি জলজান গিজগিজ করছে।

জলবিদ্যুৎ: জলে যে বিদ্যুৎ অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, সেই বিদ্যুৎ একাধিক ছাঁকনি এবং পাঁচাধিক জটিল প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করে ব্যবহার করা হয়।

জলসা[১]: জলপাত্র, গেলাস, পানপাত্র, যেখানে জল রাখা হয়। তুলনীয়, মালসা-যেখানে মাল রাখা হয়।

জলসা[২]: জল সম্পর্কীয়। বাক্যগঠন- এবার ভয়ংকর বৃষ্টিতে দেশ জুড়ে জলসার তাণ্ডব চলল।

জলাতঙ্ক: পানিত্রাস।

জলাধার: পুকুরের চেয়ে বড়ো, বিলের চেয়ে ছোটো জলার ধারকে বলা হয় জলাধার।

জাতক: জাত সৃষ্টিকারী।

জানজট: জীবনের (জান) জটিলতা। বাক্যগঠন -আধুনিক যুগে মানুষের জানজট প্রচুর বেড়েছে।

জানবাহন: প্রাণ বা জানসম্পন্ন যেকোনো মানুষ বা জন্তুবাহী শকটকে জানবাহন বলা হয়। বাস, রিকশা, রেলগাড়ি, বিমান এসবই জানবাহনের আওতায় পড়ে।

জানালা: জানা তথ্য এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ; যেমন মেঘলা-মেঘ-ভরতি বা বাদলা- বাদ ভরতি। বাক্যগঠন-হারুবাবুর মতো জানালার দেখা সহজে মেলে না।

জান্তব: আপনার জান (জান তব) বাক্যরচনা -দাদা পালান এখান থেকে জান্তব নিয়ে।

জারজ: জারে যা জন্মেছে এমন। ছত্রাক, পোকা ইত্যাদি জারে জন্মালে সেগুলিকে জারজ আখ্যা দেওয়া হয়। রাশিয়ায় অবশ্য জারজ কথাটির অন্য অর্থ। সেখানে পূর্বতন রাজবংশের সকলেই জারজ সন্তান ছিলেন।

জারমান: পুরোনো রুশ রাজবংশ জার-এর মান।

জালানো: নকল বা জাল করা (ঠকানোর উদ্দেশ্যে)। বাক্যগঠন-হারুদার এক বন্ধু বি. এসসি. মার্কশিট জালিয়ে চল্লিশ বছর সরকারি কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন।

জিজ্ঞাসাবাদ: (১) যেখানে জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। (২) সর্ব বিষয়েই প্রশ্ন করার ব্যক্তিগত অধিকার প্রদত্ত তন্ত্র। (৩) প্রশ্নতত্ত্ব।

জীবনদায়ী ওষুধ: যে ওষুধ মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দেয়। অলীক কথা, মৃতসঞ্জীবনীর মতোই অসম্ভব।

জীবন্ত দগ্ধ[১]: সাধারণত মৃত ব্যক্তিদের শ্মশানে পোড়ানো হলে বলা হয় মৃত-দগ্ধ: কিন্তু নানা দুর্ঘটনায়, বাজি পোড়ানোর সময় আহত হলে বা 'স্ত্রীর পত্র'তে বর্ণিত নারীরা দগ্ধ হলে তখন তাকেই বলে জীবন্ত দগ্ধ। এইরকম

জীবন্ত দগ্ধ হলে অবশ্য কেবল আহত হলেই হয় না, সম্পূর্ণভাবেই মরতে হয়।

জীবন্ত দগ্ধ[২]: অপ্রয়োজনীয় বাক্য বা শব্দ সংযোগের এটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে জীবন্ত কথাটির অনর্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেউ দগ্ধ হলে তিনি জীবিত অবস্থাতেই দগ্ধ হয়েছেন, সেটাই তো সহজ কথা। সংবাদপত্রে দৃষ্ট এই বহুল প্রচারিত বাক্য ব্যবহার খুব প্রশংসনীয় নয়।

জুতোর বাড়িঃ (দোকান অর্থে) জুতোর দোকান, বাড়িতে জুতো রাখবার জন্য ছোটো জায়গা।

জেল্লাঃ (১) কিছু সময় জেলে থাকার ফলে যে একরকম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তাই। (২) ধীবরের (জেলের) মতো মসৃণ চামড়ার ঔজ্জ্বল্য।

জোড়াতালিঃ (১) দু-টি তালি (কাপড়, জামা, জুতো ইত্যাদি), (২) দু-হাত দিয়ে প্রস্তুত আওয়াজ দু-বার করা।

জ্ঞাতিঃ জ্ঞাত-র স্ত্রীরূপ।

জ্ঞানমাধ্যমঃ (ভাষা) পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের গণমাধ্যমের ভাষা বাংলা হলেও জ্ঞান-মাধ্যমের ভাষার প্রায় পুরোটাই ইংরেজি।

জ্যামিতিঃ ইং-বাং শব্দ jam -এর ইতি, জ্যাম-এর শেষ। বাক্যগঠন-খাবারের টেবিলে রাখা জ্যামের পরিপূর্ণ পাত্র ছিল, গোডো এক বেলার মধ্যে জ্যামিতি করে দিল।

জ্যৈষ্ঠ মধুঃ গুল্ম পুরাণে কথিত আছে, পৃথিবীর এক-শো চুয়ান্ন রকম মধুর মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগৃহীত মধুই শ্রেষ্ঠ মধু।

ঝ

ঝাঁঃ একটি অক্ষরের অর্থহীন রূপ, তবে এর সঙ্গে চকচকে যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি বা শহর বোঝায়। ওর সঙ্গে আর একটি ঝাঁ বসালে রোদ্দুরের

তীব্রতা বোঝায়। টা যোগে সম্মার্জনী বোঝায়। পি যোগে জিনিস রাখবার পাত্র বোঝায় (লক্ষ্মীর ঝাঁপি)। প যোগে তৈরি হয় ঝাঁপ, যা দোকানের দরজাকে বোঝায়। কা যোগে প্রধানত মালবাহীদের মাথায় নিয়ে যাওয়ার ঝাঁপ নির্মিত পাত্র বোঝায়। কি যোগে দ্রুত এবং জোর কম্পন বোঝায়।

ঝাড়পত্রঃ বরখাস্ত করার বার্তাবাহী পত্র।

ঝামেলাঃ ঝা পদবির কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মাঠে একদা বঙ্গদেশের এক গ্রামে মেলার প্রচলন হয়েছিল। সেই থেকে এই মেলা ঝামেলা নামে প্রসিদ্ধ।

ট

টক্করঃ যা টক করতে সাহায্য করে; তেঁতুল, আমড়া ইত্যাদি।

টনিকঃ টনকের স্ত্রীরূপ। বাক্যগঠন-প্রায়ই রাধার টনিক নড়ে ওঠে।

টাঙ্গাইলঃ টাঙাল, মতান্তরে ঝোলাল। ভিজে কাপড় ইত্যাদিকে শুকনো করার জন্য দড়ির উপর সেগুলি ঝোলানো হয়। বাক্যগঠন-এইমাত্র বড়োবউ কাচা তিন-খানি শাড়ি টাঙাইল।

টাকশালঃ টাক ঢাকার জন্য সেই মতো প্রস্তুত করা ছোটো শাল। অধুনা ভারতের হিমাচল প্রদেশের জনপ্রিয় মস্তকাবরণ।

টাকার শ্রাদ্ধঃ কথাটি কথার কথা বা বাক্যের বাক্য মাত্র, টাকার শ্রাদ্ধ হয় না, কেননা টাকার মৃত্যু হয় না। টাকা মৃত্যুঞ্জয়ী, টাকার নানা দশা অবশ্য হয়, যেমন টাকা চুরি যায়, খরচা হয়, পুড়ে যায়, বিদগ্ধ হয়, সিদ্ধ হয়, টাকা স্ফীত হয়, টাকার মূল্য কমে বাড়ে, কিন্তু মরে না।

টানটানঃ (বা টানাটানা, কিংবা কেবল টানা) উত্তেজনা। মদ, গাঁজা, বিড়ি ইত্যাদি টানার ফলে যে উত্তেজনা হয় তার প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে টানাটানির সংসার বাক্যবন্ধটিও খুব চালু। অর্থঃ যে সংসারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই মদ, গাঁজা ইত্যাদি টেনে থাকেন।

টানাটানির সংসারঃ এককালে ছিল একরকম অর্থ, তখন এই বাক্যটির অর্থ ছিল যাঁদের অর্থসামর্থ্য কম, অভাবের সংসার, কিন্তু, বর্তমানে এর অর্থ হল, যে সংসারে নিয়মিত বোতলাশ্রিত শক্তিশালী নানারঙের তরল পানীয় যথেচ্ছ পান করা হয়। এর মধ্যে দারিদ্র্যের কোনো শর্ত নেই।

টুটেন-খামেনঃ ছেঁড়া খাম, ছিন্ন লেফাফা, যে খাম ছিঁড়ে (হয়তো) কেউ সেটির অভ্যন্তরের মাল হাপিস করেছে বা করেছেন (ভক্তি প্রদর্শনার্থে)। বাক্যগঠনঃ ডাকে পাঠানো রেজিস্ট্রি করা বন্ধ টুটেন-খামেন হওয়ায় গ্রহীতা ফোঁস করে উঠে সেটি নিতে অস্বীকার করেন।

টুপিতে পালকঃ টুপি পালনকারী; অর্থাৎ মাথার উপর অভিভাবকের সর্দারি।



ডাল-কুত্তা

ঠ

ঠাকুরের গানঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত এবং সুরারোপিত সংগীত। ইং টেগোর সং (Tagore song)।

ঠান্ডাযুদ্ধঃ উত্তর ইউরোপ, কানাডা, আইসল্যান্ড, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি দেশগুলি ঠান্ডাযুদ্ধ পছন্দ করে। এই যুদ্ধে ঠান্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়া, বরফ ছুড়ে মারা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার হয়।

ঠোঁট কাটা: ঠোঁট কর্তিত হয়েছে এমন ব্যক্তি। বাক্যগঠন-হারুদা দাড়ি কামাতে গিয়ে ঠোঁট কাটা হয়ে আছেন দু-দিন হল।

ঠোঁটস্থ: যা ওষ্ঠে থাকে, যেমন ওষ্ঠযষ্টি, ইং লিপস্টিক (lipstick)-এর বঙ্গরূপ।

ড

ডগ মা: পুরো কথাটা ইং dog + ma অথবা বাং মা, যুক্ত শব্দ, অর্থ কুকুরের মা বা সারমেয় মাতা। এটা অনুমেয় যে কথাটি একটি ডাচ জাহাজে গোপনে ঘটেছিল ১৫০০ সনের কিছু পরে। ভদ্রভাবে সারমেয় মাতা বলা হলেও সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল কুত্তা মা। এটি কত্তামার সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার কারণে কুত্তামা কথাটি কালক্রমে লোপ পায়।

ডাকঘর: যে ঘরে প্রায়ই ডাক শোনা যায়; বা যে ঘরে মানুষেরা ডেকে থাকে তাকে ডাকঘর বলা যায়। তাস খেলার সময় ডাকাডাকির হিড়িক পড়ে যায়। সেই কারণে ক্লাব কর্মচারীদের তাসের ঘরকে ডাকঘর বলা হয়।

ডাকাধুনিক: চলতি সংকৃষ্টির চেয়েও এগিয়ে যাওয়ার শিল্প; ইং post modern -এর বাংলা বিকল্প!

ডাকাধুনিকতা: পোস্ট = ডাক + মডার্নিজম = আধুনিকতা = ডাকাধুনিকতা।

ডালকুত্তা: (১) ইং-বাং মিশ্রিত বাক্য (dull কুত্তা) অর্থাৎ কমবুদ্ধি কুকুর।

(২) যে কুকুরকে নিয়মিত ডাল খাওয়ানো হয়।

ডালপালা: ইং ডাল (dull) = একঘেয়ে, বিরক্তিকর + পালা = নাটক।

ডিকশনারী: নারীদের জন্য বিশেষ অভিধান। ইং-বাং সমন্বয় শব্দ, ইং diction -এর সঙ্গে যুক্ত নারী। এখনও ডিকশপুরুষ অভিধান সামাজিক বাধার জন্য প্রস্তুত হয়নি।

ডিপ্লোমা: ডিপ্লোমা কথাটি গ্রিক (diplo) অর্থ দ্বিগুণ বা দুই। এই থেকে ডিপ্লোমা বাক্যটির উৎপত্তি। এর অর্থ দু-টি মা। প্রসঙ্গত দু-জন মাসি থাকলে তাদের

বলা হয় ডিপ্লোমাসি।

ডিমড: বাংলা ডিম-এর সঙ্গে ইং ed. যোগে প্রস্তুত, সরলার্থ-কোনো একটি (সাধারণ) সৎকর্ম করবার অভিপ্রায়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার তালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু প্রস্তাব করা, অর্থাৎ 'ডিম' পাড়া, অতঃপর 'তা' দিয়ে ডিম থেকে ছানা বেরোনো জন্য অপেক্ষা করা।

ডুপ্লিকেট চাবি: আলমারি, দরজা ইত্যাদির দ্বিতীয় চাবি, যেটিকে আলমারির ভেতরে রেখে প্রথম চাবি দিয়ে আটকানো হয়-দরজা ইত্যাদির ব্যাপারেরও ওই।

ঢ

ঢাকের বৈদ্য: নষ্ট ঢাক সারাইকারী।

ত

তড়িৎকর্মা: বা তড়িৎকর্মী, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যিনি কর্ম করেন; বাড়ি বা অন্যত্র বিদ্যুৎ সরবরাহে পটু। ইং ইলেকট্রিশিয়ান।

তমাল: একরকম গাছ।

কবি, সাহিত্যিক, লেখোয়াড় উদ্ভাবিত, কেননা এর অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। শাল এবং তালের সঙ্গে মিল দিয়ে প্রস্তুত।

তরুণ: তরু (বৃক্ষ) করণ, বনসৃজন। বাক্যগঠন -আজকাল প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তরুণায়ন চলছে।

তর্কচঞ্চু: সংসদের স্পিকারের প্রস্তাবিত পরিভাষা।

তর্কতীর্থ: পার্লামেন্ট বা সংসদের প্রস্তাবিত নাম, এটি সংসদের চাইতে উপযুক্ততর পরিভাষা।

তর্কাচার্য: সংসদের স্পিকারের প্রস্তাবিত পরিভাষা।

তর্কাতীতঃ (১) যে তর্ক পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে, (২) যে তর্কের মধ্যে তিক্ততার পরিমাণ যথেষ্ট।

তাক লাগানোঃ বই বা জিনিসপত্র রাখার তাক যখন বাড়িতে বা দোকানে বসানো হয় তখন তাকে বলা হয় তাক লাগানো।

তাড়িতঃ তাড়ি পানের পরবর্তী মত্ততা।

তাড়িতশক্তিঃ তাড়ি পান বা সুরারোপ করার পর দ্রুততার সঙ্গে বর্ধিত শক্তি।

তাড়িদাহতঃ তাড়ি টেনে অসুস্থ বা মৃত।

তান্ত্রিকঃ কোনো তন্ত্র বা নির্দিষ্ট নীতি বা নীতিগুচ্ছে বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। এই বিশ্বে একদা বহু শত শত তন্ত্র ছিল এবং এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যতন্ত্র ইত্যাদি। বিখ্যাত ধর্মগুরু কার্ল মার্কস-এর একটি সূত্রকে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার দুই শত তিরিশটি বিভিন্ন উপতন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেকেই বলেন তিনি বা তাঁহারাই ঠিক। এ নিয়ে আর কথা না বাড়ালেই ভালো, তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কী থেকে কী হয় কে জানে!

তামিলঃ দক্ষিণ ভারতের মান্য ভাষা, যে ভাষায় আদেশ দিলে তা তামিল করতে হয়।

তাম্রকূটঃ তামা ধাতুর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সৃষ্ট কূট=বিষ। বাক্যগঠন-তামার পাত্রে অম্লমিশ্রিত খাদ্য ভোজনের ফলে সৃষ্ট তাম্রকূটের সংযোগে প্রবলভাবে অসুস্থ হয়েছেন রায়বাড়ির তিন ব্যক্তি।

তারতম্যঃ তার=খাদ্যের সুস্বাদ, প্রায় অতুলনীয়। অনেকে বিশেষ কোনো খাদ্য সম্পর্কে বলেন-আহা সেই মিষ্টান্নের তার এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে। তারতম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য, যেমন তারতয়র অর্থ বেশ ভালো স্বাদ, তবে উৎকৃষ্টতম নয়। তারতম্যর সরলার্থ হল সর্বোৎকৃষ্ট স্বাদ বা সোয়াদ।

তারস্বরঃ যে স্বর তারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়, যেমন টেলিফোন। প্রমাণঃ এমন দিনে তারে বলা যায়।

তারাজঃ নক্ষত্রজ, নক্ষত্র থেকে উৎপন্ন; গ্রহ-বিতারাজ = বিগ্রহ।

তারা সুন্দরীঃ তাহারা সুন্দর দেখিতে।

তারি লাগিঃ মূল বাক্য তাড়ি লাগি; তাড়ির জন্য। বাক্যগঠন-কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তাড়ি লাগি কাড়াকাড়ি।রবীন্দ্রনাথ তাড়ি বানান ভুল লিখেছিলেন বলে কোনো কোনো সিদ্ধ পুরুষের বিশ্বাস!

তালিকাঃ ছোটো তালি; জামা, কাপড়, জুতো ইত্যাদি মেরামতের জন্য ছোটোখাটো তালি।

তালিবানঃ জুতো বা পোশাক ছিঁড়ে যাওয়ার পর তালি দেওয়া হয়, সেইরকম পোশাক পরিহিত মানুষ। স্ত্রীরূপঃ তালিবতী।

তালোত্তম/মাঃ (১) শ্রেষ্ঠ ছন্দের সৃজক বা সৃজকা। (২) স্থূলকায়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠা।

তিন পরম সত্যঃ ভারত-সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তরে খোদা আছে তিনটি পরম সত্যের কথা, যে তিনটি সত্য ভারতকে হাজার হাজার বছর ধরে ধ্রুবতারার মতো পথ প্রদর্শন করে আসছে। এই তিনটি হল ক. সত্যজিৎ রায়, খ. সত্য সাঁইবাবা, গ. সত্য সেলুকাস।

বি.দ্র. ক. (উপরোক্ত) বাদ দিলেও চলে, কেবল কিছু অর্থ মূল্য ধরে দিতে হয়।

তিমিরঃ (জলজ জন্তু) তিমি-র, বাক্যগঠন- 'তিমির অবগুন্ঠনে' = ঘোমটায় ঢাকা তিমি সম্পর্কিত।

তিমির বরণঃ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা'র কয়েকজন দলছুট বৈজ্ঞানিক তিমির রং নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। বিষয়টি হল তিমির বরণ বা তিমির রং-তিমি-বরণ নয়। তাঁরা লক্ষ করেছেন মহাকাশের যে ৩৮টি

রঙের অস্তিত্ব অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর তিমির রঙের সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। এতে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহল তাজ্জবায়িত হয়েছেন এবং রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত জ্যোতিষী ৯৫ বৎসর বয়স্ক কিউ তিমিশেংকো মন্তব্য করেছেন এ নিতান্তই চালাকি, চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না! এই বিতর্কের মধ্যে সাধারণ বিশ্ববাসী যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই অবস্থান করেছেন।

তিরন্দাজঃ যিনি আন্দাজে তির ছোড়েন। ইংরেজি শট ইন দি ডার্ক (shot in the dark)-এর বঙ্গীয় রূপ।

তিরন্দাজিঃ আন্দাজে তির ছোড়া; তিরন্দাজ- যিনি আন্দাজে তির ছোড়েন।

তিলে খচ্চরঃ বস্তায় ভরা তিল বহন করে এমন খচ্চর, যেমন চিনির বলদ।

তীরে এসে তরী ডোবাঃ ভারি সুবিধের কথা-তীরে পৌঁছে যাওয়ার পর তরী ডুবলে মাঝিদের মৃত্যু বা সংক্ষেপে বলতে গেলে সলিলসমাধি হয় না, নৌকোটাও তীরের কাছে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, মালপত্রও সবই উদ্ধার করা যায়-অবশ্য চিনি, গুড় ইত্যাদি দ্রবণীয় দ্রব্যগুলি যদি চটের বস্তায় রাখা হয় তবে সামান্য ক্ষতি (হিন্দি উচ্চারণে সামান্য শ্বেতী হয়।) বাক্যগঠন- ভাগ্য ভালো হারুদার নৌকোটি ডুবল তীরে এসে-মাঝ দরিয়ায় ডুবলে সর্বনাশ হত। নীতিঃ জয় মা বলে ডোবা তরী (অবশ্যই তীরে)।

তুমি কি কেবলি ছবিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তাঁর সময়ের চেয়ে বহু যুগ এগিয়ে ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ আছে-সেগুলির মধ্যে ওপরের উদ্ধৃতিটি একটি। তিনি সেই কবে বুঝতে পেরেছিলেন বহু চ্যানেলে চলন্ত ছবি দেখা যাবে 'কেবল'-এর সাহায্যে। তাই এই বাক্য-কেবলি 'ছবি' অর্থাৎ 'কেবল'-এ সম্প্রচারিত ছবি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি না হলে এমন উক্তি সম্ভব নয়।

বি.দ্র. ওই যারা দিন রাত্রি দেখহ।

তুলনাঃ (তুলো না) উঠিয়ো না, উত্তোলন কোরো না। তুলনামূলকঃ মূলকে উৎপাটিত না করা সম্পর্কীয়।

তেজারতি (১) সামান্য ত্যাগ (তেজা = ত্যাগ + রতি = অতি সামান্য)।

(২) যৌবনশক্তি। তেজারতি কারবারঃ জনস্বার্থে এটির বিশদ ব্যাখ্যা সংরক্ষিত রাখা হল। (৩) কামনার তেজ বা শক্তি। তেজ = শক্তি + রতি = কাম।

তেরো পার্বণাঃ বারো মাসে তেরো পার্বণ এই চমৎকার কথাটিকে কিছু পরিবর্তন করে বারো মাসে তেরো পার্বণা করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে সত্যও কিছুটা নিহিত আছে, কেননা আমাদের দেশে পার্বণ উপলক্ষ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে কিছু করতে বললেই উত্তর শোনা যায়- পার্বনা।

তোষকঃ যিনি তুষ্ট করেন। বাক্যগঠন- পৃষ্ঠ তোষকের জন্য নরম বিছানাই দরকার।

ত্বরিৎকর্মীঃ যে কর্মী দ্রুতগতিতে কর্ম সম্পন্ন করেন।

দ

দক্ষযজ্ঞঃ যে যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বাক্যগঠন-চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর কাজে ত্রুটি রাখেন না, বাড়িতে সেবার রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ করে সেটা দেখিয়েছিলেন।

দণ্ডবতঃ লাঠির মতো (সরল ও দৃঢ় অর্থে)। বাক্যগঠন-হারুদার চরিত্র ছিল কঠিন, দৃঢ় দণ্ডবত।

দমপতিঃ প্রাচীন ভারতে গঞ্জিকা সেবন-কারীদের মধ্যেও মিথিলা নগরীর অনতিদূরে একটি বার্ষিক দমপতি প্রতিযোগিতা হত-যিনি গঞ্জিকার কলিকায় আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করতেন-যিনি সব চেয়ে বেশি সময় এক নাগাড়ে ধোঁয়া গ্রহণ করতেন, তাঁকে দম্পতি বা দমপতি ঘোষণা করে একটি স্মারকপত্র এবং দশ সের সরেশ এবং গাঁজা পুরস্কার দেওয়া হত।

বি.দ্র. এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এই মুচলেকা দিয়ে এটি প্রকাশিত হল, অতএব পাঠক, সাবধান!

দম্পতিঃ দমপতি, যে পুরুষ সহজে বেদম হন না; যে পুরুষ দমে শ্রেষ্ঠস্থান পেয়েছেন।

দরদঃ ক্রেতা, দর = মূল্য + দ = যিনি দেন বা দান করেন (কোনো দ্রব্য বা মালের জন্য দেয় অর্থ)। একই চরিত্রের শব্দ হিসেবে 'জলদ' স্মরণ করা যেতে পারে। তুলনীয় বলদ। বাক্যগঠন-অনেক টাল- বাহানার পর দরদ তিরিশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে পুরোনো সোনার ঘড়িটি হস্তগত করলেন।

দরদিয়া মরমিয়াঃ এটি ফেলো কড়ি মাখো তেল-এর বিকল্প বাক্যবন্ধ। কথিত আছে, একজন মিয়াঁ সাহেব ঢাকার এক রেস্তরাঁয় প্রচুর খাদ্য খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে বলতে থাকেন, মরে গেলাম গো! রেস্তরাঁর মালিক তখন বলেন, দর দিয়া মরো মিয়াঁ। ওই বাক্যই দরদিয়া মরমিয়াঁতে রূপান্তর হয়েছে। এটি গোস্বামীমতে অর্ধসিদ্ধ।

দলিতঃ দলের চাপে পিষ্ট। এর উদাহরণ অনেক, আত্মরক্ষার জন্য কোনোটিই উল্লেখ করা হল না।

দলিলঃ দলগঠন বা দল পাকানো। যেমন জটিল-জট পাকানো। বাক্যগঠন- এক খুদে নেতা বললেন, এখন আমাদের প্রয়োজন বড়ো দলিল।

দস্তক্ষতঃ দস্ত = হাত + ক্ষত = ঘা, হাতের ঘা।

দস্তানাঃ দস্তা (zinc) নয় এমন ধাতু; যেমন সোনা, রুপো ইত্যাদি।

দস্তাবেজঃ দলিলের সঙ্গে যুক্ত ধাতব পদার্থ। এর সাহায্যে আদালতের ব্যবহারজীবীগণ নিরীহ ব্যক্তিদের উপর দুর্ব্যবহার করেন এবং প্রভূত পরিমাণে উপার্জন করেন।

দাওয়াইঃ পাকাবাড়ির সামনে রাস্তায় পুরোনো বাড়ির লাগোয়া লম্বাটে একটু স্থান- যেখানে পাড়ার বৃদ্ধ, বেকার, ছাত্র ইত্যাদির ঢালাও আড্ডার বন্দোবস্ত থাকত সেকালের কলকাতায়। এই চিলতে জায়গাটির নাম দাওয়া। এখানকার আড্ডায় অসুখ সংক্রান্ত যেসব নিদান প্রকাশিত হত তাকেই বলা হত দাওয়াই।

দাতাঃ তথ্যাবলি; ল্যাটিন ডাটা উচ্চারণে এবং লিখলে দাতা। অনেকে ডাটা উচ্চারণ করেন, কিন্তু যাঁরা বলেন তাঁদের জন্য সঠিক উচ্চারণ দাতা। এ নিয়ে দ্বিমত থাক ক্ষতি নেই কিন্তু যেন ত্রিমত না হয় সেটা দেখতে হবে।

দানবীরঃ দানবী = দানবের স্ত্রীরূপ + র = দানবীর, অর্থাৎ দানবী সংক্রান্ত। বাক্যগঠনঃ দানবীর অত্যাচারে গ্রামকে গ্রাম ছারখার হয়ে গেল।

দাবদাহঃ প্রাচীন কালে বাংলা ভাষায় এই শব্দটি ব্যবহার করা হত জঙ্গলের ভয়ংকর আগুন বোঝাতে। কিন্তু প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর হল বাংলার বহু পণ্ডিত এবং মহাপণ্ডিত একটু গরম বেশি হলেই বলতে থাকেন দারুণ দাবদাহ। এখন জঙ্গলের ভয়ংকর আগুনকে কী বলা যেতে পারে তা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে।

দাবাদাবিঃ ওষুধের জন্য দাবি, এটি হিন্দি দাবা ও বাংলা দাবির মিশ্রণ। এটি গোস্বামীমতে ও অন্ধকারে সিদ্ধ।

দাবানলঃ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, হিন্দি দাবা = ওষুধ + বাং নল = সিরিঞ্জ। বাক্যগঠন- শেষ পর্যন্ত অসুখটা দাবানলের সাহায্যে সারাতে হয়েছিল।

দাবায়নঃ (১) বনসৃজন; (২) দাবা খেলার প্রসার।

দারচিনিঃ মিষ্টি বউ।

দিনগত পুণ্যক্ষয়ঃ প্রচলিত বিশ্বাস (গোস্বামীমতে নহে) অনুযায়ী মানুষ যে পাপ করে, একঘেয়ে কর্ম শেষে সাধারণত দিনের শেষে মনে করে সেই পাপ কিছুটা ক্ষয় পেল। কিন্তু গোস্বামীমতে পাপ ক্ষয় হয় বা দূর হয় একমাত্র

পবিত্র গঙ্গায় বছরে দু-একবার মাথা ডুবিয়ে চান করলে। তাই দিনের শেষে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে দিনের কর্মে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, দিনের শেষে সেই পুণ্য দূরীভূত হয়।

দিনবন্ধুঃ প্রকৃত বন্ধু নয়, এমন-যখন দিনের আলো থাকে। বিপদ যখন কম তখনকার বন্ধু, রাতের অন্ধকারে দিনবন্ধু হুস করে কেটে পড়েন। বাক্যগঠন-এ দুনিয়ায় দিনবন্ধু অনেক, নিশিবন্ধু বিরল। নীতিঃ কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

দিনে-দুপুরে ডাকাতিঃ (১) দিনের বেলায় দু-টি গ্রাম বা পৌর অঞ্চলে ডাকাতি (২) লক্ষণীয় ডাকাতি কখনো দিনে সকালে হয় না, দিনে বিকেল বা সন্ধ্যেতেও হয় না, হলে নিশ্চয় কোথাও লেখা থাকত। তবে হ্যাঁ, রাত-দুপুরে ডাকাতি হামেশাই হয়ে থাকে, কিন্তু দিন-দুপুরে নৈব

নৈব চ।

দীনহীনঃ দুঃস্থ ব্যক্তি যেখানে অনুপস্থিত। বাক্যগঠনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো ধনী দেশ, সে-কারণ সেখানে দীনহীনদের সংখ্যাই সমধিক।

দীর্ঘ দিনঃ শুনলে অদ্ভুত অদ্ভুত লাগলেও এ-দেশে ইংরেজ রাজত্বে বছরের প্রায় সবচেয়ে ছোটো দিনকেই তাঁরা গায়ের জোরে, বন্দুকের জোরে বড়োদিন বলে চালিয়েছেন, অথচ সবচেয়ে বড়ো দিন বা দীর্ঘ দিন হল ২১ জুনের কাছাকাছি। এই কারণেই পুলিশ যখন বলেন, দীর্ঘদিন তল্লাশি চালিয়েও কোনো এক মহান দুর্বৃত্তকে ধরা যায়নি, তখন আমরা মনে করি পুলিশ নিশ্চয় বহু মাস বা বহু বছর ধরে তল্লাশি চালিয়েছেন, কিন্তু তা নয়, আসলে তাঁরা দীর্ঘদিন অর্থাৎ দীর্ঘতম একটি দিনই সেই কর্মটি করেছেন।

দীর্ঘসূত্রতাঃ লম্বা সুতো বিষয়ক। বাক্যগঠন- নালন্দাবাবুর ঘুড়ি অনেক উঁচুতে ওঠে। এটা তাঁর দীর্ঘসূত্রতার জন্য।

দু-চোখের পাতা এক করাঃ বীভৎস ব্যাপার; দু-চোখের পাতা একত্রিত করতে গেলে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। তাই এ যাবৎ কেউ দু-চোখের পাতা এক করেননি।

দুধের রাজাঃ রাজার কি দুধ হয়? দুধের রানি হয় কি না এই নিয়ে একটা বিচার সভা গঠিত হোক।

দু-নম্বরিঃ দ্বিতীয় সংখ্যা বা যে কোনো দ্রব্যের বা ভাবের দ্বিতীয় স্থান। বাক্যগঠন-হারুবাবুর বাড়িটি দু-নম্বরি।

দুরন্ত চড়াইঃ চড়াই পক্ষীদের মধ্যে ভয়ংকর দুষ্ট স্বভাব যাদের, সাংঘাতিক চরিত্রের চড়াই। বাক্যগঠন-শ্যামদুলালবাবু দুঃখ করে বললেন, তাঁর টালার ফ্ল্যাটে কতকগুলি দুরন্ত চড়াই এসে লেপ-তোশকের দফা রফা করে দিচ্ছে।

দুর্ঘটনাঃ খারাপ ঘটনা/ব্যাপার। বাক্যগঠন- অভিন্নবাবুর বাড়িতে দুর্ঘটনা লেগেই আছে, আজ এর ম্যালেরিয়া তো কাল ওর বিষফোড়া।

দুর্দশার একশেষঃ খারাপ অবস্থার এক সমাধান। বাক্যগঠন-উৎকৃষ্টবাবুর নানারকম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে দুর্দশার একশেষ হওয়ায় পর এখন বেশ খুশি!

দুস্তরঃ দু-টি স্তর (বিভাগ)। বাক্যগঠন- রেলগাড়ির জন্য দুস্তর সংরক্ষণ করতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগল।

দু-হাজার তিন বাঁও জলেঃ ভাবার্থঃ কোনো নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন নিয়ে হতাশা। আগে অর্থাৎ প্রাচীন কালে বিশ বাঁও জলে বললেই চলত; কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত বাস্তবতায় বদলানো হয়েছে। একটি গোপন আলোচনাচক্রে গৃহীত হয়েছে, এখন কেবল বাজারে চালিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

দুহিতাঃ দুহিতের দুই রূপ, দু-রকম হিত (মঙ্গল) কারিণী।

দূরদাঁও: অতি আধুনিক ইংরেজি শব্দ আউট সোর্সিং (outsourcing দূর +bargain)। শব্দ দু-টি নিপাতনে সিদ্ধ যদি নাও হয় তবুও প্রচলনে সিদ্ধ হবেই, এটি সংকলকের আশা।

দূরভাষা: গ্রিক, জার্মান, জাপানি, পর্তুগিজ ইত্যাদি দূর দেশের ভাষা।

দূর্বাত: দূরভাষ, যাকে বাংলায় টেলিফোন বলা হয়।

দূর্বার: ঘাসের, তৃণের। বাক্যগঠন-মাঠে সবুজ দূর্বার সমারোহ দেখে পাঁঠার জিভ লকলক করে উঠল।

দৃষ্টি-কাড়া: অন্ধকরণ। বাক্যগঠন- কলকাতায় রুশ সার্কাসের ঘোড়ার খেলা বহু দর্শকের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল- এরপরেই ওই খেলা নিষিদ্ধ করা হয়।

দৃষ্টিপাত: দৃষ্টির পতন, ক্ষীণ-দৃষ্টি, দুর্বল নয়ন, কানা।

দেখা-শোনা: ইং ভিডিয়ো (video)-র বঙ্গ রূপ।

দেখে নেওয়া: পরীক্ষা করে নেওয়া, পরখ করা। জিনিসপত্র কেনার আগে দেখে নেওয়া ভালো, তবে মানুষের ক্ষেত্রে এর অর্থ একটু অন্য রকম, যেমন- (টেলিফোনে) 'আমার পাড়ায় এক বার আসুন, আপনাকে দেখে নেব।' এটির মোদ্দাকথা একটু বিপদের বটেক।

দেনা-পাওনা: (১) যা পাওনা বা প্রাপ্য তা দে না, অর্থাৎ দিয়ে দে, বা শোধ করে দে, (২) দেনা বা ঋণ পাওনা, অর্থাৎ পাওয়ার বা গ্রহণ করার অধিকার নেই তোমার।

দেবতা: পুরাণে আছে দেবগণ সাধারণ মানুষের প্রার্থনা শুনে বলতেন দেব তা অর্থাৎ দেব তাহা। তখন তাঁদের বলা হত দেবতা। কিন্তু এও শোনা যায় তাঁরা প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেতেন, সে জন্য দেবতা কথাটি ব্যঙ্গার্থেই বেশি প্রচলিত। অন্য একটি অর্থে, দেব তা-অর্থাৎ কোনো পাখি তার ডিমে তা শুরু করার আগে বলে, দেবতা।

দেহত্যাগ: মৃত্যু, প্রাণত্যাগ। জাতক মৃত্যুর ব্যাপারে দু-টির মধ্যে একটিকে পছন্দ করতেও পারেন। প্রাণ বা দেহ যে কোনো একটিকে ত্যাগ করলেই কেল্লাফতে।

দেহরক্ষা: শরীরকে নষ্ট না হতে দেওয়া। বাক্যগঠন-শিবু ঘোষ বললেন, দেহরক্ষা করা ভারী কঠিন কাজ। আমি সেই ছোটোবেলা থেকে দেহরক্ষার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেছি।

দৈববাণী: আকাশবাণী।

দোকানপাট: পাট কেন্দ্র, পাটের দোকান।

দোসর: ঘন সর (দুধের); সাধারণ এক পরণ সরের দ্বিগুণ।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ: বস্তু বা জিনিসের অধিকার নিয়ে যে বিরোধ তারই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। অন্যভাবে প্রকাশ, বস্তুমূলক দ্বন্দ্ব, এটি একটি ধর্মীয় আন্দোলন।

দ্বিচক্রযান: যে শকটের দু-টি চাকা থাকে; যেমন টানা রিকশা, গোরুর গাড়ি ইত্যাদি।

দ্বিজ: দু-বার জন্মগ্রহণকারী জীব। যেমন পক্ষী-প্রথম জন্ম হয় ডিম, তারপর দ্বিতীয় বার জন্ম হয় যখন ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এ ছাড়া মাছ, ডাইনোসর ইত্যাদিও অবশ্য স্মরণীয়।

দ্বিমাত্রিক: দুই মা আছে এমন ব্যক্তি। উল্লেখ্য, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহারযোগ্য।

দ্রব্য: যা গলে যায়; উপদ্রব: সবটা না গললেও প্রায় গলে যা।

দ্রাক্ষা: এটি একটি চমৎকার এবং অদ্ভুত বাক্য কেননা এটি ইং drug এবং বাং খা, অর্থাৎ খাও বা খায়। প্রাচীনকালে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, আঙুরের

পচা রসে নানারকম অসুখ নিবারণ করে, তাই এই বাক্যটি-ড্রাগ + খা, অর্থাৎ ড্রাগ খাও, কালক্রমে ড্রাগ কথাটির উচ্চারণ বদলে যায়, এবং সেটি দ্রাক্ষায় পরিণত হয়।

দ্রাঘিমাংশ: দ্রাঘি নামের এক প্রকারের বিশাল প্রাণীর মাংস। খুবই সুস্বাদু ছিল কিন্তু সপ্তদশতম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই প্রাণী ধরণী থেকে বিলুপ্ত।

দ্রোণাচার্য: ইংরেজি ড্রোন (drone) থেকে উদ্ভূত এই বাক্যটির অর্থ হল: অলসদের গুরু, ভয়ানক অলস ব্যক্তি, যে গুরু ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েন।

দ্রৌপদীরতি: মেয়েদের বেখাপ্পা আচরণ যা পুরুষদের ভীমরতি তুল্য।

ধ

ধনীভোট: কোনো বিতর্কিত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সংসদে বা অন্যত্র কোনো প্রস্তাব ধনীভোটে গৃহীত বা অগৃহীত হতে পারে। তবে সরকারিভাবে এটিকেই বলা হয় ধ্বনিভোট। প্রকৃতই এটি ধনীভোট, কেননা ধনীদের ভোটেই তর্কের বিষয় নিষ্পত্তি হয়। ধনীদের স্বার্থেই তা অহরহ ঘটেছে। তাই ধ্বনিভোট-এর বদলে ধনীভোট করার একটি আন্দোলন গড়ে উঠে।

ধরণীর এক কোণে: অসম্ভব আবদার। এর পরের বাক্য, রহিব আপন মনে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন গোলাকার এই ধরণীর কোনো কোণ নেই। এই গানটি অতএব সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করার কথা চিন্তা করতে পারেন!

ধরা গলা: গলিত পৃথিবী।

ধরাচূড়া: (১) হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শিখর (ধরা = পৃথিবী + চূড়া = উচ্চতম শিখর।) (২) যে কোনো উচ্চতম স্থানকে হাতের মুঠোয় আনা (যেমন টিকি)।

ধরাছোঁয়া: ভূমি স্পর্শ করা।

ধরাধামঃ কারাগার বা হাজত। অপরাধীদের ধরার পর তাঁদের যে অতিথিশালায় বিচারপতিদের নির্দেশে পোষা হয়।

ধরিবাজঃ বজ্রাঘাত ধারণ করে সম্পত্তি নিরাপদ করা; ইং lightning arrester -এর বঙ্গরূপ। লোডশেডিং-এ সিদ্ধ।

ধর্মকারঃ ধর্মপ্রস্তুতকারী। তুলনীয়, চর্মকার। যেমন বুদ্ধ, যিশু, মার্কস প্রমুখ।

ধর্মঘটঃ যে ঘট ধর্মে ব্যবহার হয়, পবিত্র ঘট। বাক্যগঠন-পুজোর সময় মন্দিরে মন্দিরে প্রচুর ধর্মঘট দেখা যায়।

ধর্মঘটকঃ শ্রমিক সংগঠনের নেতা, যিনি (প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে) ধর্মঘটের সুবন্দোবস্ত করেন।

ধর্মঘটিঃ ঘটি সম্প্রদায়ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা যে হরতাল করেন তাঁদের ধর্মঘটি বলা হয়। পক্ষান্তরে বাঙাল বা পূর্ববঙ্গীয় হরতালকে বলা হয় ধর্ম-বাঙাল। তবে বর্তমানে বনধ কথাটি উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়।

ধর্মতলাঃ ধর্ম যেখানে তলায় অবস্থান করে, অধর্মস্থান।

ধর্মান্তকরণঃ ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা; নাস্তিকের কর্মসূচির অন্তর্গত, ইং সেকুলার secular বাক্যগঠন-হারুকাকু ধর্মান্তকরণের একজন গুরু বলে বিখ্যাত, তিনি ধর্মবিরোধ আন্দোলন করেন।

ধর্মান্ধঃ ধর্ম বিষয়ে যিনি নিরপেক্ষ। বাক্যগঠন-রাজনীতিতে ধর্মান্ধদের সংখ্যা যত বাড়বে দেশের ততই মঙ্গল।

ধর্মের কলঃ (১) যে কল থেকে ধর্ম প্রস্তুত হয় এবং মোড়কায়িত হয়ে পাইকারি দরে বিক্রয় হয়। (২) বাং ধর্মের সঙ্গে ইং কল (call) যোগে প্রস্তুত শব্দ, অর্থ-ধর্মের ডাক।

ধর্মের কলকেঃ হিন্দু ধর্মের মধ্যে কিছু সন্ন্যেসির কলকে থেকে গাঁজার ধোঁয়া নির্গত হতে দেখা যায়; ধর্মকলিকা।

ধর্মের ষাঁড়ঃ ইং প্যাপাল বুল papal bull -এর বঙ্গানুবাদ। যে ষাঁড় পবিত্রভাবে ধর্ম পালন করেন।

ধাতু-দৌর্বল্যঃ পৃথিবীতে এমন কোনো ধাতু নেই যার শক্তি একই রকম থাকে- আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমাণ করেছিলেন ধাতব কোনো বস্তু ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকলে, সেই ধাতু দুর্বল হতে থাকে, একেই ধাতু-দৌর্বল্য বলা হয়!

ধাবামানঃ জাতীয় সড়ক বা শরক জাতীয় লম্বা পথে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খাদ্যালয়কে ধাবা বলা হচ্ছে। এই ধাবার মান সর্বত্র সু নয় বলে এর একটা মান সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে একটা ধাবার মান নির্ধারণ করার জন্য খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ধামাধরাঃ ধামাভূ, ধামারসা, ধামার পৃথিবী ইত্যাদি। বহু শতাব্দী আগে বাঙালিদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর আকার ধামার মতো। সেজন্য টোলে ছাত্রদের পড়ানো হত, ধরার আকার ধামার মতো। ধরাধাম বাক্যটি তৈরি হয়েছে, পৃথিবীর বাসস্থান।

ধারক ও বাহকঃ যিনি ঋণও করেন এবং ঋণের পর বোঝা বহনও করেন।

ধারাপাতঃ ধারা পতন, (বারি) বৃষ্টি। বাক্যগঠন-ধারাপাতের ঠেলায় অস্থির।

ধারালো অর্থনীতিঃ ঋণসর্বস্ব আর্থিক ব্যবস্থা। বাক্যগঠন-প্রথম দিকে ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট ধারালো হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা ক্রমশই বাড়ছিল।

ধীবরঃ সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি (পুং)। বাক্যরচনা-জওহরলাল নেহরুকে তৎ-সময়ে ধীবর বলে অভিহিত করা হত।

ধুলোয় ধূসরঃ যেখানে মাটির রং ধূসর সেখানকার ধুলোর রং ধূসর হয়; কিন্তু যেখানে রাঙা মাটি, সেখানে ধুলোয় লাল/রঙা, কিংবা যেখানে মাটির রং কালো সেখানে ধুলোয় কালো হবে।

ধূমধামঃ ধোঁয়া-ভরতি বাড়ি বা কারখানা যেখানে কয়লা পোড়ানো হয়।



ধর্ম-ঘট

ন

নও জোয়ানঃ জোয়ান নও, দুর্বল। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুকে নও জোয়ান বলে কর্তৃপক্ষ অমরনাথের তীর্থ দর্শনের অনুমতি দেয়নি।

নকল দমকলঃ এটি ইং বাক্যের বঙ্গানুবাদ। ইং বাক্যটি হল আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটর (artificial respirator)।

নগণ্যঃ (১) নগন = নগ্নতার কথ্যরূপ- যেমন মগ্ন = মগন। (২) নগ = পাহাড়, সেই কারণে-অন্য পর্বত (বা পাহাড়)। বাক্যগঠন-বড়ো বড়ো শিল্পী এবং ভাস্কর মানব-মানবীর অনাবৃত দেহের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন-নগণ্যতার নান্দিকতা।

নগদঃ পাহাড় বা পর্বত এমনকী ঢিবি পর্যন্ত যিনি বা যাঁহারা দান করেন, তাঁদের নগদ বলা হয় (নগ + দ, যেমন বল + দ = বলদ)। এই পর্বতদান প্রথা প্রাচীন ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল। বাবা নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, ধারের খাতায় শূন্য থাক। এর অর্থ পরিষ্কার-পাহাড়, পর্বত, ঢিবি ইত্যাদি হাত পেতে নাও (অর্থাৎ কিনা গ্রহণ করো)। হাত পেতে নাও কথাটি বাস্তব মনে না-ও হতে পারে, এর আসল অর্থ নোটবই ছাড়া জানা যায় না।

নটরাজঃ (১) নৈরাজ্য, শাসনের অভাব বা অনুপস্থিতি-নট = না, ইং not রাজ = শাসন। বাক্যগঠনঃ গত কয়েক বছর ধরে এ দেশে চলেছে নটরাজ। (২) ইং knot জটিল বা গিঁঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জটাধারী বা শিব ব্যাদে (বেদ-এর পূর্ববঙ্গীয় রূপ) এ সবই স্পষ্টভাবে কথিত এবং পরে লিখিত আছে।

নথিঃ নথের স্ত্রীরূপ। বাক্যগঠনঃ এককালে নারীরা নিজেদের নাসা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নাকে ছিদ্র করিয়া অর্থাৎ নাসারন্ধ্র করিয়া নথি পরিধান করিতেন কিন্তু বর্তমানে ওই কর্মে সৌন্দর্য বাড়ে না প্রমাণিত হওয়ায় এই সংস্কৃতি প্রায় অক্কা পাইয়াছে।

নথিভুক্ত: যে নথি বা দলিল ভক্ষণ করা সম্পূর্ণ-এর জন্যই বই ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর প্রেরিত কীট আসে, এই কীটেরা ক্ষুদ্রায়ত, তাই ইহাদের মিনি-কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নবান্ন: ন-রকম বা ধরনের ভাত। বাক্যগঠন-দিল্লি কৃষি গবেষণাগারে গত বছর ন-রকম ধান সৃষ্টি করার পর বৈজ্ঞানিকেরা অতিথিদের ন-রকম চালের ভাত রান্না করে পরিতৃপ্ত করেন।

নয়ছয়: ছয় নহে; সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিসূচক বাক্য অর্থাৎ ছয় নয় (নহে)। তা হলে সংখ্যাটি কী? অনেকগুলি সম্ভাবনা আছে। যেমন, নয় এবং ছয় পাশাপাশি বসালে হয় ৯৬; ৬ এবং ৯-কে পাশাপাশি ভাবে উলটে বসালে হয় ৬৯; ৯ আর ৬ যোগ করলে হয় ১৫; নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে হয় ৩, গুণ করলে হয় ৫৪; ভাগ করলে হয় ১.৫। নয় ৬ কথাটি ব্যবহার করার আগে অন্তত ১৩ বার ভাবা দরকার।

নরক: যেখানে রোয়াক নেই, অর্থাৎ ভারি বিচ্ছিরি স্থান। বাক্যগঠন-কলকাতা শহরটি ক্রমশ নরকতুল্য হয়ে পড়ছে। (রকহীনতার ফলে আড্ডা জমানো যাচ্ছে না।)

নরকীয়: মানুষ বিষয়ক, নর = মানুষ + কীয় = বিষয়ক। বাক্যগঠন-অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু নরকীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

নরখাদক: যারা পুরুষমানুষ আহার করে। বলা দরকার, এখন এটা প্রমাণিত যে নরখাদক বা মানুষখেকোরা নারী ভক্ষণ করে না, তারা নারীদের যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকে।

নরচাক: মানুষের ঘন বসতি, যেমন বহুতল বাড়ি, মৌচাকের সঙ্গে তুলনীয়। বাক্যগঠন-কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে নতুন নতুন বহু নরচাক তৈরি করা হচ্ছে।

নরধাম: (বা নরাধাম) মানুষের বাড়ি/ বাসস্থান।

নরমান্ডিঃ ফ্রান্সের উত্তরে নরমান্ডি, এই স্থানের নাম বাং নর এবং হিন্দি মান্ডি-বাজার থেকে এসেছে বলেই ভুরু কোঁচকানো কিছু পণ্ডিতের বিশ্বাস। এই বাজারে নরদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হত, তখন নররা হতেন ক্রীতদাস।

নরসম নরঃ মানুষের মতো মানুষ। মন্তব্যঃ নরসম নর খুবই বিরল, সাধারণত অনরসম নরদেরই সর্বত্র দেখা যায়।

নরাধামঃ মানুষে থাকে এমন গৃহ, যেমন ইগলু (igloo)।

নরায়নঃ মানুষের বসতি স্থাপন, (বিদেশে) উপনিবেশ। বাক্যগঠন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- বাদীরা ভারতে এসেছিলেন উপনিবেশ গড়তে। কিন্তু পরে নরায়ন-এর প্রতি অনাগ্রহী হয়ে কেবল সাম্রাজ্য হিসেবেই ভারত শাসন করেছিলেন।

নলিঃ নলের স্ত্রীরূপ।

নাও জওয়ানঃ নৌবাহিনীতে কর্মরত, মাঝি, নৌকার সারেং।

নাগপাশঃ সাপেদের জন্য বিশেষ পাশ, লতা (রাত্রে) পাশ।

নাগরিকঃ শহরবাসী; নাগর, বিশেষ অধিকারভুক্ত জনগোষ্ঠী, গ্রামবাসীদের অনেক অধিকার নেই।

নাগাল্যান্ডঃ ইং মিশ্রিত শব্দ নাগা+ল্যান্ড; ইংরেজি নিউডিস্ট কলনি-র (colony) বিবেচনাযোগ্য বিকল্প শব্দ।

নাগাসাকীঃ নাগা (ল্যান্ডের) বান্ধবী।

নাগিনীঃ নাগ পদবিধারীর স্ত্রী নাগিনী। তুলনীয়-সেনগুপ্তের স্ত্রী সেনগুপ্তা।

নাচারঃ (১) চার নয়; (২) নৃত্য সম্পর্কীয়। বাক্যগঠন-রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কয়েকজন নাচার শিক্ষক নিয়োগ করে-ছিলেন।

নাটকঃ টক নয়, এমন।

নাটের গুরুঃ যে প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বড়ো নাট (nut) মজুদ রাখা হয়।

নাড়াচাড়াঃ ইংরেজি নারচার (nurture) থেকে কথাটি গোপন পথে ঢুকে পড়েছে, এ সন্দেহ পুলিশের।

নানারীঃ নারী নয় এমন, পুরুষ বা হিজড়া; ইং নানারি-র সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। (nor বা নারী)।

নাবালকঃ যে বালক নয়।

নাবালিকাঃ যে বালিকা নয়, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়।

নাম কেনাঃ পয়সা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে নাম ক্রয় করা। পাড়ায়, অঞ্চলে, রাজ্যে বা বিদেশে নাম কেনার বাজার আছে। অনেকেই একই নাম বেশি সময় ধরে ব্যবহার করতে চান না। হাট বা বাজার থেকে নাম কেনার ব্যাপারটি বহু যুগ থেকে চলে আসছে। অনেক সময় নিলামেও নাম লট-এ ওঠে। বাক্যগঠনঃ আজকাল নাম কেনা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে, এক-শো বছর আগে এক ভরি নাম দু-টাকা- আড়াই টাকায় পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে একটু গন্ধযুক্ত কিন্তু ভেজাল মিশ্রিত নাম কিনতে কমপক্ষে এক ভরিতে দিতে হয় পাঁচ-শো টাকা। নাম সকলেরই প্রয়োজন, তাই গরিবদের উপকারের জন্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে নাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে সমাজের মঙ্গলই হবে।

নামানোঃ নামিয়ে আনা। এ বিষয়ে এ দেশে ওস্তাদের অভাব নেই; কিন্তু আর একটি নামানোর কথা সাহিত্য মহলে প্রচলিত আছে, সেটি হল গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি বিশেষ করে পুজো সংখ্যা প্রকাশের আগে লিখে ফেলা।

নারদঃ রদ না করা, অবাধ। বাক্যগঠন- ডাক্তারদের শাস্তি সংক্রান্ত একটি ধারা আদালত নারদ করে দিয়েছেন।

নারদ-নারদঃ জনধ্বনি-বন্ধ কোরো না বন্ধ কোরো না। বাক্যগঠন-নারদ নারদ অবৈতনিক বিদ্যালয়।

নারাজঃ রাজ (শাসন) হীন, অরাজক, বিশৃঙ্খল অশাসিত মানবগোষ্ঠী বা দেশ; শাসনহীনতা; নৈরাজ্য, ইং anarchism, অ্যানারকিজম।

নারীকেলিঃ মেয়েদের ক্রীড়া। বাক্যরচনা- সারা বাংলা নারীকেলি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন প্রায় হাজার খানেক নারী।

নারীটেপা ডাক্তারঃ যে চিকিৎসক রোগিণীর শরীর পরীক্ষার অছিলায় অকারণ টেপেন।

নারীদিবসঃ ইং-বাং মিশ্রিত বাক্যঃ নারী দি বস (নারী the boss), অর্থাৎ নারী যেখানে কর্ত্রী।

নারী ভারোত্তোলকঃ যিনি নারীর ভার তোলেন এমন পুরুষ; কিন্তু আজকাল খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় নারী ভারোত্তো-লিকাদের আবির্ভাব ঘটছে। এতে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখন নারীর ভার বহন করার জন্য পুরুষের সাহায্য চাইতে হয় না।

নারী সুলভঃ যেখানে নারীর মূল্য কম। বাক্যগঠন-সকলেই জানেন বউবাজারে নারী সুলভ।

নিঃকেশঃ চুলহীন। হিসেব নিঃকেশ-চুল উঠে যাওয়ার হিসেব।

নিঃসীমঃ যেখানে সীম নেই। উদাহরণ- নিঃসীম শূন্য, মহাশূন্য যেখানে সীম পাওয়া যায় না।

নিঃস্বায়নঃ নিঃস্ব করা, দরিদ্রকরণ; বিশ্বায়নের ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যা।

নিকেতনঃ বিয়েবাড়ি (মুসলিম সম্প্রদায়ের)।

নিকেশঃ কেশহীন, চুল নেই এমন, টাকগ্রস্ত। বাক্যগঠন-সুরবাবুর আর চিরুনির দরকার নেই, এখন তিনি নিকেশ হয়ে গেছেন।

নিখিলঃ অবারিত দ্বার।

নিখুঁতে-নিখুঁতেঃ বহুল প্রচারিত খুঁত-খুঁতে, শব্দটির পালটি শব্দ। যাঁরা সমস্ত বিষয়েই বিরক্ত এবং নিখুশি তাঁরা খুঁত-খুঁতে সে প্রকাশ্য দিবালোকেই হোক বা অপ্রকাশ্য নিশালোকেই হোক। যাঁরা সব সময়েই খুশি, তাঁদের কাছে সকলি সুখের, সকলি মহান-এঁদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বিধাতার কাছে সর্বত্র গণপ্রার্থনার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, জানা গেল।

নিগ্রহঃ (১) গ্রহহীন; (২) নিগ্রোদের উপর পীড়ন।

নিছকঃ ছকহীন। বাক্যগঠন-দাবা বা শতরঞ্চ ছক ছাড়াই খেলা যায়, তাকে নিছক দাবা বলা চলে।

নিজমূর্তি[১]: স্বরূপ, সর্বদাই খারাপ। এটি সর্বদা দেখা যায় না, ডুমুরের ফুলের সঙ্গে সামান্য সাবধানে তুলনীয়।

নিজমূর্তি[২]: পাথর, মাটি বা ধাতুর সাহায্যে নিজের মূর্তি প্রস্তুত করা-এককালে রাজা-রাজড়া, জমিদার ইত্যাদিরা নিজেদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেন। বাক্যগঠন- জমিদার হিরুকুমার নিজমূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও কথাবার্তা আছে। নিজমূর্তি মানে? এতকাল তা হলে কার মূর্তি ধারণ করেছিলেন? খুব ভারী না হলে অনেকেই নিজের মূর্তি ধারণ করে দেখেন বলে শোনা গেছে। রাগি বড়োলোক ও শয়তানরা যে যখন-তখন নিজমূর্তি ধারণ করেন, তা সকলেই জানেন।

নিধনঃ ধনহীন, দরিদ্র। বাক্যগঠন-অকস্মাৎ ব্যাঙ্ক চিরতরে বন্ধ হওয়ায় হাজার হাজার জমাদার নিধন হলেন। অন্য উদাহরণ-সর্বহারা হওয়ার পর নিধন সম্পদদা বেজায় মুষড়ে পড়েছেন।

নিধনতন্ত্রঃ যে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় মানুষের উন্নতির প্রয়াসে মানুষকে কচুকাটা করা হয়। এর বিপরীত ধনতন্ত্রও অহিংস নয়, তবে কোমল ভাষার সাহায্যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়।

নিবেশঃ বেশহীন, নগ্ন, বসন-ছাড়া, নির্বসন। বাক্যগঠন-আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রায়ই নিবেশ অবস্থায় দেখা যায়।

নিরস্ত্রীকরণঃ পুরুষ কর্তৃক পত্নীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করা; অন্য দিকে স্ত্রী যখন বিবাহবিচ্ছেদ চান তখন তিনি গোস্বামী (go Swami) মামলা করতে পারেন।

নির্গমঃ গমহীন, যেখানে গম পাওয়া যায় না, যেমন নির্মম = মমতাহীন, তাই নির্গম = গমহীনতা। বাক্যগঠন-পাউরুটি হবে কেমন করে এ দেশ যে নির্গম।

নির্গমনঃ গমন বা যাওয়া নয়। বাক্যগঠন- আদালত হারুদাকে পরবর্তী দু-মাস কাল কলকাতা থেকে নির্গমনের আদেশ নিয়েছে।

নির্জলাঃ জলহীন, যে অঞ্চলে পুকুর, জলা ইত্যাদি নেই।

নির্জাতঃ জাতহীন, ভাবার্থে কোনো দেশের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন। ভবঘুরে, জিপসি, ভূঘুরে ইত্যাদি।

নির্দেশঃ (১) দেশহীন, যার কোনো দেশ নেই; যিনি কোনো দেশেরই নাগরিক নন; ভূঘুরে (ভবঘুরে)। (২) নৈরাজ্যের অধিবাসী। তুলনীয়-নির্মাতা = যার মা নেই।

নির্ধারিতঃ ঋণহীনতা, আধারিত।

নির্বংশঃ বাঁশ শূন্য। বাক্যগঠন-শিষ্টবাবু মাত্র চারদিন গ্রামের বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে দেখেন তাঁর বাঁশ ঝাড় সম্পূর্ণ লোপাট, এখন তিনি নির্বংশ।

নির্বাচকঃ যিনি কথা বলেন না, নীরব দর্শক।

নির্বাচনঃ (১) বাচনহীন, বোবা বা বাক্যহারা। (২) অবাক। বাক্যগঠন-কী বলব মশাই, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দেখে আমি তো নির্বাচন (বা নির্বাচক) হয়ে যাই!

নির্বানঃ বানের অভাব। বাক্যগঠন- এবারকার বর্ষার সুখবর, জলস্ফীতির অভাবে নির্বান হওয়ায় মানুষজন স্বস্তিতে।

নির্বাসন: বাসনহীন, বাসনের অভাব। বাক্যগঠন-গৌতমের বাড়িতে কাল রাতে চোর এসে ওঁকে প্রায় নির্বাসন করে দিয়েছে।

নির্বিচারে গুলি: গুলি নানা প্রকারের দৃষ্ট হয়-পুলিশের গুলি, আতঙ্কবাদীদের গুলি, হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তারের গুলি, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারসমূহের গুলি-সর্বক্ষেত্রেই নির্বিচারে গুলি প্রয়োগ ঘৃণার্হ-সর্বক্ষেত্রেই বিচার করার পর গুলি প্রয়োগ অক্ষমার্হ নহে।

নির্ভর: ওজনহীন বস্তু।

নির্মাতা: যার মা বিগত, মাতৃহীন।

নির্মান[১]: মানহীন, যাঁর মান অনুপস্থিত বা শূন্য। বাক্যগঠন-শ্রীমান মানসকে কেউই পছন্দ করেন না, কেন না তিনি নির্মান।

নির্মান[২]: যার সম্মানবোধ নেই, নির্লজ্জ। বাক্যগঠন-দুঃখের বিষয় বহু বাঙালিই আজ অস্বমান (স্ব-নিজ) এবং নির্মান।

নির্মানে: অর্থহীন, যার মানে নেই।

নির্মাল্য: মালাহীন; কিছুটা অবজ্ঞার্থে- সম্মান পাননি যিনি।

নির্মুল্য: (১) মূল্যহীন, সস্তার পর্যায়ে পড়া বস্তু বা জীব, (২) গাছের শিকড় ছেদন করা।

নির্মোম: মোমহীন, মোমহীন বস্তু।

নির্মোমতা: মোমহীনতা, মোমের অভাব (মোমতা-মোমের উপস্থিতি)। বাক্যগঠন-বাজারে নির্মোমতার ফলে মোমবাতি প্রস্তুতকারকেরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

নিশাচর: রাতে যিনি গোয়েন্দাগিরি করেন।

নিশানা: নিশা নয়, রাত নয়; তবে ভোর, সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যে ইত্যাদি। বাক্যগঠন-আমি যখন বাড়িতে ফিরলাম, তখন সকাল, নিশানা। কিংবা তস্করগণ সাধারণত নিশানা কালে কাজের প্রেরণা পায় না।

নিষ্ঠাহলুদঃ চীন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মায়ানমার, মগ ইত্যাদি হলুদ গাত্রবর্ণের ব্যক্তিসমূহ অন্যান্যদের চাইতে বেশি নিষ্ঠাবান। বাক্যগঠন-কলকাতার দু-একজন সাংবাদিককে তাঁদের উদ্দীপনাময় প্রতিবেদনের জন্য নিষ্ঠাহলুদ উপাধি দেওয়া হয় (ডাক্তারিমতে)।

নিসিদ্ধঃ (রান্নায়) সিদ্ধ হয়নি এমন।

নিহত দরিদ্রঃ হত দরিদ্রের বিকল্প রূপ; যে দরিদ্র ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে।

নীড়বাছনঃ বাসা (আস্তানা) পছন্দ করা। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবু এখন আস্তানা বদলাবেন স্থির করার পর নীড়বাছনে ব্যস্ত।

নীড়াশ্রয়ঃ বাসার নিরাপদ আশ্রয়। বাক্যগঠন -নীড়াশ্রয় হয়ে পাখিরা বড়োই আনন্দে কাল কাটায়।

নীরন্নঃ পান্তা ভাত বা জল দেওয়া ভাত যা সাধারণত ঠান্ডা এবং বাসি অবস্থায় খাওয়া হয়। বাক্যগঠন-হারুদার প্রিয় আহার ছিল সকালে কাসুন্দি ও পেঁয়াজ সহযোগে নীরন্ন ভোজন।

নীরব ঘাতকঃ এটি একটি অবান্তর বাক্য, কেননা অধিকাংশ ঘাতকই নীরবে কর্ম করতে আগ্রহী।

নীরব দর্শকঃ কোনো দৃশ্য দেখে যিনি অবাক।

নীরবধিঃ (১) জল পর্যন্ত (নীর + অবধি)। (২) বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নীরব।

নীরবিচ্ছিন্নঃ বাঁধের সাহায্যে জলপ্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করা।

নীরবিজলিঃ জল-বিদ্যুৎ, যে বিদ্যুৎ জলের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। বাক্যগঠন-কালবৈশাখীর সময় হঠাৎই আকাশে সশব্দ আগমন ঘটে নীরবিজলির।

নীরসনঃ রসহীন। বাক্যগঠন-ধূম্রবাবুর কাব্য এককালে চমৎকার ছিল, কিন্তু বর্তমানে ক্রমশ যেন নীরসন হয়ে পড়ছে।

নীরাকার[১]: জলের মতো আকার, স্বচ্ছ (ঘোলা জল অবশ্যই নয়।)

নীরাকার[২]: মোটর বোট-বাং নীর = জল, কার = car -গাড়ি। বিশেষ অনুধাবনযোগ্য নীরার সাহায্যে বহুবিধ বাক্যরচনা সম্ভব-যেমন (১) নীরা বার = bar যে 'বার'-এ জলই পাওয়া যায়, (২) নীরাসক্ত = যিনি জলের প্রতি আসক্ত, (৩) নীরাময় = বন্যা; চারদিকে জল। বাক্যগঠন-বর্ষায় গ্রামে বেরোনো দুষ্কর, সর্বত্র নীরাময়।

নীর্ভেজাল: নীর = জল, ভেজাল = খাঁটি জিনিসের সঙ্গে লোকঠকানোর জন্য নিকৃষ্ট ভেজাল দেওয়া। বাক্যগঠন- গোয়ালারা প্রায়ই দুধে নীর্ভেজাল দেন।

নীলাঙ্গুরীয়: নীল রঙের আংটি সম্পর্কীয়।

নুনতম: সবচেয়ে বেশি লবণযুক্ত। বাক্যরচনা -রান্না ভালোই হয়েছিল, একমাত্র মাংস তেমন জমেনি, হয়েছিল নুনতম।

নেক-নজর: ঘাড়ের উপর নজর। এটি একটি অদ্ভুত বাক্যাংশ। এর অর্থ ইং নেক (neck) বা ঘাড় + নজর = দৃষ্টি। ইং পুরুষগণ নারীদের দীর্ঘ ঘাড় অবলোকন করে তীব্র কামানুভব করেন। মুগ্ধ হয়েন, ইহাও সর্বজনবিদিত যে, উঁহারা ঘাড়কে নেক neck কহেন। তাই নেক-নজর বাক্যটির সদর্থ হইল ঘাড়ের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এইরূপ অবস্থায় ঘাড়ের মালকিন কিছু চাহিলে সাহেবগণ তাহা প্রদান করিতে ইতঃস্তত করেন না। কথাটির উৎপত্তি এইভাবেই ঘটেছে বলে দক্ষিণতিব্বতিদের দৃঢ় বিশ্বাস!

নেতার হাট: যেখানে বহু নেতার সমাগম হয়, যেমন সংসদ বা তর্কতীর্থ; ভোটের আগে জনসভায় মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

নৈকেন্দ্র: এটি উপলব্ধি করতে গেলে একটু সময়ের সম্যক প্রয়োজন। (ভারতের ক্ষেত্রে) কোনো রাজ্যে যখন সরকারি শাসন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাহা ইচ্ছা তাহা করা হয়, তখন সেটিকে নৈরাজ্য বলতেই হয়, আর কেন্দ্রে (ভারতের ক্ষেত্রে দিল্লি) শাসন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাহা ইচ্ছা তাহা করা হয়, তখন সেটিকে নৈকেন্দ্র বলা যায়। এখানে একটু ভুল বোঝার

সম্ভাবনার উদয় হয়েছে- বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কথাটির প্রকৃত ব্যাপারখানা কী? বুড়ো আঙুল প্রদর্শন, না কি বৃদ্ধা বা বৃদ্ধাদের যেকোনো আঙুল প্রদর্শন?

নৈতিক জয়/পরাজয়ঃ যখন কোনো রাজনেতা মন্ত্রী হওয়ার জন্য ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন তখন মাত্র দু-টি সম্ভাবনা, হয় হারো নয় জেতো, এই দু-টি ফলের মধ্যে একটি তাঁর পকেটে যায়, তাঁহাদের চামচা এবং উপ-চামচাগণ প্রার্থী জিতলে হর্ষধ্বনি করে বলেন তাঁর নৈতিক জয় হয়েছে, নেতাদারা পরে বলেন না নৈতিক পরাজয় হয়েছে, তাঁরা হুট হাট করে কে-যে কোথায় সটকে পড়েন বোঝা যায় না।

নৈশকর্মী[১]: রাত্রে যাঁরা কর্ম করেন-যেমন সাংবাদিক, চোর, বেশ কিছু লেখোয়াড় বা কবিয়াল। বাংলা বনধ থেকে ওঁরা বরাবর বাদ পড়েন।

নৈশকর্মী[২]: নেশার ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মচারী। যেমন বিড়ি, সিগারেট, তামাক, গাঁজা, মদ, হেরোইন ইত্যাদি বিক্রয়কারী।



নর-চাক

প

পকেট গড়ের মাঠ: পকেটের মধ্যে ঐশ্চর্য, গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, প্ল্যানেটেরিয়াম, নানা মূর্তি, দুর্গ ইত্যাদির সমারোহ। বাক্যগঠন-হারুদা এক কথায় লাখ টাকা দান করতে পারেন, কেননা তাঁর পকেট গড়ের মাঠ।

পঙ্কজ: কর্দমে যার বা যাদের জন্ম, যেমন শামুক, কেঁচো, কোনো কোনো জাতের মৎস্য ইত্যাদি।

পঙ্গুপাল: একদল প্রতিবন্ধী। বাক্যগঠন- ভারতে এখন পঙ্গুপালের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তির দিকে।

পচচিম বাংলা: ১৯৪৭এ বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন সেই ভঙ্গবঙ্গের নাম দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ; কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল নামটির মধ্যে কিছু ভুল আছে, তখন থেকে সংশোধন করে নাম হয়েছে পচচিম বাংলা (জনমতে অর্ধসিদ্ধ)!

পঞ্চমকার: (১) পাঁচ নম্বরের গাড়ি (car)। (২) পাঁচটি ক্ষতিকারক বিষয়: মশা, মাছি, মেদ, মুদ্রা ও মেষ (শিংঅলা।)

পঞ্চসর: (দুধের) পাঁচ প্রকার সর। বাক্যগঠন-পঞ্চসর দগ্ধ করে সর সব অখাদ্যে পরিণত হয়েছে।

পটভূমি: ছবি আঁকার জন্য শিল্পী যে ক্যানভাস, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। বাক্যগঠন-সুধীর সম্প্রতি একটি দোকান থেকে কম দামে প্রচুর পটভূমি কিনেছেন।

পটানো: পট অঙ্কন করা: চিত্রকর যখন পট আঁকেন। বাক্যগঠন-শিল্পী হারুনদা পটাতে বেশ ওস্তাদ-বিশেষ করে মেয়েরা তাঁর পটানো ভারি পছন্দ করেন।

পড়নীয়: যা পড়া চলে; পুস্তক, খবরের কাগজ ইত্যাদি।

পণবন্দি: (১) ইং পণ (pawn) বন্দি, মিশ্র শব্দ; দাবা খেলায় বোড়ে যখন রাজাকে অচল করে দেয়। (২) বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ দাবি মতো পণ না পেলে কন্যার আত্মীয়দের বন্দি করলে তাকে পণবন্দি বলা যায়।

পতঙ্গঃ (পতন + গো) গোরুর পতন বা পড়ে যাওয়া।

পতিতাঃ (১) (পতি + তা) পতিত্ব (যেমন নাশকতা = ধ্বংসগুণ বিশিষ্ট); পতির স্ত্রীরূপ। সাধারণত মানুষ আছাড় ভক্ষণ করিলে তাহাকে বা তাঁহাকেই পতিত বলা (লেখাও) হয়; স্বভাবতই মানুষী আছাড় ভক্ষণ করিয়া রাস্তায় বা ঘাটে পতিত হইলে তাঁহাকে পতিতা বলা বা লেখা হয়। (২) পতিতা = বিবাহিত স্ত্রী যখন স্বামীর (নিজ) অনুরক্তা বা সারাক্ষণ চামচাগিরি করিয়া থাকেন তখন তাহাকে বা তাঁহাকে পতিতা বলাই সমুচিত, যেমন-নম্রতা, বীরতা, নীচতা ইঃ (ইত্যাদি)। বাক্যগঠন-আজকাল নীতা দেবীর মতো পবিত্র হৃদয় নারীর মতো পতিতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

পত্রকারঃ (১) পত্র প্রস্তুতকারী, চিঠিলেখক। (২) কার চিঠি-প্রশ্নবোধক বাক্য। বাক্যগঠন-গৌরবের বাবা প্রশ্ন করলেন, পত্রকার?

পথের দাবিঃ রাস্তার জন্য দাবি।

পথ্যঃ পথ সম্পর্কীয়। পথ্যতথ্য-পথ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়।

পদমেকং ন গচ্ছামিঃ এখানে চীনের মেকং -এর দূরত্ব বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন ঋষিদের উপদেশ-হেঁটে কখনো মেকং (নদী) যেয়ো না।

পদস্থলঃ পা রাখার স্থান। পাস্থল, ইংরেজি পেডেস্টাল (pedestal)-এর বঙ্গীয় রূপ।

পদার্থঃ পায়ের অর্থ বা মানে। পদার্থবিদ- যিনি পায়ের অর্থমূল্য নিরূপণ করতে পারেন।

পদ্যঃ পা (পদ) সম্পর্কীয়। বাক্যগঠন- ডাক্তারবাবু পদ্য বিশেষজ্ঞ।

পদ্য বৈদ্যঃ (১) পায়ের চিকিৎসক; (২) কবিতার ত্রুটি সংশোধনকারী।

পদ্মাঃ বিস্তারিতভাবে পদ + মা = পদমা, অর্থাৎ মায়ের পা। বাক্যগঠন-চারুদা ক্ষমা চাইবার জন্য পদ্মার তলায় হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন।

পপ সংস্কৃতিঃ ইং-বাং যুক্ত pop সংস্কৃতি বা পপো সংস্কৃতি। এরই অন্য অর্থ অপ-সংস্কৃতি।

পরকালঃ অন্যের সময়, যেমন পরকলা, অন্যের কলা বা শিল্প। বাক্যগঠন-নিজের সময় অকারণ নষ্ট করা ঠিক নয়, তার চেয়েও খারাপ পরকাল নষ্ট করা।

পরকাষ্ঠঃ পরের বা অন্যের কাঠ।

পরচুলাঃ অন্যের উনুন। বাক্যগঠন- সুন্দরবাবুর গৃহিণীর সকালে উঠে প্রথম কাজ হল পরচুলায় আগুন দেওয়া।

পরবাসঃ (১) অন্যের পোশাক; (২) অন্যের গন্ধ; (৩) অন্যের বাস (ইং bus)।

পরমঃ পরের, নিজের নয়, পরমাশ্চর্য = অন্যের আশ্চর্য মা।

পরমাণু চুল্লুঃ আমাদের সর্ববৃহৎ পরমাণু চুল্লি হল সূর্য। সূর্যতাপকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে তার সাহায্যে মদ চোলাই করা হলে তাকে বলা হয় পরমাণু চুল্লু।

পরমান্নঃ অন্যের মায়ের রান্না ভাত (পরমা + অন্ন)।

পরমাসুন্দরীঃ অন্যের সুন্দরী মা।

পরমেনুঃ বাং-ইং যুক্ত শব্দ, অন্যের খাদ্যতালিকা।

পরমেষস্বরঃ অন্যের ভেড়ার ডাক। বাক্যগঠন -সুন্দরবাবুর ভেড়া হারানোর পর পরমেষস্বর শুনলেও মনে করেন এটি তাঁর নিজেরই ভেড়া।

পররাষ্ট্র সচিবঃ অন্য দেশের বা রাজ্যের মন্ত্রী বা সচিব।

পরলোকঃ অন্য মানুষ, যিনি নিজের লোক নন। বাক্যগঠন-যে নারী পরলোক ভালোবাসেন তাঁকে দুশ্চরিত্রা বলা হয়।

পরশুরামঃ যে রাম দীর্ঘসূত্রিতা পছন্দ করেন; যেকোনো অলস ব্যক্তি যে আজ করব না, কাল করব না, পরশু করব বলে কাজ ফেলে রাখে।

পরশ্বঃ অন্যের কুকুর।

পরাক্রান্তঃ অন্যের দ্বারা আক্রান্ত। বাক্যগঠন -রাজার মনে সুখ নেই, প্রায় এক যুগ ধরে তিনি পরাক্রান্ত।

পরাহতঃ অন্যকে হত্যা করা। সুদূর পরাহত-অনেক দূরে গিয়ে কাউকে খুন করা।

পরাহারঃ (১) অন্যের হার, নিজের জিত; (২) অন্যের আহার।

পরিপন্থীঃ পরি বা হুরিদের সঙ্গে সহমত যাদের তাদের বলা হয় পরিপন্থী। বাক্যগঠন-ধর্মের বিচিত্র ধারা! কেউ দেবপন্থী, কেউ অপদেবতাপন্থী, কেউ-বা কেবলই পরিপন্থী।

পরিবেশকঃ পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। যিনি জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা ইত্যাদির রক্ষণে নির্ভুল পন্থা-পদ্ধতি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন বা মতান্তর জাহির করে বেশ ভালো পরিমাণ টাকাকড়ি উপার্জন করেন। সমাজে অবশ্য পরিবেশকদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

পরিবেষ্টিতঃ পরি দ্বারা ঘেরা।

পরিলক্ষিতঃ পরি যা দেখেছেন।

পরিহাসঃ পরিগণ যে ধারায় হাস্য করেন।

পর্ণকুটিরঃ ইং porno এবং বাং কুটির-এর সম্মিলিত রূপ; যে কুটিরে অত্যন্ত অশ্লীল গল্প প্রস্তুত হয়। ইং porno -র সঙ্গে graphy বসবে।

পর্বতঃ (১) পরবত-অন্যের মতো। পরের মতো, আপন নয় এমন- পর+বত। পরের কাছাকাছি। বাক্যগঠন -আপন পুত্র হলেও রাখালবাবু নিজের পুত্রদের পর্বতের ন্যায় ব্যবহার করতেন। তুঃ সর্বত = সরবত = সরের মতো। (২) পর্ব বা অধ্যায় সংক্রান্ত।

পশ্চাৎদেশঃ (পশ্চাৎ + দেশ) যে দেশ অগ্রগামী নয়।

পশ্চাৎভূমিঃ কোনো কাহিনি বর্ণনার সময় স্থান, কাল এবং পাত্রর সঙ্গে প্রথমে পরিচয় করা বিষয়টিকে পশ্চাৎপট বা পশ্চাৎভূমি বলা হয়; কিন্তু যেখানে ঘটনাটি ঘটে সমুদ্রে বিচরণরত জাহাজে, সেখানে (কিছু গোস্বামী মতে) পশ্চাৎবারি বলতেই হবে।

পাঁচ কান করাঃ পাঁচজনকে কোনো কথা বলে প্রচার করা। তবে এর মধ্যে কিছু ঝামেলাও আছে। দু-টি মানুষের প্রত্যেকের দু-টি কান এবং তৃতীয় মানুষের একটি কানে কিছু বললে তাকে পাঁচ কান করা হল বলা যায়; কিন্তু সর্বদা এই নিয়ম নাও খাটতে পারে। এ ছাড়া পাঁচ জনেরই একটি করে কান ভালো কিংবা খারাপ হতে পারে। যেমন বর্ণান্ধ হয়, তেমনই অনেকে কর্ণান্ধ হতে পারে। হিসেবটা জটিল হলেও সর্বোচ্চ আধ ঘণ্টায় সমাধান সম্ভব।

পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহাঃ এর প্রকৃতার্থ হল ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ডাক্তারি, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি কর্ম যা পাঁচজনে করতে পারে সেটা 'তুমিও' অর্থাৎ পাঠক/পাঠিকাও পারবেন বলে প্রবচনকর্তার উৎসাহ দান।

পাঁচ মিশেলঃ ইংল্যান্ডে মাইকেল, কিন্তু ফ্রান্সে মিশেল, রাশিয়ায় মিখায়েল, একই নাম, ভিন্ন উচ্চারণ। পাঁচ জন মিশেল (মাইকেল)। যিনি এভাবে বেছেছেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মিখায়েল গোরবাচোভ, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, মাইকেল জ্যাকসন এবং মাইকেল ফ্যারাডে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় পাঁচ জনের কথা। ওঁরা হলেন জন মিল্টন, জন কিটস, জন (জনি থেকে) ওয়াকার, জন স্টাইনবেক এবং জন বেন্থাম মিল।

পাঁচ শতাংশঃ পাঁচ শো-র অংশ, তবে কত অংশ তা জানা যায় না।

পাঁজিঃ পাঁজার স্ত্রীরূপ; যেমন রক্ষিত/ রক্ষিতা, গুপ্ত/গুপ্তা, নাগ/নাগিনী।

পাক-গুরুপাকঃ রান্না-শিক্ষকের রান্না।

পাকস্থলঃ রান্নাঘর, রান্নার জায়গা।

পাকা ধানে মইঃ খুব বেশি যুগের কথা নয়, শ-খানেক যুগ আগে, আশ্চর্যের কথা এই যে, ধান গাছ খুব বড়ো আকারের হত, শোনা যায় এক-একটি ধানের ওজনও ছিল প্রায় আধ সেরের মতো। সেই ধান পাকার পর ধান সংগ্রহ করার জন্য গাছে উঠতে হত, কিন্তু সেটি সকলের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় মইয়ের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হত-সেই থেকে পাকা ধানে মই কথাটা চালু হয়েছে।

পাকিস্থানঃ পাক = রান্না, স্থান = ঘর; পাক ঘর।

পাখির আহারঃ প্রচুর খাওয়াদাওয়া; শকুন, উট পাখি ইত্যাদির খাদ্যের পরিমাণ নিয়ে একটু কটাক্ষ।

পাগোলঃ যাঁর মাথায় গোল আছে তিনি।

পাঠক শালাঃ (১) যে স্থানে পড়ুয়ারা পুস্তক পাঠ করেন, পাঠাগার বা লাইব্রেরি।

(২) বৈ-ঠেক = যে 'ঠেক'-এ বই মজুদ থাকে, বইয়ের দোকান।

পাঠ্যপুস্তকঃ যে বই পড়ার উপযুক্ত; পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর সব পুস্তকই অপাঠ্য। এটি অবাস্তব কথা, কারণ পুস্তক মাত্রেই পাঠ্য।

পাড়া-মিলিটারিঃ অনেক পাড়ায় কিছু বেকার দাদাগণ নিজেদের পেশি প্রদর্শন করে 'তোলা' নামক সামান্য তংখা সংগ্রহ করেন, কখনো দারুণ সব জলসার আয়োজন করেন, ভোটের আগে পোস্টার লেখা, এঁদের সাধারণভাবে বলা হয় পাড়া military-এঁদের দুঃখ রাজনেতারা তাঁদের ভালোবাসলেও সরকারি স্বীকৃতির দারুণ ঘাটতিতে এঁরা মর্মাহত।

পাতকঃ পা + তক = পর্যন্ত, পদাবধি, চরণ বা ঠ্যাঙাবধি।

পাতালঃ পায়ের ছন্দ, পাছন্দ। বাক্যগঠন- নৃত্যশিল্পীকে পাতালের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল।

পাত্রতাড়িঃ তাড়ির পাত্র, তাড়ির আধার, তাড়ি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হাঁড়ি।

পাদটিকা: যে টিকা পায়ে দেওয়া হয়। এককালে বসন্তের টিকা হাতে দেওয়া হত এবং তাতে ঘা হয়ে চামড়ার সৌন্দর্য হানি ঘটত। পরে অনেকেই পায়ে টিকা নিতেন, তাকেই বলা হত পাদটিকা।

পানপাত্র: যে পাত্রে পান রাখা হয়, পানের বাটা। বাক্যগঠন-এককালে বাংলার ঘরে ঘরে অতিথিদের জন্য পানপাত্র রাখা হত।

পাণিগ্রহণ: জল নেওয়া বা পান করা।

পাণিপথ: নদী বা সমুদ্র।

পাপাল বুল: (ইং Papal Bull) ধর্মের ষাঁড়।

পাপীরাস: যেখানে পাপী গিজগিজ করে, নরকের বাসিন্দাগণ।

পাবলভ: ইং পাব (pub) + লভ = (love); মদ্যশালার প্রতি যার গভীর আকর্ষণ।

পারমিতা: যে বন্ধু (খেয়া) পারাপার করায়, ফেরিওয়ালা (বিশেষ অর্থে), পারসই (সই = বন্ধু)।

পারসিক: পা + রসিক। পদক্রিয়া বা দৌড়ঝাঁপে যিনি আমোদ অনুভব করেন।

পারাবত: পারদের সঙ্গে তুলনীয় কোনো পদার্থ। তুলনীয়, সরবত-সরের সঙ্গে তুলনীয়।

পারিজাত: প্যারিসে ('পারি'তে) জন্ম যাঁর। বাক্যগঠন-এক মহিলা বললেন তাঁর দুই সন্তানই পারিজাত।

পারিভাষিক: ফ্রান্সের রাজধানী পারি বা প্যারিসের উচ্চশ্রেণির ভাষা। যেমন পারিবারিক = প্যারিসের জল।

পার্শ্বচর: যে গোয়েন্দা পাশে উপস্থিত থাকেন।

পার্শ্বদেশ: পাশের দেশ; (ভারতের ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, তিব্বত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ ভারতের পার্শ্বদেশ।

পালক-সহ: মোরগ বা মুরগি বিক্রির সময় দেখা যায় সঙ্গে পালককেও ওজন করে ক্রেতাকে দেওয়া হয়।

পালাই: পালন করাই বা লালন করাই। বাক্যগঠন-গোবিন্দদা বললেন, আমি নিজে অসমর্থ হওয়ায় কুকুর পালাতে পারি না, তাই ভাইপোকে দিয়ে কুকুর পালাই।

পালায়ন: নাট্যরূপ দেওয়া। বাক্যগঠন- আমার লেখা একটি গল্পকে পালায়ন করতে গিয়ে বড়োই বেকায়দায় পড়েছি।

পাহারা: পদহীন, পদচ্যুত। বাক্যগঠন- পাহারা হওয়ার পর থেকে তাকে পাহারার কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

পিতামোহ: পিতার মোহ, পিতার প্রতি মোহ।

পিষ্টক: (১) যা পিষ্ট করে; যেমন রোড রোলার, হামান দিস্তা ইত্যাদি। (২) পেষণকারী, যিনি পেষণ বা পিষ্ট করেন। বাক্যগঠন-বড়ো রাস্তায় একটি দ্রুতগামী জিপগাড়ি একটি ছাগলকে চাপা দেয়, অনেক চেষ্টা করেও পিষ্টক জিপটির হদিশ মেলেনি।

পুনরাবৃত্তি: যা একবার আবৃত্তি (পাঠ) হয়ে গেছে ফের সেটাই আবৃত্তি করা।

পুনর্বসন: নতুন পোশাক; তুলনীয় পুনর্বাসন।

পুনর্বাসন: (১) পুনরায় গন্ধ যুক্ত করা -প্রধানত সুগন্ধ, তবে ব্যতিক্রমও ক্রমশ বাড়তির দিকে-শেষে কী হয় বলা যায় না। বাক্যগঠন-নর্দমার পচাগন্ধে জায়গাটা ম-ম করছিল, শেষে পুনর্বাসন করায় বাঁচা গেল। (২) পুনরায় বাসন দান করা, যাঁরা বাসন হারিয়েছেন কিংবা যাঁদের বাসনপত্র চুরি গেছে, তাঁদের জন্য সরকার পুনর্বাসন দপ্তর খুলেছেন। সেখানে সরকারি দপ্তরিগণ নিত্য হাজিরা দিয়ে থাকেন। এখানে একটি বহুল পরিচিত ভুল ধারণা নিরসন করা প্রয়োজন-অনেকেই মনে করেন পুনর্বাসন বাবদ সরকারের

একটি দপ্তর আছে, সে কারণে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে-আশা করা যায় এবারে এ নিয়ে সঠিক বোঝাবুঝি শুরু হবে।

পুনর্বাসন দফতরঃ যে সংস্থা খোওয়া যাওয়া বাসনের পর নতুন বাসন দেয়।

পুরসভাঃ পুরো সভা, পূর্ণ সমাবেশ।

পুরাকালঃ পুরা = সম্পূর্ণ + কাল = সময় -একটি বিশেষ সময়ের পরিধি বাক্যগঠন-বিচারপতিকে আবেদনকারীর কয়েদের মেয়াদ কমানোর জন্য আর্জি জানালে বিচারপতি বলেন, কয়েদিকে পুরাকালই আটক থাকতে হবে।

পুরাতাত্ত্বিকঃ যিনি পুরো তাত্ত্বিক, যাঁর সঙ্গে বাস্তব কাজকর্মের সম্পর্ক নেই, বাস্তবতাবোধ বিহীন।

পুরুষকারঃ বাং-ইং পুরুষ + কার (car), পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মোটর গাড়ি; যেমন নারীকার মেয়েদের জন্য প্রস্তুত গাড়ি।

পুরোপুরীঃ সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে এমন বাসস্থান (প্রাসাদ অর্থে)।

পুষিয়ে দেওয়াঃ পোষার ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া। বাক্যগঠন-হারুদার বাড়িতে বিড়ালের চারটে ছানা হওয়ার পর তিনি একটিকে রেখে বাকি তিনটি ত্রিশ বছর বাড়িতে পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

পুষ্করঃ পুষ্করিনি-র পুরুষরূপ।

পুস্তিষ্কঃ বইয়ের অভ্যন্তরীণ সেরা বস্তু। তুলনীয় মস্তক = মস্তিষ্ক।

পূর্বপুরুষ/পূর্বনারীঃ (১) যাঁরা পূর্বে পুরুষ/নারী ছিলেন। (২) (ভারতের) পূর্ব দিকের পুরুষ/নারী। যেমন বর্মার পুরুষ/নারী। আমাদের বংশ পরিচয় দিতে গেলে পূর্বপুরুষের কথায় বলা হয়, পূর্বনারীরা কি বানের জলে ভেসে গেছেন? তাই তাঁদের প্রস্তাব, পূর্বপুরুষের বদলে পূর্বনারী-পুরুষ কথাটি ব্যবহার হোক।

পূর্বরাগঃ (১) আগেকার ক্রুদ্ধ মনোভাব;

(২) পশ্চিমরাগের বিপরীত। বাক্যগঠন- শান্তশিষ্ট বিনম্রবাবু পূর্বরাগবশত বসন্তবাবুর পেটে এক আচমকা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছেন।

পূর্বসূরীঃ আগেই যিনি সুর দিয়েছেন। বাক্যগঠন-বসন্তবাবু খুব বেইজ্জত হয়েছেন, কেননা তাঁর দেওয়া একাধিক গানের সুর এক ব্রহ্মদেশীয় পূর্বসূরীর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পেছনের পাঃ সাধারণত চার পেয়ে প্রাণীদের পেছনের দু-টি চরণ, তবে ক্রিকেট খেলায় ব্যাটধারীরা পেছনের (এবং সামনের) পা দু-টি সঙ্গে রাখেন।

পেটোয়াঃ পেট সংলগ্ন, পাকস্থলী বিষয়ক। বাক্যগঠন-কলকাতার বহু মানুষ জলবাহিত জীবাণুর আক্রমণে নানারকম পেটোয়া অসুখের ঝামেলায় পড়ে।

পেশাদারঃ বানান ভেদে পেষাদার। গম, ভুট্টা, চাল (তণ্ডুল) ইত্যাদিকে পিষ্ট বা চূর্ণকরণ যিনি করেন তাঁহাকে পেশাদার বা পেষাদার বলা হয়।

পেসকারঃ ইং পেস (pace) + কার সহযোগে সৃষ্ট বাক্য; এটি পেসমেকার নামক যন্ত্রের যান্ত্রিক বঙ্গরূপ।

পোচঃ ইং বাক্য। অল্প সিদ্ধ ডিম। বাংলা বিকল্প শব্দ নেই। পোচ করে দাও- পচিয়ে দাও বা পোচাও সম্প্রতি ব্যবহারে আনা হচ্ছে।

পোপোশাক-ঝিপোশাকঃ ছেলেদের পোশাক -মেয়েদের পোশাক, কেননা পো = পুত্র, ঝি = কন্যা বা মেয়ে।

পোষানোঃ পোষা বা যত্ন করে বন্য বা অবন্য পাখি বা জন্তুকে নিজ গৃহে পালন করাকে পোষা বলা হয়। অর্থ বিস্তারে পোষানো-অন্যকে দিয়ে পালন করানো। বাক্যগঠন-দুর্দান্ত বাঘকে বাড়িতে পুষতে না পেরে শেষে পোষানোর জন্য চিড়িয়াখানায় দেওয়া হল।

প্যাঁচালোঃ প্যাঁচাকে সম্বোধন, যেমন ও লো হ্যাঁ লো (এই হ্যাঁ লো-ই ইংরেজি রূপান্তরে হ্যালো।)

প্রকাশ্য দিবালোকঃ যে আলো এখনও অপ্রকাশিত, রাতের অন্ধকার। বাক্যগঠন- চোরেরা প্রকাশ্য দিবালোকে কর্ম হাসিল করতে ওস্তাদ।

প্রকৃতিস্থ হওয়াঃ কোনো মানুষ যখন প্রকৃতিস্থ হয় তখন নানারকম অবস্থা হতে পারে। অনেক সময়েই ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, তাও প্রকৃতিরই ব্যাপার, অতিপ্রাকৃত কিন্তু নয়।

প্রক্রিয়াঃ ইং procreate -এর সম্ভাব্য বঙ্গীয়করণ।

প্রজাপতিঃ যিনি প্রজা পালন করেন, রাজা। বর্তমানে অবশ্য নির্বাচিত বিধায়ক বা সাংসদ, প্রজাপিতা। স্ত্রীরূপঃ প্রজামাতা, প্রজাপত্নী।

প্রণয়নঃ প্রেম বিস্তার করা, যেমন বিশ্বায়ন। বাক্যগঠন-অনেক মহাপুরুষ প্রণয়নে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীলঃ চলতি উচ্চারণ পতি-ক্রিয়াশীল। নিউটনের কুযুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি কর্মের সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া (পতিক্রিয়া) অবধারিত। কিন্তু, বর্তমান ধারণা বা সুযুক্তি অনুযায়ী বহু দুশ্চিন্তাশীল ব্যক্তি ঘোষণা করেছেন, নিউটন কোথাকার কে এক বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া (পতিক্রিয়া) শীল ব্যক্তি, যিনি জানেন না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করেননি যে, প্রগতিশীলদের বিন্দুমাত্র পতিক্রিয়া হয় না।

প্রতিফলঃ (বৃক্ষের) প্রতিটি ফল বোঝাতে। তুলনীয়, প্রতিফলনঃ প্রতিবার ভূমি চাষের পর প্রাপ্য শস্য ইত্যাদি।

প্রতিভাতঃ প্রতিটি ভাত বা অন্ন, ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না জানবার জন্য প্রতি ভাত টিপে দেখার দরকার হয় না। তেমনি প্রতিবাদ, অর্থাৎ প্রতিটি বাদ বা মত। এই প্রসঙ্গে 'প্রতিমা' শব্দটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাক্যগঠন-সরকার

আজকাল শিশুজন্মের পরে প্রতিমাকে হাজার টাকা সাহায্য বাবদ অনুদান দেয়।

প্রতিভুঃ প্রতিটি পৃথিবী বা বিশ্ব-আধুনিক কালে দেখা যাইতেছে প্রভূত সংখ্যায় নতুন নতুন বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে- পুরাকালে ইহার অন্য একটি অদ্ভুত অর্থ ছিল, সেটি সংকলকের স্মরণে নাই।

প্রতিশোধঃ ঋণগ্রহীতার শর্ত অনুযায়ী শোধ করাকে প্রতিশোধ বলা হয়। এই কারণেই শোধ নেওয়া যায় না, দেওয়া যায়। বাক্যগঠন-হারুবাবু ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তা তিনি প্রতিশোধ করেছেন।

প্রতিহতঃ প্রত্যেক নিহত (ব্যক্তি)। গুজরাতের দাঙ্গায় প্রতিহত ব্যক্তির জন্য তাঁদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করঃ সূর্য থেকে সরাসরি যে কর আমরা পাই সেটি হল প্রত্যক্ষ কর। আর সূর্যকর যখন চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে সেটাকে বলা অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর।

প্রধান অতিথিঃ যিনি কোনো গৃহস্থ বাড়িতে বা অন্যান্য জায়গায় আগে না জানিয়ে উপস্থিত হন তিনিই অতিথি। প্রধান অতিথি হলেন তিনি যিনি এই কর্মটি সবচেয়ে বেশি করেছেন এমন ব্যক্তি।

প্রশংসার তুলোধোনাঃ ধুনুরিরা যখন পুরোনো চ্যাপটা হয়ে যাওয়া লেপ বা তোশক থেকে তুলো বার করে সেগুলিকে ফের নতুনের মতো করার জন্য তুলোকে ছিন্নভিন্ন করে তোলেন, তখন তাকে বলা হয় তুলোধোনা, আবার কোনো ব্যক্তিকে প্রচণ্ড এবং অতিরিক্ত সমালোচনা করা হলে তাকেও ভাষার সূক্ত অর্থে তুলোধোনা বলা হয়। আবার উলটোভাবে, অতিরিক্ত প্রশংসা করা হলে তাকেও প্রশংসার তুলোধোনা কথাটি ব্যবহার সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তুলনীয়- এটির সঙ্গে কোনো বাক্যই তুলনীয় নয়, তাই সংকলক দুঃখপ্রকাশ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

প্রহসনঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে ভোটের সময় যা ঘটে বলে শোনা যায়। বাক্যগঠন-ভোটের সময় প্রচুর ফুর্তি, রঙ্গ এবং প্রহসনের ব্যবস্থা থাকে।

প্রাণবায়ুঃ অম্লজান (ইং Oxygen)। বাক্যগঠন-সিলিন্ডার হঠাৎ ফেটে প্রায় বারো কেজি প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

প্রাতঃরাশঃ সকালের রাশ (ইং rush), সকালের তাড়াহুড়ো। রাশভারী কথাটিও স্মরণীয়, অর্থ বেশ ভিড়।

প্রান্তরঃ প্রাণ + তর, প্রাণের চেয়ে বেশি; প্রান্তম-সবচেয়ে বেশি প্রাণ।

প্রাপ্তমনস্কঃ যার মন প্রাপ্তি হয়েছে, অর্থাৎ যার মন এঁচোড়ে পক্ক হয়েছে। তুলনীয়, প্রাপ্তবয়স্ক।

প্রিয়ংবদঃ প্রিয় অথচ বদ।

প্রোথিত যশাঃ যার যশ বা খ্যাতি মাটির তলায় চাপা অবস্থায় রয়েছে; খ্যাতিহীন ব্যক্তি, অতি সাধারণ মানুষ।



পথের কাঁটা

ফ

ফতোয়াঃ ফতুয়ার বিকল্প শব্দ।

ফলকঃ সরকারিভাবে এখন আর এ কথাটি ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে কিলোমিটার ফলক করার একটি প্রস্তাব লোকসভায় তোলা রয়েছে।

ফলশ্রুতিঃ পরিণতি; ফলের শেষে শ্রুতি যোগ করলে হয় ফলশ্রুতি। ফল এবং ফলশ্রুতি সমার্থক, বিশেষ করে আজকাল মন্ত্রীরা এবং বড়ো বড়ো নেতারা পর্যন্ত এমন কথা উচ্চারণ করেন। ফলের চেয়ে ফলশ্রুতি কথাটা শোনায় ভালো, তাই এর বিপুল ব্যবহার লক্ষণীয় এবং স্মরণীয়। বাক্যরচনা-কুকুরে কামড়ানোর ফল-শ্রুতিতে জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে।

ফলাওঃ ফলন করাও, যেমন বোলাও (শরীরের কোথাও), হাত বোলাও।

ফলারঃ কোনো ধাতব বস্তুর ছুঁচলো অগ্রভাগ। লাঙলের ফলা, বর্শার ফলা।

ফলিত জ্যোতিষ্কঃ প্রাচীনকালে জ্যোতিষ-বিদ্যা এমনই উৎকর্ষ লাভ করেছিল যে, বহু জ্যোতিষী মানুষ, ঘোড়া, বিড়াল বা দেশের ভূত নিখুঁতভাবে গণনা করতে পারতেন। ভবিষ্যতে কী হবে (নিকট বা দূর, নিকটের চেয়ে দূর ভবিষ্যৎই বেশি) তা নির্ভুলভাবে গণনা করতে পারতেন, তাই এই বিদ্যাকে ফলিত জ্যোতিষ বলা হত। এক বিশেষ কারণে বর্তমানে জ্যোতিষীদের কোনো বাণীই বিশেষ ফলে না, সেজন্য সখেদে বলা হয় ফলিত জ্যোতিষ -অর্থাৎ (এককালে) জ্যোতিষীদের গণনা ফলিত।

ফাঁসিজমঃ বাং জার্মান বাক্য। ফাসিবাদ বা ফাঁসিতন্ত্রঃ যাঁরা যেকোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছে- মতো, আইনের তোয়াক্কা না করেই ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য ফাঁসিবাদীরা যে কেবল ফাঁসি দিয়েই হত্যা করতেন তা নয়, বন্দুক, পিস্তলকেও সমান কাজে লাগাতেন।

ফাঁসিযমঃ জার্মনীয় ভাষায় ফাসিজম বাক্যটি বহুল পরিচিত, বলা বাহুল্য এই বাক্যটি ফাঁসিযম নামক বাং শব্দভাণ্ডার হইতে অধিগৃহীত, আবার যাঁহারা মনে করেন ইহা বলা বাহুল্য নয় তাঁহাদের অবগতির জন্য জানানো যায় যে

প্রাগ-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যম নরকে বহু পাপ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে দড়ির অভাবে এই প্রথা অবলুপ্ত হয়। এবং দুঃখের হইলেও ফাঁসি ব্যবস্থা নরক হইতে বিলুপ্তির পথে গমন করে। তবে কথাটি বাংলা হইতে অবলুপ্ত হইলেও জার্মনীয় ভাষায় এখনও প্রচলিত।

ফাঁসির খাওয়া: যাঁর ফাঁসি হয় তিনি যখন শেষ খাদ্য গ্রহণ করেন তখন সাধারণ মনুষ্যের কোনো বিশেষ প্রিয় খাদ্য গ্রহণ করার কথা মনে হওয়ারই কথা নয়। প্রচলিত অর্থে অবশ্য মনে করা হয় মৃত্যুর আগের শেষ খাওয়া যখন, তখন নিশ্চয় চল্লিশরকম ভালো ভালো খাদ্য চাইবেন।

ফেরিওয়ালা: যিনি নৌকার যাত্রীদের নদী পারাপার করান; পারমিতা (পার করবার বন্ধু।)

ফুল-কপি: বাংলা এবং ইংরেজি দু-টি শব্দ এক করা শব্দ, এটি fool কপি অর্থাৎ সহজ অর্থ fool = বোকা + কপি = বাঁদর। বাক্যগঠন-এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক একটা ফুল-কপি!

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না: এক বিখ্যাত কবি গাহিয়াছেন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাই তো জেগে রই! এ কী অদ্ভুত উচ্চারণ, এ কী আশ্চর্য উক্তি, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না? বটে? অমানুষ না হলে কেউ এমন উক্তি করতে পারেন? তবে ভাগ্যের কথা অন্য এক কবি গেয়েছেন, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে... অবশ্য এটা ঠিক এটি কোনো মনুষ্য সম্পর্কে গাওয়া হয়নি, এটি নেহাত একটি মৌপোকার কাহিনি, তবে মানুষও পোকাদের মতোই ফুলের গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ে এ তো ডাহা সত্য।

ব

বইঠেক (বৈঠেক): পুস্তকাগার, যে ঠেকে বই রাখা থাকে। বাক্যরচনা- সরকারের উচিত প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে বৈঠেকের ব্যবস্থা করা।

বংশধরঃ যিনি বাঁশ ধারণ করেন; বাঁশকে যষ্টি হিসাবে ব্যবহার করেন যিনি, তাঁকে প্রচলিতার্থে দ্বারী বলা হয়। প্রকৃত অর্থে লাঠিয়াল বা লেঠেল। বাক্যগঠন- জমিদার হংসচরণবাবুর বংশধরের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত।

বংশ-পরিচয়ঃ বাঁশের জাতি বা গোত্র নির্ধারণ।

বংশের মুখ উজ্জ্বল করাঃ গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো, বংশ বা বাঁশের মুখ নেই -এটা প্রমাণিত সত্য। অতএব এটি অর্থহীন বা অনর্থ উদ্রেককারী। এটি কথার কথা-তবে বহু বৎসর চালু থাকার জন্য এটি অপসারিত করণ অসহজসাধ্য, এর ধানাই-পানাই অর্থ হল-পরিবারের খ্যাতি জ্বলজ্বল করানো। এক বংশ বিশেষজ্ঞ বলেন, মুখে ফসফরাস মাখলে মুখ উজ্জ্বল হয় বটে-বিশেষ করে ফরাসডাঙার ফসফরাস অতি উত্তম বলিয়া খ্যাত ও বিবেচিত।

বঁড়শিয়ানঃ (বর্ষীয়ান) যে মানুষের বয়স অধিক হলেও যিনি বঁড়শির সাহায্যে মাছ ধরার চেষ্টা করেন।

বকযন্ত্রঃ যান্ত্রিক বক, বক রোবট। মাছ ধরার কাজে ব্যবহারের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে কলকাতার এক আড্ডায় শোনা গেল।

বখরাঃ সংক্ষেপে বন্যা ও খরার একত্রে আবির্ভাবের পরিচয়, বন্যার ব এবং খরার খরা। ইংরেজি flood এবং drought মিলে flought কথাটি নিয়ে বিবেচনা করা যায়।

বঙ্গ (পূ. ও প.)ঃ পূর্ববঙ্গ বাংলা দ্যাশ, প.বঙ্গ বাংলাদেশ। দু-টি খণ্ডে বিভক্ত বঙ্গকে অনেকেই বাংলাদেশ বলেন। এটা যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করতে পারে সে জন্য দু-টি বাংলার বানান ও উচ্চারণে পার্থক্য রাখা দরকার।

বঙ্গবাঁশিঃ বাংলার নিজস্ব বাঁশি যা সরু নলের মতো বাঁশ বা কঞ্চি দিয়ে তৈরি।

বজজাতঃ বজ নামক এক প্রকার বৃক্ষাংশ, পিজল, মিছরি, গোলমরিচ ইত্যাদি সহকারে কাশির ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

বজরংঃ বজ নামক একরকম ভেষজের কালচে বাদামি রং।

বঞ্চিতাঃ বনে থাকে যে চিতাবাঘ তাকেই বলা হয় বঞ্চিতা। এ নিয়ে কিছু দ্বিমত আছে। তা নিয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর হাতাহাতি এবং উপ-হাতাহাতির সংবাদ প্রায়শই কর্ণগোচর হয়। কেউ বলেন বঞ্চিতা বনের চিতা নয়, কোনো নারীকে কেউ প্রায় সর্বস্ব ঠকিয়েছে এমন অবস্থায় নারীটিকে বঞ্চিতা বলা যায়, কিন্তু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিজে লিখেছেন, বনে ছিল বাঘ-এটি এমন কিছু নতুন কথা নয়, কিন্তু সেটি যে টাইগার নয়, গুলে বা কেঁদো বাঘ নয় সেটি বোঝাতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র দ্র. তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বাঘটি চিতাই বটেন। তবে, কেন এত ঝামেলার সৃষ্টি করা।

বটঃ বিশাল বৃক্ষ; বট থেকে বৃক্ষ বা উদ্ভিদবিদ্যার নামকরণ হয়েছে ইংরেজিতে বটানি (botany)। বাক্যগঠন-তুচ্ছার্থে তুমি কে বট হে? অর্থাৎ তুমি কি বট গাছ?

বটিকাঃ ছোটো বট গাছ।

বড়োদিনঃ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে দিন বড়ো হতে হতে বৃহত্তম দিনে পরিণত হয়। কী কারণে জানা যায় না, বড়োদিনের উৎসব হয় সবচেয়ে ছোটো দিন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

বড়ো মাপের মানুষঃ উচ্চতার দিক দিয়ে হিসেব করলে যার উচ্চতা বাঙালির বেলায় ৯০ সেন্টিমিটারের বেশি তাদেরই বড়ো মাপের মানুষ বলা যায়।

বড়ো রাস্তার উপর বাড়িঃ এমন বাড়ির মালিককে বেশ সমৃদ্ধ বলে মনে হলেও এটি যে বেআইনি তা অনেকেই জানেন না। ফুটপাথে বাড়ি এখনও দেখা

যায়, কিন্তু এখন বড়ো রাস্তার উপরকার সব বাড়িই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রম, বাগবাজার অঞ্চলের গিরিশ ঘোষের বাড়ি।

বড়াবরঃ শ্রেষ্ঠ বড়া, বড়ো বড়া।

বৎসজীবিনীঃ ধাই মা, ক্রেশ পরিচালিকা শিশুপালিকা।

বৎসরঃ বৎস = সন্তান বা ছানা। সন্তানের বা ছানার।

বদলাঃ বদ বা খারাপ করা।

বদলিঃ বদ + লি = খারাপ সম্পর্কীয়। বদলা-র স্ত্রীরূপ। বাক্যগঠন-স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই অসাধু, লোকেরা আখ্যা দিয়েছে বদলাবদলি পরিবার।

বদ্ধপরিকরঃ প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী অপরাধপ্রবণ পরিদের বন্দি (বদ্ধ) করার পর মুক্তির জন্য কর দিতে হত; বর্তমানে অবশ্য এই শব্দ উপরোক্ত অর্থে বাতিল।

বনবহ্নিঃ দাবদাহ।

বনবাসঃ (১) বনে পরবার উপযুক্ত পোশাক-সামান্য পরিধেয়। বাক্যগঠন-জঙ্গলের অধিবাসীরা বনবাসে থাকলেও তাঁদের অসভ্য বলা চলে না। (২) বনের বাস বা গন্ধ। বাক্যগঠন-প্রকৃতিরসিক বিভূতিভূষণ বনবাস প্রিয় ছিলেন। (৩) জার্মানির শহর বন bonn -এ থাকা, যাঁরা bonn বাসায় বাস করেন। বাক্যগঠন- কথিত আছে পিতার আদেশে রামচন্দ্র bonn বাসে গিয়েছিলেন।

বনমর্মর[১]ঃ প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে এমন দাব, বন + মরমর। তুলনীয় মর্মরধ্বনিঃ মৃত্যুপূর্ব আর্তনাদ। বাক্যগঠন-বনমর্মর শুনে প্রকৃতিপ্রেমিক সুপ্রকৃতিবাবুর চোখে জল এসে গেল।

বনমর্মর[২]ঃ পাথর খোদাই করে সৃষ্ট গাছপালা, প্রস্তরারণ্য।

বনাঞ্চল: সাবেক পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন (Bonn) এবং তার কাছাকাছি স্থান।

বন্ধন: (সহজ বানান বনধন), বনসম্পদ। বাক্যগঠন-গ্রামবাসীরা জোর গলায় বললেন, বন্ধনেই আমাদের মুক্তির আশা।

বন্ধুর পথ: সুসম্পর্কিত বয়স্য-নারী বা পুরুষ, যাহাদের মিতা-ও বলা হয় তাহাদের ব্যবহারযোগ্য বিশেষ রাস্তা, যা অন্যদের জন্য নহে। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই কারণেই যেমন বন্ধুর পথের বন্দোবস্ত ছিল, তেমনি শত্রুদের জন্যও বিশেষ রাস্তা ছিল, এবং শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্য শত্রুদের জন্য নির্দিষ্ট পথকে বন্ধুর পথ বলা হত। সৎ নাগরিকগণ অবশ্য শত্রুর পথকে শত্রুর পথই বলতেন, তবে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

বন্যা: 'বন্য'র স্ত্রীরূপ। বাক্যগঠন-স্কুলের মেয়েগুলি কেবল টেনিস খেলতে খেলতে যেন বন্যা হয়ে উঠল।

বমাল: বমি করাল/করাইল; বমালি ইত্যাদি। বাক্যগঠন-অসুস্থ সখাবাবুকে ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বমালেন।

বয়স হয়েছে: প্রচলিত অর্থে বেশি বয়স হয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বোঝা দুষ্কর, কেননা প্রত্যেকেরই বয়স হয়েছে।

বরবাদ[১]: শ্রেষ্ঠকে পরিহার করা (বর = শ্রেষ্ঠ, বাদ = পরিহার)। বাক্যগঠন-যে সমাজে বরবাদই চালু সেখানে কতটুকু সভ্যতা আশা করা যায়।

বরবাদ[২]: বিয়ের ঠিক আগে অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বলা হয় বর। এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং প্রধান যদি না উপস্থিত হন তা হলে বিয়ে সম্ভব হয় না। বরবাদ হলে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েন কনের বাড়ির সকলে। এমনই একটি ঘটনার বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছিল -বর ট্রেন মিস করায় সমস্ত বিয়ের আয়োজন বরবাদ হয়ে গেল।

বরাকরঃ বরা (বরাহ)-র উপর ধার্য কর।

বরাভয়ঃ শুয়োরের ভয় (বরা = বরাহ) বা শুয়োর ভীতি। মানুষের মনে বহু ভয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই শুয়োরের ভয়। বাক্যগঠন-সমস্ত পথটা আমার ভালো কাটল না, জঙ্গলের মধ্যেকার পথে ছিল বরাভয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই ভয়ের উল্লেখ আছে, শোনা যায় প্রবাদেও আছে-যেখানে বরাভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়!

বর্জনঃ (বর + জন) শ্রেষ্ঠ মানুষ। বাক্যগঠন-একদল কর্মপ্রার্থীর মধ্যে বর্জনকেই গ্রহণ করা উচিত।

বর্জ্যাসনঃ বাথরুমে ইউরোপীয় ধাঁচে মলত্যাগ আসন (ইং commode)।

বর্ণচোরাঃ যিনি রং চুরি করেন।

বর্ণনাঃ রংহীন। বাক্যগঠন-ক্যামেরায় তোলা ছবি আজকাল রঙিনটাই বেশি লোকের পছন্দ, তবে আগেকার বর্ণনা ছবি অনেক বেশি ভালো ছিল।

বর্ণবিদ্বেষঃ রঙের প্রতি বিরাগ। বাক্যগঠন-হারুবাবু সাদাসিধে মানুষ, ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ছিল প্রবল বর্ণবিদ্বেষ।

বর্শাতিঃ বর্শা প্রতিরোধক বর্ম, যেমন বর্ষা (বৃষ্টি) প্রতিরোধক পোশাক। বাক্যগঠন- প্রাচীনকালে সেনাগণ যুদ্ধ করার সময় বর্শাতি ব্যবহার করতেন।

বর্ণ-হিন্দুঃ যিনি জন্মের পর থেকেই হিন্দুত্ব লাভ করেছেন, এটি ইং বর্ন (born) বা জন্ম + হিন্দু যুক্ত শব্দ। বাক্যগঠন- অবন ঠাকুর ছিলেন বর্ণ-হিন্দু। বি.দ্র. বর্ণ-হিন্দুর আর একটি অর্থও অপ্রচলিত নয়, বর্ণ = রং। বর্ণ-হিন্দুর অর্থ রঙিন হিন্দু কথাটি ঠিক জুতসই মনে হয় না।

বর্ণান্ধঃ বর্ণপরিচয় হয়নি এমন ব্যক্তি; অক্ষরজ্ঞানহীন; অশিক্ষিত।

বলকলঃ (১) শক্তিবৃদ্ধি সহায়ক কল। (২) যে কলের সাহায্যে বল (ball) প্রস্তুত করা যায়।

বলকারক: ঝিঁঝিট (cricket) খেলায় যিনি বল (ball) প্রদান করেন।

বসুমত: বিশ্বমত, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সাধারণ মত।

বস্তাপচা: পচনের ফলে যে থলি ব্যবহারযোগ্য থাকে না; পচা বস্তা।

বস্ত্রহরণ: কথাটি শোনার সঙ্গেসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে মহাভারতের সেই কেলেঙ্কারির কথা-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কথাটির প্রয়োগ ভুলভাবে করা হয়ে থাকে। স্মরণ করা যেতে পারে, এক দঙ্গল লোকের সামনে দুর্যোধন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে টানাটানি করতে থাকে, কিন্তু সর্বথা সফল হয় না। সফল বা অসফল যাই হোক না কেন, এটিকে কখনোই হরণ বলা যায় না। একে বরং দ্রৌপদীর বস্ত্র ডাকাতি বলা যায়। এই পরিবর্তন এখন আর করা সম্ভব নয়।

বহিঃ প্রকাশ: পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ।

বহির্বাটি[১]: পুস্তকালয়, লাইব্রেরি।

বহির্বাটি[২]: ভোজনের ছোটো পাত্র, যে পাত্রটিকে থালা থেকে একটু দূরে রাখা হয়।

বহু উদ্দেশ্য সাধক বালিকা: এটি ইং Multipurpose Girls School -এর বঙ্গ-বয়ান, অর্থ প্রাঞ্জল-যে বালিকা বা বালিকারাই নানা মতলব হাসিল করার জন্য সাধনা করেন, তাঁদের সুশিক্ষার জন্য গঠিত বিদ্যালয়। এ বিষয়ে কারও কারও সন্দেহ বা উপসন্দেহ উপস্থিত হলে তাঁকে বা তাঁদের তিন মিনিট নীরবতা অবলম্বন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

বহুজন হিতায় বহুজন শুখায়: অনেকেরই ধারণা নেই যে এই পরিচিত কথার মধ্যে দু-টি সাংঘাতিক শব্দ আছে সেটি হল (hit + হয়) অর্থাৎ বহুজনকে আঘাত করো এবং বহুজনকে শুখায়, অর্থাৎ শুকিয়ে মারো।

বহুবচনঃ পত্নীর (বহু-র) বাক্য, ঝাঁঝালো; স্ত্রীর বাক্যবাণ। (আসলে মুখঝামটা?)। বাক্যগঠন-বেশিরভাগ সময়েই তার বহুবচনের ভয়।

বহুমুখী প্রতিভাঃ যেসব প্রতিভাধর ব্যক্তির বা প্রাণীর একাধিক মুখ বা আনন থাকে, যেমন ব্রহ্ম, রাবণ, দোমুখো সাপ, হাইড্রা (hydra) ইত্যাদি।

বহুরূপীঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা এবং সম্পদ-এতে বহুজনের হিত হয় না, অহিতই হয়। বাক্যগঠন-শ্রীগুরুকে আহ্লাদ দিয়ে তার বাবা বহুরূপীর সংস্থান করলে হবে কী, এখন সে এই চব্বিশ বছর বয়সেই দিনরাত পাঁড় মত্ত হয়ে প্রায় সমস্ত সময়ই শুয়ে সময় কাটায়। নীতিঃ ঠাকুর বলতেন নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে।

বাঁধাকপিঃ বেঁধে রাখা বাঁদর বা বানর। বাক্যগঠন-পশুক্লেশ নিবারণী সংস্থা বাড়িতে বাঁধাকপি রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।

বাজিল কাহার বীণাঃ সম্প্রদায়গতভাবে পুরোনো আমলে কাহারগণ পালকিবাহক ছিলেন। বাজিল কাহার বীণা উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রসংগীতের একটি পরিচিত কথা, কিন্তু মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এখানে কিঞ্চিৎ অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন, কেননা পালকিবাহকেরা খুব একটা সচ্ছল ছিলেন বলে মনে হয় না। অতএব কাহারগণ ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজাতেন হয়তো, কিন্তু বীণা নয়। এখন আর রবীন্দ্ররচনাকে বদলানো সম্ভব নয়, বদলালে লেখা যেত বাজিল কাহার ঢাক-তা হলে অনেকটা বাস্তবসম্মত হত।

বাকরণঃ বিতর্ক, কথার সাহায্যে যুদ্ধ। বাক্যগঠন-সংসদে সরকার ও বিপক্ষ দলের মধ্যে বাকরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

বাক্যস্ফূর্তিঃ মজার কথা, হাস্য উদ্রেক করে এমন গল্প; ইং-জোক, রগড়-বাক্য।

বাগচাষিঃ লেখোয়াড়, কবিয়াল ইত্যাদি, যিনি কথার চাষ করেন।

বাগদত্তাঃ যে নারীকে বাগ = বাগান দান করা হয়েছে। বাক্যগঠন-নীলিমা দেবী এখন বেলেঘাটা অঞ্চলের এক বিঘা জমির মালিক (মালকিন), তাঁর কাকা তাঁকে এই উদ্যানকে বাগদত্তা করে দিলেন।

বাগদা চিংড়িঃ ইরাকের বাগদাদ থেকে আমদানি করা চিংড়ি মাছ, খাইতে অতি সুস্বাদু। পূর্ব নাম-বাগদাদ চিংড়ি, পরে 'দ' দ-য়ে পড়ে যাওয়ার কারণে বাগদাদ কেবলই বাগদা হয়ে গেছে, এ নিয়ে কিছু করার নেই।

বাগমিতাঃ যে বন্ধুত্ব বাকপ্রধান বা বাগ-প্রধান।

বাগানঃ বাগানো, অন্যের দ্রব্য হাত করা। হস্তগত করেন, বাগিয়ে নেন। মনে হয় ইং ব্যাগ = আয়ত্ত করা থেকে কথাটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এই তত্ত্ব যাঁরা মানেন না, তাঁদের প্রতি করুণা প্রকাশ করাই সংগত। বাক্যরচনা-লোকটি সুযোগ খোঁজেন কোনো দুর্বল অসহায় ব্যক্তির সম্পত্তি কেমন করে বাগান যায়।

বাগ্মিতা[১]: (কথা = বাগ, মিতা = বন্ধু), কথা বন্ধু, টেলিফোন-বাক মারফত যে বন্ধুত্ব চালানো হয়। তুলনীয়, পত্রবন্ধু, ক্লাসবন্ধু।

বাগ্মিতা[২]: উদ্যান বন্ধু, বাগ = উদ্যান বা বাগান, মিতা = বন্ধু। বাক্যগঠন-জেলায় এ বারের উদ্যান প্রতিযোগিতায় হারুবাবু বাগ্মিতা পুরস্কার পেলেন-একেবারে প্রথম পুরস্কার।

বাঘের বাচ্চা[১]: ব্যাঘ্রসন্তান, অত্যন্ত দুর্বল, কোনো মতে টলতে টলতে চলতে পারে। বাক্যগঠন-মহীবাবু ভারি দুর্বল, চল্লিশ বছর বয়সেই ভারি অলস আর দুর্বল, যেন বাঘের বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চা[২]: ব্যাঘ্রছানা বা ব্যাঘ্রসন্তান, তবে বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে, এই বাংলায় কিছু কিছু মানুষের সন্তানও বাঘ হয়ে থাকে, এটি হচ্ছে প্রকৃতির খেয়াল।

বাঙালি: বাঙালের স্ত্রীরূপ, নিজের স্ত্রী হলেও ঠেকাবার কেউ নেই, যেমন ঘটির স্ত্রীরূপ ঘটিনী।

বাছাধন: যে সম্পদ বেছে নেওয়া হয়েছে এমন। বাক্যগঠন-শিশিরবাবুর বাড়িতে ঘরগুলি সাজানো হয়েছে মহামূল্য বাছাধন দিয়ে।

বাছাবাছি: বাছা ছোটো ছেলে বা বাচ্চা, বাছি ছোটো মেয়ে।

বাজার: (ইং buzzer) বাদ্য কর্মদক্ষ, যা বাজে, যা বাজানো যায়।

বাজিকর: যে ব্যক্তি বারুদ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বাজি প্রস্তুত করেন; যেমন রংমশাল, ছুঁচো, চটপটি ইত্যাদি।

বাজে গোবীণা: একটি প্রচলিত গানের রহস্যজনক অংশ। একটি অর্থ হল বাজে গোবীণা, এখানে গোবীণ অর্থাৎ গোরুদের বাজানোর উপযোগী একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র বাজে, অর্থাৎ ধ্বনিত হয়।

বাণীজ্য: বাণী, অর্থাৎ যাঁরা কথার বেসাতি বা বাণিজ্য করেন বা করান। যেখানে কথা কেনাবেচা হয় সেখানকার নাম বাগবাজার। উল্লেখ্য কলকাতা এবং চন্দননগরে একটি করে বাগবাজার আছে।

বাৎসরিক: বৎস বা সন্তান সম্পর্কীয়।

বাতাবরণ: হাওয়ার রং; স্বচ্ছতা, বর্ণহীন।

বাতিক: বাতি (আলো) সম্পর্কিত। বাক্যগঠন -সন্ধ্যেয় শহর অন্ধকার, বিচ্ছিরি অবাতিক ব্যাপার!

বাদন: বাদ দেওয়া, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। বাক্যগঠন-শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ রাত দশটার পর ঢাকবাদনের আদেশ দিয়েছেন।

বাদানুবাদ: বাদা (জলাভূমি)-র অনুবাদ। এর নানা অনুবাদ আছে-ইংরেজিতে marshland বলা হয়।

বাদ্যঃ যা বাদ দেওয়া চলে। বাক্যগঠন- লোক তো অনেক, কিন্তু কাজের লোক কোথায়, প্রায় সকলেই বাদ্য।

বাধাওঃ বাধা দাও। বাক্যগঠন-দু-দলে তুমুল ঝগড়া চলছে, তুমি চটপট ওই গোলমাল বাধাও।

বাধানোঃ বাধা দেওয়া; যেমন যুদ্ধ বাধানোঃ যুদ্ধকে বাধা দেওয়া।

বানানঃ প্রস্তুত বা তৈরি করা। এর অন্য দু-টি রূপ-বানা বা বানাও, কনিষ্ঠের প্রতি আদেশ বা অনুরোধ, বানা। এবং বয়সে জ্যেষ্ঠদের প্রতি, বানান। বানান জটিলতার জন্য বাংলা ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

বানধ বান্ধবঃ হরতাল সমর্থক।

বামঃ (১) ইং bum, অকর্মার ধাড়ি।

(২) বামফ্রন্ট (Bum Front)-এর অর্থ পরবর্তী সংস্করণের জন্য মুলতুবি রাখা হল! (৩) বামফ্রন্ট (Balm Front) মলম ইত্যাদি।

বামগীতাঃ কার্ল মার্কস লিখিত ডাস কাপিটাল -এর বঙ্গরূপ।

বামপন্থাঃ ঝগড়া মারামারির পথে না গিয়ে কলহ মেটাতে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মেটাতে বাম (balm) প্রলেপ দেওয়াকে বামপন্থা বলা হয়।

বামপ্রস্থঃ (রাজনীতিতে) বামপন্থা। বাক্যগঠন-আখের গোছানোর জন্য অনেকেই এখন বামপ্রস্থ অবলম্বন করছেন।

বামায়নঃ বামাকরণ; নারী প্রাধান্য বাড়ানো।

বাম্মনঃ (১) ব্রাহ্মণের গ্রাম্যরূপ; (২) (রাজনীতিতে) বামমনস্কদের চিন্তাধারা।

বায়স্যঃ কাক সম্পর্কীয়।

বারংবারঃ একই প্রকার ঘটনা বারো বার ঘটা, যেমন তিনং বার, সতেরোং বার ইত্যাদি।

বারবনিতাঃ ইং বার bar, অর্থাৎ সাধারণত মদ্যপানীয় ঠেক বলেই ধরে নিতে হয়, তার সঙ্গে ইং maid. যোগে (যার অর্থ বনিতা) হয়েছে বারবনিতা। অর্থ বার-এ যে মেয়ে কর্মরতা, পুরো ইং কথা বারমেইড barmaid।

বারবেলাঃ ইং বার (bar) + বেলা = মদের দোকানে যাওয়ার সময়।

বারান্তরঃ অন্য কোনো বার (bar) + অন্তর। বাক্যগঠন-শোনো হারুবাবু, এখন ও কথা থাক, বারান্তরে কথা হবে।

বারেন্দ্রঃ কথাটি ইং bar বা মদ্যালয় থেকে আহরিত, অতএব বার + ইন্দ্র = মালিক, অর্থাৎ মদের দোকানের মালিক। বাক্যগঠন-হারু দত্ত একজন ধনী বারেন্দ্র, তাঁর তিনটি মদ্যালয় আছে।

বার্তাকুঃ খারাপ খবর।

বালকিতঃ প্রচুর বালক সমাবেশ, যেমন আলোক থেকে হয় আলোকিত।

বাসগৃহঃ (১) গন্ধঘর, সুগন্ধি প্রস্তুত ক্ষেত্র। (২) বাস (bus)-এর গ্যারাজ।

বাসনাঃ গন্ধের অভাব।

বাসযোগ্যঃ ইং বাস (bus) + বাং যোগ্য, মিশ্রিত শব্দ, বাস চলার উপযোগী (রাস্তা)। বাক্যগঠন-কলকাতা শহরের বহু রাস্তা বাসযোগ্য নয়।

বাসস্টপঃ বাং বাস = গন্ধ + ইং স্টপ (stop), মিশ্রিত শব্দ, অর্থ গন্ধাবস্থান।

বিংশ শতাব্দীঃ দু-হাজার বছর। বাক্যগঠন - এক হাজার শতাব্দী, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।

বিকল্পঃ কল্পনাবিহীন, অকল্পনীয়। বাক্যগঠন -কবিতা লিখবে কী, ও যে বিকল্প।

বিকিকিনিঃ (১) বিস্কুট (ইং বিকি + বাং কিনি) ক্রয় করি। (২) সমুদ্রচানের জন্য স্বল্পতম এই পোশাকের উৎপত্তি। বিকিকিনির একটি কি এখানে প্রক্ষিপ্ত, বিদগ্ধ ব্যক্তিদের এটাই মত।

বিক্রিয়া: বিক্রি করে বা বেচে। বাক্যগঠন- শ্রীহরিবাবু তাঁর পুরোনো গাড়িটাকে অল্প দামে বিক্রিয়া এখন মিনিবাসে অফিস যাতায়াত করেন।

বিচার বিমর্ষ: হিন্দিতে বেশি প্রচলিত, বিচারের রায় শুনে বিমর্ষ বা মন খারাপ।

বিচলিত: (১) যা চালানো যায়নি, যেমন অচল নোট বা মুদ্রা। (২) যে গোরু বা মোষকে আ-কারের বিচালি ভক্ষণ করানো হয়েছে।

বিচালিত: (১) চালান না করা; (২) বিচালি সংযোগ বা যুক্ত; (৩) গোরু, মোষ ইত্যাদি প্রাণীকে বিচালি বা খড় খাওয়ানো।

বিচ্ছুরণ: বৃশ্চিক সমাজে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়, তাকেই বলে বিচ্ছুরণ। বাক্যগঠন- আমাদের ভাঁড়ার ঘরটায় প্রায়ই বিচ্ছুরণ বেধে যায়।

বিচ্ছুরিত: বিচ্ছুর মতো চরিত্রের প্রকাশ।

বিছানা: (১) বিছা (বৃশ্চিক) শূন্য; (২) ছানাহীন; (৩) নিঃসন্তান; (৪) পনিরাভাব।

বিছুটি: ছুটিহীনতা, নিরলসতা, লাগাতার কর্ম।

বিজলি: এই কথাটি পুরো ইং be jolly থেকে সরাসরি গায়েবিত, তবে এই গায়েব অপরাধ হলেও শাস্তিযোগ্য নহে, তাই প্রকাশ্য দিবালোকেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহারযোগ্য। এর বিস্তারিত ইং ব্যাখ্যান-ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি কথাটা অধুনা লুপ্তপ্রায়।

বিজানু: হাঁটুবিহীন।

বিজেতা: যিনি জিততে পারেননি, হেরো; পরাজিত। বাক্যগঠন-জোজো স্কুল দৌড়ে বিজেতা হলে বাবা-মা তাকে সান্ত্বনা দেন।

বিজ্ঞান: জ্ঞানহীন, বিবেচনাহীন, অজ্ঞান ইত্যাদি। সুরবাবু বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ায় তাঁর কাছে কোনো পরামর্শই চাওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বিরতি: বিজ্ঞাপন বন্ধ। এটি রেডিয়োর চিৎকারে সিকিসিদ্ধ।

বিতাড়িতঃ তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হলে বা কেলেঙ্কারি বাধালে আজকাল ডাক্তারেরা পেট থেকে তাড়ি বার করে দেন। এটিকে ইংরেজিতে বলে স্টমাক পাম্প।

বিদায়ঃ দায়হীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন। বাক্যগঠন -চিত্তবাবুর মতো বিদায় ব্যক্তির উপর ভরসা করা যায় না।

বিদূষকঃ যিনি দূষণ করেন না, অদূষক।

বিদেশঃ প্রধানত শ্বেতবর্গীয় ব্যক্তিরা যেসব দেশে বাস করেন সেগুলিই বিদেশ; যেমন ব্রিটেন, জার্মানি, ইটালি ইত্যাদি। যদিও ব্যতিক্রম দেখা যায় নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া।

বিদ্যামানঃ লেখাপড়ার মাপক। বাক্যগঠন- শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের বিদ্যামান খুবই নীচু স্তরের।

বিদ্যুৎ উৎসাহীঃ বিদ্যুতের ব্যাপারে যিনি উৎসাহী। বাক্যগঠন-এককালে কল-কাতার বিদ্যুৎ উৎসাহী একদল ব্যক্তি একটি সমিতি গঠন করেছিলেন, নাম দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যুৎ উৎসাহিনী সভা; কিন্তু ঠিকমতো প্রুফ না দেখার কারণে ব্যাপারটি ভজঘট হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

বিধায়কঃ বিশেষ করে যিনি ধেয়ে যান।

বিধি-নিষেধঃ ঈশ্বরের বারণ। ভগবান কর্তৃক আরোপিত নির্দেশাবলি। ধর্মপুস্তকে অনেক করণীয় থাকে, অকরণীয় বা নিষেধ করা থাকে তার চেয়ে বেশি। এসবই ভগবানের আদেশ, অর্থাৎ বিধি-নিষেধ।

বিনিময় প্রথাঃ মুদ্রার পরিবর্তে বস্তু হস্তান্তর, যেমন গুলি বা শুভেচ্ছা বিনিময়। উদাহরণঃ নাকের বদলে নরুন।

বিপদঃ পদ বা চরণহীন। বাক্যগঠন-সর্প একটি বিপদ প্রাণী।

বিবর[১]ঃ বর বা স্বামীহীন, কুমারী। বাক্য-গঠন-মিত্তিরবাড়ির বড়ো মেয়েটি স্থির করেছেন তিনি বিয়ে করবেন না, আজীবন বিবর হয়েই থাকবেন।

বিবর[২]: বরহীন, বিধবা।

বিবাদী বাগ: আদালতে নারী বিবাদী বা বিবাদকারীর কথা।

বিবাসনা: (১) ইচ্ছার সমাপ্তি, আকাঙ্খাহীন। (২) যে নারীর বাসন নেই, নির্বাসনে নারী। বাক্যগঠন-রান্নাঘর বাসনশূন্য, তাই এক গৃহিণী স্বামীকে বলেন, এভাবে বিবাসনা হয়ে রান্না করবে কেমন করে?

বিবিধ: বিধি = বধ্ + ধ = হত্যা বা সাবাড় করা যেমন-আয়ুধ = প্রাণ সংহার। বাক্যগঠন: আদালত করালিবাবুকে বিবিধ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে লটকাবার আদেশ দিলেন।

বিবেকিনী: নারী বিবেক। এটা ঠিক নয় যে নারীর বিবেক পুরুষ হবেন। এককালে প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষেরা এমন কথা বলতেন যে, নারীদের বিবেক বলে কিছু নেই। কিন্তু, বর্তমানে যুগ, সময় ইত্যাদি বদলের পর তাঁরা অপ্রকাশ্য বিশেষত অমাবস্যা-রাতে অন্ধকারে এই একই বস্তাপচা দুর্গন্ধযুক্ত মত প্রকাশ করে থাকেন। কিছু স্বামী বলেন, তাঁদের স্ত্রীদের হৃদয়ে বিবেক নামক পুরুষ থাকবেন এটা সহ্য করা যায় না- নারীরাও বলছেন তাঁরাও চান না তাঁরা বিবেকের দ্বারা চালিত হন। এখন নারী ও পুরুষ উভয়েই চান নারীদের জন্য বিবেকিনীর ব্যবস্থা করতে। পুরুষদের বিবেক তো রয়েছে। এখন আদর্শ বিবেকিনীর জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার মুখে।

বিবেকের দংশন: এ যুগে বিবেক দংশন করে বটে তবে আলতোভাবে। বি.দ্র. শেষ সংবাদ অনুযায়ী জানা গেল বিবেক আর দংশন করেন না, তাঁর দন্তরাজির ৩২টির মধ্যে ২৫টিই পড়ে গেছে, বাকি ৭টি যথেষ্ট নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

বিভাজন[১]: বিভা (আলো) প্রাপ্ত মানুষ, যে মানুষ উচ্চশিক্ষিত। বাক্যগঠন- বাঞ্ছা-রামবাবুর বাড়ির প্রত্যেকেই ছিলেন বিভাজন।

বিভাজন[২]: (বিভা জন) যে মানুষের দেহ থেকে আলো ফুটে বেরোয়। এক বিশেষ ধরনের নাস্তিকগণ মনে করেন, মৃতদেহে ফসফরাস দেওয়া জল দিয়ে ধুইয়ে দিলে এটি সহজেই করা যায়।

বিভীষণ: রামায়ণের বিভীষণকে বদনাম করা হয় তিনি নাকি ঘরের শত্রু। এটি ঠিক নয়। রাবণের ভাইয়ের চোখ খারাপ ছিল, ইংরেজিতে বলা হত বি ভিশন (B. Vision)। সেজন্য যুদ্ধে যেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু গুজব রটে যায় তিনি ইচ্ছে করেই রামের বিরোধিতা করেননি। এটি ঐতিহাসিক ভুলের এক দৃষ্টান্ত!

বিভূতি: বিভূত-ভূত নয় এমন, এর স্ত্রীরূপ।

বিভ্রম: ভুল বা ভ্রমহীন। বাক্যগঠন- তাতার ক্লাসে খুবই কম ভুল করে, তার মতো বিভ্রম হতে আর কাউকে দেখা যায় না।

বিভ্রান্তি: নির্ভুল (তুলনীয়, বিস্বাদ, স্বাদহীন)। বাক্যগঠন-হিসেবে বরাবরই বিভ্রান্তির জন্য আশিসবাবু এখন অডিট বিভাগের উচ্চতম অফিসার হয়েছেন।

বিমান[১]: মান (এবং মর্যাদা) হীন, সম্মান-জ্ঞান শূন্য। বাক্যগঠন-লোকটির মান-মর্যাদাবোধ একেবারেই নেই, একেবারে বিমান।

বিমান[২]: (বিমানো) বিমা করানো, জীবন বিমা করানো।

বিমান চিন্তাইকারী: যিনি বিমানে বসে চিন্তা করেন, উচ্চ চিন্তাশালী। বাক্যগঠন-রাঘববাবু একজন বিখ্যাত বিমান চিন্তাই-কারী।

বিমাতা: মাতৃহীন। বাক্যগঠন-শিশু বয়সেই বিশুবাবু বিমাতা হন।

বিরক্ত: রক্তহীন। আজকাল এত মানুষকে বিরক্ত হতে দেখা যায় যে তার তুলনায় রক্ত সংগ্রহ হচ্ছে অনেক কম।

বিরল প্রতিভাঃ বিড়ালের প্রতিভা এমন ধারণা থেকে আদিতে সৃষ্ট এই কথাটি অধুনা বিরল প্রতিভায় রূপান্তরিত। এর সদর্থ হল, অন্ধকারে বিড়ালের শিকার ধরার ক্ষমতা; ধূর্ত।

বিলক্ষণঃ (১) ইং-বাং মিলিয়ে এই বাক্যটি আধুনিক যুবা-যুবতীগণ হঠাৎ-হঠাৎই ব্যবহার করে চলেছেন, কেউ বলার পর জিভও কাটেন-কথাটি হল ইং বিল bill এবং ক্ষণ = সময় বা মুহূর্ত, অর্থাৎ বিল শোধ করার সময়। (২) লক্ষ্মণহীন, যেখানে লক্ষ্মণ অনুপস্থিত, সঠিক। সেই রামায়ণের আগে থেকেই প্রচলিত আছে-রাম রামানুজ লক্ষ্মণকে হারিয়ে বিলক্ষণ হয়ে কোথা হে লক্ষ্মণ, কোথা হে লক্ষ্মণ বলে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন।

বিশাক্তঃ শাক্ত নন এমন, বৈষ্ণব।

বিশাখাঃ যার কোনো শাখা নেই, যেমন সুপারি, তাল, নারকেল ইত্যাদি।

বিশারদঃ শরৎকালীন নয় (বি + শারদ), দু-দেশের ছয়টি ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত-এই পাঁচটি ঋতুর যে কোনো এক বা একাধিক ঋতু। বাক্যগঠন-বাবুরাম বুঝতে পারল কালটি বিশারদ, কেননা আকাশে ছিল না পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, রাস্তার ধারে ধারে ছিল না ঘাসের গুচ্ছ, বাতাসে ছিল না শিউলির গন্ধ...।

বিশেষণঃ বিশেষ বা নিশ্চিত ভাবে (শেষণ) সমাপ্তি ঘটানো।

বিশ্ব যখন নিদ্রামগনঃ বাক্যটির মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। তবে কবিদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই বলেই সংবিধান রচয়িতারা কোথাও নিশ্চয় লিখে রেখেছেন। তিন-চার রকম বিশ্বের খোঁজ পাওয়া গেছে-যেমন বিশ্ব, মহাবিশ্ব, মহা মহা বিশ্ব ইত্যাদি। বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার, এমনই লিখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, মনে হয় তিনি পৃথিবী নামক গ্রহ সম্পর্কেই এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু হায়, তিনি যে বিসমিল্লায় ঝামেলা বাধিয়ে বসেছেন। সার কথা হল, পৃথিবীর সকলে এক সঙ্গে ঘুমোয়

না। আমাদের দেশে যখন দিন, তখন মা. যু. (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-তে রাত্রি এবং মনুষ্যগণ নিদ্রামগন, কিন্তু সকলে নয়, তেমনই আমাদের দেশে যখন দিন, তখন সকলেই যে জাগ্রত তা-ও নয়। আমি আমার উদাহরণ দিতে পারি, দিনে আমি বসে ঘুমুই, এবং প্রায় সারারাত্রই জাগরণে মগন থাকি। আমার বেশ কিছু বছরও সেই রকম মগন অবস্থা। তবে, কবিদের একটু-আধটু ভুলচুক হবেই- এটাই আর্থ-সামাজিক বিধান, এ নিয়ে হা-হুতাশ করার কোনো মানে হয় না।

বিশ্বস্তসূত্রঃ সূত্র সব সময়েই বিশ্বস্ত। সংবাদ-মাধ্যমের কর্মীরা এ পর্যন্ত অবিশ্বস্ত কোনো সূত্র থেকে সংবাদ গ্রহণ করেননি। তবে অসত্য সংবাদও বিশ্বস্তসূত্র থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

বিশ্বাসায়নঃ বিশ্বায়ন কথাটির বহুল প্রচলন হয়েছে ১৯৯০-এর ৩১ জানুয়ারির ভা. স. (ভারতীয় সময়) বিকেল ৫.২২ থেকে, গোস্বামীমতে ১৯৯৪-এর সকাল কোনো একটি মুহূর্তে-গোস্বামী মহাশয় নিদ্রিত থাকার সঠিক সময়টি দেওয়া সম্ভব হল না। যাই হোক, বিশ্বাসায়ন-এর অর্থ হল (সংক্ষেপে) বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের প্রত্যেকেই ধনী বলে চিহ্নিত হবেন, কেবল মা. যু. (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) গরিব। এমতাবস্থায় প্রচুর বিশ্বাস প্রতিটি দেশ অন্যের প্রতি করতে বাধ্য, এর অন্যথা করলে মা. যু. ইরাকের ওপর ফের কল্যাণমূলক বিমানহানার সুবন্দোবস্ত করবে বলে শতকরা ৯০ ভাগ গ্যারান্টি দিয়েছে।

বিষফোঁড়কঃ সুচ বা ইঞ্জেকশন (injection) -এর সাহায্যে ব্যক্তি বা জীবের দেহে বিষ প্রয়োগ।

বিষশব্দঃ অতিরিক্ত আওয়াজ বা শ্রবণযন্ত্রের পক্ষে বিষ (ক্ষতি)-তুল্য। বাক্যগঠন- পাড়ায় কালীপুজোর সময় বিষশব্দের ঠেলায় কানগুলি পীড়িত হয়ে পড়ে।

বিষেশঃ বিষে শেষ, অর্থাৎ বিষ প্রয়োগে হত্যা; বাক্যটি সংক্ষেপিত।

বিস্ময়করঃ বিস্ময় অনুভবের জন্য নতুন সরকারি কর ধার্যের চেষ্টা চলছে। প্রমোদকর, বিক্রয়কর ইত্যাদির মতোই।

বিস্মায়নঃ আশ্চর্য করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। বাক্যগঠন-জাদুকর তাঁর জাদুর সাহায্যে দর্শকদের বিস্মায়ন করার চেষ্টা করেন।

বিহিতঃ হিত নয়, মঙ্গলজনক নয়। বাক্যগঠন -শ্রীকান্ত মনে মনে যথেষ্ট নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি নিজের আত্মীয়দেরও বিহিত কামনা করতেন।

বীতরণঃ যেখানে রণ বা যুদ্ধ নাই, শান্তি বিরাজ করে। বাক্যগঠন-এককালে গ্রামে গেলে মনটা বেশ প্রশান্ত হয়ে উঠত, কেননা চতুর্দিকে ছিল বীতরণ।

বুদ্ধিজীবীঃ যাঁরা জীবিত তাঁদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি আছে, তবে দুর্বুদ্ধিজীবীরা অনেক বেশি সুখে থাকেন।

বুদ্ধিমত্তঃ বুদ্ধির প্রাবল্যে মত্ত বা মাতাল (প্রশংসাসূচক নয়)।

বৃংহতিঃ প্রাচীন ভারতে যেমন প্রচুর শান্তির সুব্যবস্থা ছিল। রাজা-মহারাজেরা লম্বা লম্বা রাস্তার পাশে কিছু জায়গা ঘিরে সেই স্থানকে শান্তিস্থল ঘোষণা করতেন। তখন যেমন শান্তি বিরাজ করত, তেমনই যুদ্ধও চলত। পুরো যুদ্ধ যেমন চলত, তেমন চলত খণ্ডযুদ্ধও। বড়ো যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার ছিল বিস্তর। ওই সময় একটা আওয়াজ শোনা যেত, তার নাম বৃংহতি অর্থাৎ ইং 'ব্রিং' bring + হাতি (উচ্চারণে হতি) এই ইতিহাস অদ্ভুত মনে হলেও এটির মধ্যে সত্যের বীজ লুকোনো আছে।

বৃহন্নলাঃ বৃহৎ নল। বাক্যগঠন-দমকল বাহিনী বৃহন্নলার অভাবে বৃহৎ হর্ম্যরাজির অনল নেভাতে ব্যর্থ হয়েছে।

বৃহস্পতিবারের বারবেলাঃ বারবেলার বার কথাটি ইং bar বিশেষার্থে মদ্যপানের স্থান। এই বাক্যের পূর্বে বৃহস্পতি কথাটি যুক্ত হয়ে এর অন্য আর-একটি

অর্থে স্মরণাতীত কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুরাকালে মহান ভারতের ঋষিগণ স্বগৃহে তরুণ বয়স্ক শিষ্য পালন করতেন। এদিকে, নিজেদের অনেকেই সোমরস পান করার জন্য বিকেলের দিকে বার-এ গমন করতেন, ওই সময় ঘরের বাইরে গেলে সমূহ বিপদ একথা বলে শিষ্যেরা যাতে তাঁদের মত্ত মূর্তি না-দেখতে পায়, সেজন্য তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করতেন। এখন অবশ্য কথাটির মর্যাদা দেওয়া হয় না- গুরু এবং অগুরু সকলেই একত্রে সুরাপান করে থাকে-এ অনেকে স্বচক্ষে দেখেছেন।

বেড়ানোঃ বেড়া দেওয়া। বাক্যগঠন- গ্রামের মিস্ত্রিরা বেড়ানোর কাজে বেশ পটু।

বিড়াল চোরঃ ইং ক্যাট বার্গলার-এর অনুমোদিত বঙ্গান্তর।

বেগুনি রংঃ বেগুন বেসনে চুবিয়ে গরম তেলে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে ভাজবার পর যে রং সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেটাকে বেগুনি রং কহে, তবে ভাজাটা একটু বেশি হয়ে গেলে তাকে অতিবেগুনি রং বলে। নিকট নিকট শব্দ-আলুনি (ভাজার প্রণালী একই প্রকার)।

বেড়ালের ভাগ্যে শিকেঃ এটি একটি ইংরেজি কথা ক্যাটাসট্রোফির সংগত বাংলা অনুবাদ (Catastrophe: Cat's trophy), বিড়ালের পুরস্কার।

বেতারবার্তাঃ যে বার্তা বেতারের সাহায্যে প্রচারিত হয়। আদি যুগে সব বার্তাই বেতারে প্রচার করা হত। পরে মার্কনি, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ তারের সাহায্যে বার্তা পাঠানো শুরু করেন। অদ্ভুত কথা এই যে, এই কৌশলকেই বেতার নাম দেওয়া হয়।

বেদনা[১]ঃ জ্ঞানের অভাব, নির্বেদ (ব্যঙ্গে নির্বোধ)। বাক্যগঠন-স্কুল-কলেজ পাশ করেও ভদ্রলোকটি বেদনাই রয়ে গেলেন।

বেদনা[২]ঃ মূল বা আদি অর্থ বেদের অনুপস্থিতি, যেহেতু বেদ হিন্দু ধর্মের প্রাণবায়ু স্বরূপ, সেজন্য বেদের অনুপস্থিতি প্রায় মৃত্যুরই সমান, ব্যথার উৎস তো

বটেই। তা ছাড়া বেদে (উচ্চারণ ভেদে 'ব্যাদে') সবই আছে এমনকী সর্পীয় হাঁচিরও উপস্থিতি বিদ্যমান। বাক্যগঠনঃ এর সাহায্যে বাক্যগঠন বর্তমান সংকলকের অসাধ্য। নীতিঃ এমনি করে দিন যদি যায় যাক না।

বেদীঃ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ-এর স্ত্রীরূপ। এই বেদগ্রন্থ সৎ হিন্দু নারীগণ পড়বার ধর্মীয় সম্মতিপ্রাপ্ত।

বেদমঃ সুপ্রাচীন ভারতের সুচর্চিত পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ, সংস্কৃত (মতান্তরে সানসক্রিট) ভাষায় বেদম। বাক্যগঠন- হিন্দুশাস্ত্র (শাস্তর) বেদম ভারি চমৎকার, ইহা অমানুষ লিখিত বলিয়া সুকথিত।

বেধড়কঃ ধড়হীন, কেবলই মুন্ডু রয়েছে এমন মৃতদেহ।

বেমক্কাঃ যেখানে মক্কার অভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; মক্কাহীন।

বেলতলাঃ গৃহস্থ বাড়ির বাইরের বেল (bell)-এর বোতামের উপরে লেখা হয়।

বেশ করেছিঃ (১) পোশাক পরেছি/করেছি; (২) চমৎকার (কর্ম) করেছি।

বৈতরণীঃ (১) বিতরণ সম্পর্কীয় বাক্যগঠন -দুঃস্থদের মধ্যে ত্রাণ বৈতরণীর সাধারণ নিয়মটাও পালন করা হচ্ছে না। (২) যে নৌকোয় পুস্তক বহন করে।

বৈদান্তিকঃ সাধারণত প্রাচীনকালে যেসব ব্রাহ্মণ বই-টই পড়তে অক্ষম হতেন তখন তাঁরা বই দান করতেন, সেই থেকেই তাঁদের বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হত।

বৈদিক ব্রাহ্মণঃ প্রাচীন ভারতে, সে অন্তত ষাট-সত্তর বছর আগের কথা, একদল ব্রাহ্মণ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বর্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তাঁরা বই পছন্দ করতেন, কিন্তু পয়সা খরচ করে কিনবার ব্যাপারে ভয়ংকর নিচ্ছল ছিলেন-তাঁরা প্রায়ই উচ্চ কণ্ঠে বলতেন বৈদিক! বৈ দিক! সেই থেকে তাঁরা বৈদিক ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অর্থ পালটেছে সময়ের কালস্রোতে, বলাই বাহুল্য, এখন

ব্রাহ্মণেত্তররাই উচ্চারণ করছেন ব্রাহ্মণরা বৈদিক! ভাগ্যের কী পরিহাস। ইহার পরও আছে, কৌতূহলী পাঠক! অতঃপর বৈদান্তিক দেখহ।

বৈদ্য: (১) বদত্ব; (২) হিন্দুশাস্ত্র বেদ বিশেষজ্ঞ।

বৈধব্য[১]: বৈধ বা আইনসম্মত বিষয়। বাক্যগঠন-বিষয়টি এতই জটিল যে সেটি বৈধব্য কি না তা নিয়ে রয়েছে প্রচুর মতভেদ।

বৈধব্য[২]: বধ করা যায় এমন; বিধি অনুযায়ী, বৈধ করার যোগ্য।

বৈপণ্ডিত: কেবল পুস্তক পড়েই যিনি পণ্ডিত।

বৈবাহিক: যিনি বই বহন করেন, বইকুলি; বই বাহক।

বৈমাত্রিক জ্ঞান: মাত্র পুস্তক থেকেই যে জ্ঞান আহরিত, যেমন বৈজ্ঞানিক।

বৈমানিক: বই + মাণিক্য (শ্রেষ্ঠরত্ন), অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুস্তক। বাক্যগঠন-এ বছর আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তিব্বতের নাং ভোগসাকে বৈমানিক পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বউভাত: পত্নীর রান্না ভাত। বাক্যগঠন- হারুবাবু রোজই দু-বেলা বউভাত খান।

ব্যাঙ্ক ঋণ: ঋণ বা ধার হিসেবে ব্যাঙ্ক। আগে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ঋণ নেওয়া হত। কিন্তু আজকাল কম টাকায় কুলোয় না বলে দরিদ্রদের জন্য পুরো ব্যাঙ্ক ঋণ হিসেবে পাওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে!

ব্যাংময় (বাঙ্ময়): বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় বুঝেই ফেলেছেন যে বিশ্ব সৃষ্টির মূলে বড়োসড়ো একটি ব্যাং, ইংরেজিতে বিগ ব্যাং (big bang)। বাঙ্ময় আসলে ব্যাংময় কথাটির চলিত রূপ।

ব্যাজস্তুতি: (ইং badge + বাং স্তুতি) পরিচয়জ্ঞাপক ক্ষুদ্র চিহ্ন, স্কুল-কলেজ ছাত্রদের পোশাকে আটকানো হয়। ব্যাজ যদি চমৎকার হয় তা হলে তার প্রশংসা। এ যাবৎ ব্যাজনিন্দার কথা শোনা যায়নি।

ব্যাজার অর্থনীতি: বাজার অর্থনীতির অর্থপূর্ণ ইয়ারকি শব্দ।

ব্যাটবল: (১) ঝিঁঝিট খেলার ব্যাটের শক্তি। (২) উপাধি বিশেষ, তবে ভ্রমক্রমে বটব্যাল প্রচলিত।

ব্যাধি: ব্যাধ-এর স্ত্রীরূপ, শিকারি নারী। বাক্যগঠন-জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বহু ব্যাধিকে শিকার করতে দেখা গেলেও ব্যাধ-এর সংখ্যা নেই বললেই চলে।

ব্যাধিত: অসুস্থতাসম্পন্ন।

ব্যাপক চাঞ্চল্য: সংবাদপত্রের জন্য অবশ্য-ব্যবহারযোগ্য যুগল শব্দ। কোথাও চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হলেই তার আগে ব্যাপক কথাটি বসানোর অন্যথা সচরাচর দেখা যায় না।

ব্ল্যাক মেইল: শোক সংবাদ বহনকারী কালো বর্ডার দেওয়া খামে যে চিঠি পাঠানো হয়। শব্দটি ইং হলেও এটি নিঃশব্দ প্রেমের মতো চরণে বা ঠ্যাং-এ আসে। এখন ব্ল্যাক মেইল সম্পূর্ণ বঙ্গীয়।

ব্রাহ্মণী: ব্রাহ্ম ধর্মীয় কোনো ব্যক্তির পত্নী।

ভ

ভাংচুর: ভাং টেনে বেহুঁশ হয়ে থাকা, বা ভাং টেনে জ্ঞানহীন থাকা।

ভাগ্যের ফিরে যাওয়া: ভাগ্যের দিক বদল; ভাগ্য ফিরে গেল, অর্থাৎ ভাগ্য খারাপ হয়ে গেল, কেননা ভাগ্য অন্তর্ধান করল।

ভাজা মাছ: সাধারণ অর্থে ভর্জিত মৎস্য, কিন্তু বিশেষ অর্থে, যিনি ভাজা মাছ উলটে খেতে পারেন না তাঁকে দোষহীন বা নির্দোষ বলে মনে করা হয়। আজকাল পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির সামনে ভাজা মাছ রেখে দূর থেকে লক্ষ করে দেখেন উক্ত ব্যক্তি মাছটিকে উলটে খাচ্ছেন কি না। একটা দিক খাওয়ার পর অন্য দিকটা না খেলে তাঁকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয়।

ভাড়াক্রান্ত: অধিক ভাড়ার জন্য ভাড়াটের দুর্দশা; (বর্ধিত) ভাড়া হওয়ায় ভাড়াটের কষ্ট, ট্রেন বা বাস ভাড়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভাড়াটিয়াঃ যে টিয়াপাখি ভাড়া করে আনা যায়। বাক্যগঠন-গোবিন্দবাবু সিনেমার ছবিতে প্রয়োজন মতো টিয়া ভাড়া দেন; তিনি গোটা দশেক ভাড়াটিয়া পুষেছেন।

ভাড়াটে খুনিঃ (১) যে ভাড়াটেকে খুন করেন। এখানে ইঙ্গিত, হত্যাকারী বাড়িওয়ালাই। (২) যে ভাড়াটে বাড়িওয়ালাকে হত্যা করেছে। পাঠকদের ধন্দে রাখার জন্য এটি বার্তাকারদের একটা কৌশল।

ভানেঃ (১) অভিনয় করে, ভান করে।

(২) ঢেঁকির সাহায্যে ধান থেকে চাল আলাদা করা হয়।

ভাবনাঃ আড়ি, বন্ধুত্বের শেষ। বাক্যগঠন- সৃজন আর জোজোর মধ্যে মাঝে মাঝেই ভাব আর মাঝে মাঝেই ভাবনা চলে।

ভাবুকঃ চিন্তা করুক, মনে আনুক।

ভারতবর্ষাঃ ভারতের বৃষ্টিকাল; মৌসুমি জলবাষ্প সংবলিত মেঘ-নিষ্কাশিত জল-ধারা।

ভারতের উচ্চতম আদালতঃ এটি দার্জিলিং-এ অবস্থিত, উচ্চতা প্রায় দু-হাজার মিটার। অথচ যত্রতত্র লেখা হয়, বলাও হয়, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত নয়াদিল্লিতে, সরকারিভাবেও এই অসত্য প্রচারিত হয়ে আসছে।

বি.দ্র. সম্প্রতি সুন্দরবনের দুই শত পঁচিশজন মৎস্যজীবী এই অসত্যের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার প্রতিজ্ঞা করবেন বলে পাঁয়তাড়া করছেন!

ভারসাম্যবাদীঃ রাজনীতি বা অন্য সামাজিক অবস্থানে মধ্যপন্থী; সাম্যবাদীদের বিপরীতপন্থী।

ভাস্যকারঃ বাং ভাস্য + ইং কার (car), যে গাড়ি জলেও চলে। বাক্যগঠন-বন্যা হলেও আমার চলাচলে অসুবিধা নেই, আমার ভাস্যকার আছে।

ভিক্ষামাগি: ভিক্ষুক রমণী।

ভিস্তিওলা: জলদ, মেঘ।

ভীমরুল: মহাভারতের ভীম-এর সঙ্গে ইং (rule) মিশ্রিত শব্দ; কড়া শাসন বা একনায়কতন্ত্র বোঝাতে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।

ভূটান: পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ।

ভূমধ্যসাগর: আজগুবি বাক্য, গোলাকার পৃথিবীর মাঝখানটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ভূয়ায়ন: বিশ্বায়ন, ধরায়ন, রসায়ন, বসুন্ধরায়ন, জগতায়ন ইত্যাদি।

ভূলুণ্ঠিত: অন্যের জমি জোর করে দখল (লুঠ) করা।

ভেকধারী: যাঁরা ব্যাং ধরে থাকেন। বাক্যগঠন -জীববিদ্যার গবেষণাগারে ভেকধারীরা প্রয়োজনীয় ব্যাং সরবরাহ করেন।

ভেরিফিকেশন: সবটা ইং বাক্য নয়, এটির অর্থ ভেড়ি: স্ত্রী ভ্যাড়া, যাকে ভেড়ি বানানো হয়েছে। পুং ক্ষেত্রে অবশ্যই ভ্যাড়াফিকেশন।

ভোজ্য তেল: যে তেল ভক্ষণ করা চলে; এটি একটি অবান্তর বাক্য কেননা তেল খেকো বা পেয় মানুষ নেই, তবে রান্নার তেল, গায়ে বা মাথায় মাখার তেল আছে। ব্যতিক্রম ক্যাস্টর অয়েল।

ভ্রমণ: ভুল করা। বাক্যগঠন-মানুষ মাত্রেই ভ্রমণশীল।

ভ্রষ্টাচার[১]: অনেক পণ্ডিত এবং খেলরত্ন রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তি পইপই করে বলে আসছেন যে, ক্রিকেটের ভাষা ইংরেজিই থাক। কিন্তু কে কার কথা শোনে, তাঁরা রাজি না হয়ে বাউন্ডারি মিস করাকে ভ্রষ্টাচার এইরকম পরিভাষা ব্যবহার করছেন, এ নিয়ে কটু মন্তব্য করতে গিয়েও থমকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই-কী থেকে কী হয় কে জানে?

ভ্রষ্টাচার[২]: চারজন অসৎ চরিত্রা নারী সম্পর্কে পুরোনো দুষ্প্রাপ্য কেতাবে স্পষ্ট অক্ষরে বর্ণনা করা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত কেতাবটি সম্প্রতি কোনো এক ইন্দুর সমাজ হাওয়া করে দেওয়ায় অসৎ চরিত্রাদের পরিচয় জানানো সম্ভব হল না।

ভ্রাম্যমাণ মাটি: যে মাটি ভ্রমণ করে থাকে; বৈজ্ঞানিকেরা প্রায়ই এই মাটি পরীক্ষা করে থাকেন।



ভৌত-বিজ্ঞান

ম

মউচাকর: কর্মী মউমাছি।

মউতাত: মধুর উষ্ণতা, মধু পানের পর উত্তেজনা।

মগজ: মগ জাত; চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী মগ গোষ্ঠীর সন্তান। বাক্যগঠন-চট্টগ্রামের একটি অঞ্চলে প্রচুর মগজ বাস করেন।

মগজজ: মগজ থেকে উৎপন্ন বুদ্ধি অর্থাৎ কল্পনা। মগজ + জ। তুলনীয়; যমজ, যমের সন্তান, জারজ, জার সন্তান। বাক্যগঠন-কল্পনাশক্তিতে সুকুমার রায়ের তুলনা নেই, তাঁর মগজজ কবিতা এবং ছড়াতে তার পরিচয় মেলে।

মগলাই পরোটাঃ চট্টগ্রামের পুরোনো অধিবাসীরা মগ নামে পরিচিত। তাঁরা এক ধরনের পরোটা প্রস্তুত করতেন। কচু, ভুট্টা চূর্ণ, চিন্ময়দা (চিরে বিশেষ ধরনের ময়দা), চুনোপুঁটির শুঁটকি, অভাবে খাওয়ার চুন এক চিমটা ইত্যাদি দিয়ে যে চতুষ্কোণ পরোটা বানাতেন তা বিশ্ববিখ্যাত ছিল। এই পরোটাকে অনেকে মোগলাই পরোটা বলেন, কিন্তু তা সঠিক নয়।

মঙ্গলঃ সুস্থ, স্বাভাবিক মন নয়, মনে কিছু গোল বা বিকার আছে। বাক্যগঠন-সুরেশদার সম্প্রতি অদ্ভুত ব্যবহার দেখেশুনে ডাক্তার বলেছেন, ওঁর মঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তুলনীয়-জঙ্গল = জন = মানুষ -এর (মধ্যে) মনের বিকার।

মতলববাজঃ যেসব বাজপক্ষীর মনে মতলব নিহিত থাকে; ধূর্ত বাজপক্ষী। স্ত্রীরূপঃ মতলববাজি। কোনো কোনো ঋষিকে খোঁচালে আর্ষপ্রয়োগে মতলববাজি এমন সুপারিশও করানো যেতে পারে।

মৎস্য বৎসঃ মাছের বাচ্চা।

মৎস্যান্যায়ঃ মাছের মতো।

মতলবঃ মত = বক্তব্য বা মনের কথা + লব = লইব বা নেব-অর্থাৎ মত নেব বা গ্রহণ করব। বাক্যগঠন-শিল্পায়নের বিষয়ে বহুজনের মতলব।

মদতঃ (১) সুরাত (শহরের নাম); (২) মন্দ বা সুরা সংলগ্ন।

মদীয় ভবনঃ মদের দোকান।

মদ্যাকর্ষণঃ মদিরার প্রতি টান, সুরাপাত্রের প্রতি আগ্রহ।

মধুকৈটভ ভারেঃ কৌটো ভরা মধুর সংস্কৃত রূপ।

মধুচক্রঃ মৌচাক; বাড়িতে হতে দেওয়াটা অপরাধ। বাক্যগঠন-গণেশবাবুর বাড়ির এক কোণে একটি মধুচক্র দীর্ঘদিন থাকার অপরাধে গণেশবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মধুর মুরতিঃ প্রাচীন কালে বঙ্গদেশে এখনকার মতোই শামুকের খোল, বাদামের খোসা, সাপের খোলস ইত্যাদি দিয়ে দেব-দেবীর মূর্তি গড়া হত (চাঁদা না নিয়ে)। সেই সময় বিশেষ ধরনের মৌমাছির সাহায্যে একটু শক্ত মধু তৈরি করিয়ে দেব-দেবী মূর্তি গড়া হত। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন-আজিকে তোমার মধুর মুরতি ইত্যাদি।

মধ্যপাচ্যঃ যা হজম করা খুব সহজ বা কঠিন নয়; যেমন দূরপাচ্য = যা হজম করা কঠিন। বাক্যগঠন-চুরি করা মাল সর্বদাই মধ্যপাচ্য।

মধ্যমণিঃ মাঝারি ধরনের রত্ন-ভাবার্থে যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় ব্যক্তিটি উচ্চস্তরের নয়, তুচ্ছার্থে যেমন বলা হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বাক্যগঠনঃ ভাঁড়ুদাকে আমরা খুব পণ্ডিত ব্যক্তি বিবেচনা করে খুব তোল্লাই দিয়েছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি মধ্যমণি ছাড়া কিছু নন।

মধ্যাকর্ষণঃ মধুর প্রতি আকর্ষণ (বানান গোস্বামীমতে)। অগোস্বামীরা বলেন আসল বানান মাধ্যাকর্ষণ।

মনোজগতঃ (মনোজ + গত) কল্পনাবিহীন কঠোর বাস্তব ক্ষেত্রে যাঁর চরণ বিচরণ করেন।

মনোনয়নঃ মনের চোখ, কল্পনানেত্র। বাক্যগঠন-হারুবাবু প্রত্যক্ষ না দেখলেও মনোনয়নে তিনি অনেক কিছুই দেখতে পান।

মনোনীতঃ মনে আনা (আনীত); স্মরণ করা। বাক্যগঠন-স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় সুন্দরবাবুর কন্যার একটি উত্তর কিছুতেই মনোনীত হয়নি।

মনোবিকলনঃ সুস্থ স্বাভাবিক মনকে অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত করা। অদ্ভুত কথা এই যে, আজকাল বহু ডাক্তার এই কর্মে লিপ্ত আছেন এবং সমাজে এঁরা সসম্মানে বিরাজ করেন।

মনোশ্চক্ষুঃ মনোনয়ন। বাক্যগঠন-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কৃষ্ণবাবু দলের মনোশ্চক্ষু পেয়েছেন।

মন্ত্রগুপ্তিঃ মন্ত্র + গুপ্তি; মন্ত্রের সাহায্যে শুদ্ধ করা হয়েছে এমন গুপ্তি (লাঠির মতো দেখতে, অথচ ভিতরে লুকোনো সরু লম্বা ছুরি)। একপ্রকার লুক্কায়িত ধারালো তরবারি। আধুনিক কালে জন-প্রতিনিধিগণ এই মন্ত্রগুপ্তি স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন, তবে শোনা যায় অতঃপর স্বপথ ধরতে বিশেষ বিলম্ব হয় না।

মন্ত্রের মতো কাজঃ মন্ত্রের সাহায্যে কাজ হয় না এই সত্যটিকে একটু কৌশলে প্রকাশ।

মন্দবায়[১]: মাঝিরা যখন নৌকো ঠিক ভাবে বায় না তখন বলা হয় মন্দবায়।

মন্দবায়[২]: ইং ম্যাল (mal) = মন্দ, aria = বায়ু। ম্যালেরিয়ার বিবেচনাধীন বিকল্প শব্দ।

মন্দাকিনিঃ (বাজার) মন্দা চলার সময় শেয়ার ক্রয় করি। শেয়ার বাজারের এটি একটি প্রচলিত প্রথা। বাক্যগঠন- শেয়ার বাজারের মন্ত্র হল তেজি বেচি, মন্দাকিনি।

মমত্বঃ আত্মকেন্দ্রিকতা (মম = আমার), ইংরেজি ইগোটিজম (egotism); মমতা।

ময়দানঃ ময়দা যুক্ত করা; ময়দা মেশানো। বাক্যগঠন-সুপ ঘন করতে হলে কয়েক চামচ ময়দান করো।

ময়ূরকন্ঠীঃ যে মানুষের কন্ঠস্বর ময়ূরের মতো, অর্থাৎ ভয়ংকর রকমের কর্কশ। যেমন কোকিলকন্ঠী; কোকিলের মতো (মধুর) কন্ঠ, হেমন্তকন্ঠী; হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কন্ঠ ইত্যাদি।

মরিচিকাঃ ছোটো লঙ্কা।

মরিয়াঃ অসম্পূর্ণ বাক্য, মূল অর্থ-মৃত্যু বা মরণ ভয়ে। বাক্যগঠন-হরিপদ কেরানি বললেন, আমি আর বাঁচব না গো, আমি যাব মরিয়া।

মরুকরণ: দাবাঞ্চলকে তরুহীন করা; যেসব অঞ্চলকে কিছুতেই তরুমুক্ত করা সম্ভব নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সেই কর্মটিকে সফল করে এনেছেন।

মর্মরধ্বনি: আসন্ন মৃত্যুর সময়কার আর্তনাদ। বাক্যগঠন-সেবার গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের সময়ে ভয়াবহ মর্মরধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

মর্মর মূর্তি: (মর মর মূর্তি) মৃতপ্রায় ব্যক্তির অবস্থা।

মশকরা: (১) ঠাট্টা ইয়ারকি, (২) মশা, একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট, মশক। বহুবচনে-মশকরা। বাক্যগঠন-হারুদার বাগান-বাড়িতে তিনি প্রতি সপ্তাহান্তে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে মশকরা করেন, আর মশকরা দিব্যি নিশ্চিন্তে তাঁদের রক্ত পান করে।

মশাই: মশা-ই, দৃঢ় প্রত্যয় অর্থে, এটি মশাই, অন্য কিছু নয় এমন অর্থে। বাক্যগঠন-যে পোকাটি আপনাকে কামড়েছে সেটি অন্য কিছু নয়, মশাই হবে।

মস্তক মুণ্ডন: মাথা কাটা, হত্যাকারী।

মস্তকাস্তরণ: মস্তক বা মুণ্ড বা মাথা (নিজস্ব) বাঁচাবার জন্য রণ বা সংগ্রাম। বাক্যগঠন-প্রতিটি জীবেরই মস্তকাস্তরণের হক আছে।

বি. দ্র. ওপরের বর্ণনায় একটু ফাঁক রয়ে গেছে-উক্ত বাক্যে অর্থাৎ মস্তকাস্তরণ, আস্তরণ কথাটির সম্যক অর্থ সু-উন্মোচিত হয় নাই, পরে কোনো এক তালে সংশোধিত করা যেতে পারে।

মহত্ত্বপূর্ণ: শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ। মহত্ত্বের মাহাত্ম্য এটাই যে এটি সর্বদাই পূর্ণ।

মহাকাশ: (১) বড়ো বড়ো কাশ (ফুল); (২) প্রচণ্ড কাশি। বাক্যগঠন-৭৯ বছর বয়সে বৃদ্ধ সুরম্য বসু দুরারোগ্য মহাকাশে পীড়িত।

মহাকাশচারী: খচারি; ইং অ্যাস্ট্রোনট (পুরুষ), অ্যাস্ট্রোনটী (স্ত্রী)। ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ইত্যাদি।

মহাজনঃ মহান ব্যক্তি, যাঁদের চরিত্র পুণ্যগুণে গিজগিজ করে, পবিত্র ব্যক্তিত্ব। বাক্যগঠন-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন খাঁটি মহাজন।

মহাজানঃ মহাপ্রাণ, মহৎপ্রাণ সম্পন্ন।

মহাজ্ঞানী মহাজনঃ মহাজন (প্রধানত সুদখোর) মাত্রেই মহাজ্ঞানী।

মহাফেজখানাঃ আরব দেশের বিশেষ ধরনের টুপি ফেজ-এর বিপুল সংগ্রহ; যে বিশাল দোকানে ফেজ নামের টুপি পাওয়া যায়।

মহারোমঃ (১) মহানগর রোম, (২) দীর্ঘ কেশ।

মহারোম-দোহরোমঃ প্রায় দু-হাজার বছরের পুরোনো প্রবাদ। কথিত আছে লণ্ডভণ্ডকারী ভ্যান্ডালরা বললেন, মহা (শহর) রোমকে দোহন করো। অন্যমতে দহন করো। ওই একই সময়ে সম্রাট নিরো রোমের বেহাল অবস্থা দেখে দুঃখের সঙ্গে বেহালা বাজাচ্ছিলেন- তবে বাজনাদার হিসেবে খুব একটা সৃষ্টি করতে পারেননি।

মহালয়ঃ সম্পূর্ণ ধ্বংস। বাক্যগঠন- প্রাগৈতিহাসিক কালে বহুবার পৃথিবীর নানা স্থানে বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহালয় ঘটেছিল।

মাইল ফলকঃ সরকারিভাবে এখন আর এ কথাটি ব্যবহার করা হয় না; পরিবর্তে কিলোমিটার ফলক করার একটি প্রস্তাব লোকসভায় তোলা রয়েছে।

মাকালঃ (১) মায়ের সময়; (২) সময় শূন্যতা।

মাছরাঙাঃ রঙিন মাছ; সাধারণত যেসব মাছ বাড়ির মধ্যে কাচের পাত্রে পালন করা হয়।বিভিন্ন রঙের বাহারি মাছ।

মাঝিঃ মা এবং মেয়ে। বাক্যগঠন-মেয়েদের আড্ডায় প্রচুর মাঝির সমাগম হয়।

মাটির মানুষঃ মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত মানুষ। বাক্যগঠন-ভাঁড়ুদা ছিলেন মাটির মানুষ, একদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজার পর তিনি প্রথমে কাদা এবং পরে

ঘোলা জলে পরিণত হয়ে পরলোক গমন করেন।

মাতাঃ মত্ত হওয়া।

মাতামতঃ (১) মায়ের মত। বাক্যগঠন- আজকাল মাতামতের মর্যাদা অনেক বেড়েছে। (২) মাতা, উত্তেজিত বা উদবেল হওয়া, সে কারণ মত্ত ব্যক্তির মত। বাক্যগঠন-প্রবুদ্ধবাবুর কথা বাদ দাও, ওঁর মাতামত একেবারেই গ্রহণীয় নয়।

মাতৃনারীঃ বহুকাল যাবৎ হিন্দুদিগের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মহালয়া (পবিত্র)-র ভোরে পবিত্র গঙ্গা বা পবিত্র অন্য যেকোনো নদীতে পুষ্পার্ঘ্য-সহ পিতৃ-পুরুষের প্রতি অঞ্জলি প্রদান করার সুব্যবস্থা ছিল, তবে সম্প্রতি জানা গিয়েছে, নারীগণও অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হইয়া মাতৃনারীর উপাসনা করিতে ইতঃস্তত করিতেছেন না।

মাতৃপূজাঃ মা যেসব পুজো করেন। নাস্তিক হলে কী হয় তা শাস্ত্রে লেখা নেই।

মাতৃভক্তিঃ বর্ষার সময় প্রবল স্রোতে দামোদর নদ মায়ের কথা রাখতে গিয়ে পার হওয়ার অসুবিধে হওয়ায় আজকাল আর মাতৃভক্তি তেমন দেখা যায় না।

বি.দ্র. গঙ্গা বা পদ্মা নদী পার হলে হবে না, দামোদরই হওয়া চাই।

মাতৃভূমিঃ মায়ের দেশ। ভারতের বাঙালি পুত্র বা কন্যার মা যদি পাকিস্তানি হন তা হলে ওই পুত্র বা কন্যার মাতৃভূমি বা দেশ পাকিস্তান, এই হল সার কথা।

মাথায় রাখাঃ (১) উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করা। বাক্যগঠন-জাতীয় পতাকাকে সরকারি বাড়ির মাথায় রাখা হয়। (২) দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় যখন ফুটবলকে মাথায় রাখেন। বাজারে ঝাঁকামুটেরা আনাজভরতি ঝাঁকা মাথায় রাখেন। একদা সেই মান্ধাতা-ব্রিটিশ দুঃশাসনের যুগে বাঙালি বাবুগণ বর্ষার সময় ঘৃণ্য সাহেবি অফিসে যাওয়ার সময় ঝাঁকামুটেরা তাঁদের মাথায় রাখতেন।

মাথার উপর মেঝে: বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মাথার উপর ছাদও থাকে মেঝেও থাকে। সবচেয়ে উঁচু ফ্ল্যাটের অবশ্য কেবল ছাদই থাকে।

মাদকাশক্তি: সুরার শক্তি, মদবল।

মানপত্র: এক ধরনের ভোজ্য কচু গাছের পাতা। পণ্ডিতদের দেওয়া হলে তাঁরা ভারি খুশি হন।

মানবী অধিকার: মানব অধিকার নিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছে, তারই পাশাপাশি এখন নারীরাও তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

এক বিশিষ্ট জ্যোতিষী বলেছেন, এর ফল তেমন চমৎকার হবে না। ওই জ্যোতিষী বলেন, এর জন্য যে মাদুলি দরকার সেটি ব্যবহার করলে জাতিকাগণ উপকার পাবেন।

মানালি: মানিয়ে নিলি।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস: রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের একটি রচনায় তিনি লিখেছিলেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস বাড়ানো পাপ, কিন্তু তিনি নিজে প্রুফ না দেখায় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সংশোধন করার সময় ছাপাখানার ভুলই থেকে যায়-এই জনশ্রুতিটির প্রস্তুতকারকের নামও জানা যায়নি!

মানুষের মতো মানুষ: অর্থহীন ছেঁদো কথা, মানুষ মানুষের মতোই হয় এ তো অধ্রুব সত্য নয়, তা হলে কেন এই কথন বা উপকথন? এমনই অনেক কথা রয়েছে আলকাতরার মতো আলকাতরা, ল্যাজের মতো ল্যাজ ইত্যাদি।

মামুলি: মামু (মামা) সম্পৃক্ত। তুলনীয়, রাখালি।

মারকুটে অর্থনীতি: হিংস্র, মারমুখী অর্থনীতি; ইং মার্কেট ইকনমির সম্ভাব্য অনুবাদ।

মার্গ সংগীত: মর্গ ইং (morgue)-এর শোকাবহ গান, মর্গর স্বতন্ত্র উচ্চারণে মার্গ।

মালকোষঃ অনেক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে নানাবিধ মদ্য সঞ্চিত রাখার কক্ষকে মালকোষ বলা হয়। এর ইং নাম ওয়াইন সেলার (wine cellar)।

মালভূমিঃ যে অঞ্চলে মাল বা মদ্য প্রস্তুত হয়।

মাসতুতো ভাইঃ এক মাসের মেয়াদে পাতানো ভাই, আধুনিক কালে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আইন বলবৎ হওয়ায় ভাইগণ আর একত্রে বসবাস করেন না, তাই মাসতুতো ভাই-এর চলন বহুল প্রচলিত হয়েছে। কয়েক বছর আগেও বছরতুতো ভাই-এর কথা শোনা যেত, বর্তমানে শোনা যায় সপ্তাহতুতো ভাই-এর আমদানি ঘটছে-হয়তো পরে দিনতুতো ভাইদেরও দেখা মিলবে।

মাসিকঃ মাসি সম্পর্কীয়। মাসিক বরাদ্দ, মাসিকে দেয় অর্থ।

মিতাচারঃ চার বন্ধু, যেমন মিথ্যাচার = চার মিথ্যা। বাক্যগঠন-বীরুরা ছিল চার ভাই, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এমনই গাঢ় ছিল যে লোকেরা বলত ওরা মিতাচার, ওদের কেউ আলাদা করতে পারবে না।

মিথ্যাগ্রহীঃ যাঁরা মিথ্যার প্রতি আগ্রহী, এই মিথ্যা বিলাতি ধাতু 'মিথ' থেকে বস্তাভরতি করে চোরাপথে এ দেশে আনা হয়েছে।

বি.দ্র. মিথিলার সঙ্গে ধ্বনি-সাদৃশ্য থাকলেও দুই মানে বিস্তর পার্থক্য।

মিনিকিটঃ (ভিন্ন বানানে মিনি কীট) এটি ইং-বাং মিশ্রিত বাক্য, যিনি (mini) এবং কীট = পোকা অর্থাৎ ছোটো পোকা; যেমন মশা, মাছি, উকুন, এঁটেল ইত্যাদি। বাক্যগঠন- গোপালবাবু এক অজ্ঞাত জাতের মিনি কীটের কামড়ে অসুস্থ হয়েছেন।

মিনিবাসঃ (১) স্বল্প পোশাক, অপ্রতুল সাজ-গোজ। (২) কম গন্ধযুক্ত।

মুক্তধরাঃ স্বাধীন পৃথিবী।

মুক্তোকচ্ছঃ ভারতের পশ্চিমের কচ্ছ উপকূলের কাছাকাছি প্রাপ্তব্য মুক্তো।

মুখপাত্রঃ যে আধার মুখে তোলা যায়/হয়, যেমন গেলাস, কাপ ইত্যাদি যেকোনো আধার। বাক্যগঠন- হারুবাবুর বাড়িতে গত শনিবার সব ক-টি মুখপাত্র ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

মুখবদলঃ মুখকে বদলে ফেলা, আধুনিক অস্ত্রোপচারের সাহায্যে (plasitc surgery) মুখের চেহারার পরিবর্তন।

মুখবন্ধঃ (১) মুখ আটকে রাখা বা কথা বলা নিষেধ করা, (২) যে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা নেই সেই রাষ্ট্রকে মুখবন্ধ রাষ্ট্র বলা হয়। বাক্যগঠন- পৃথিবীতে এখনও অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে মুখবন্ধ আইন চালু।

মুখস্থঃ মুখে যার অবস্থান, যেমন দাঁত, জিভ, লালা, তালু ইত্যাদি।

মুখে ফুল-চন্দনঃ আশা করি প্রত্যেক বঙ্গবাসী অবগত আছেন যে, মানুষ যখন কোনো ব্যক্তির সাফল্যে খুশি হয়ে বলেন মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, তখন তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন এটির মর্মার্থ বা প্রকৃতার্থ কী? না? বর্তমান বিষয়টিতে এখন যাওয়া যাক- কারও মুখে যদি আধ কেজিখানেক চন্দন সুউচ্চ স্থান হইতে পড়ে তাহা হইলে সে তো সোনায় সোহাগা। এবারে বাক্যগঠন দ্বারা ইহার তাৎপর্য প্রকাশ করিতে হয়। বাক্যগঠন-প্রতিস্থাপনের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক এবমপ্রকার বিষয়টি ফলে যাওয়ার পর লেখক কুহক বসুর মুখ-নাক-চোখ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হওয়ার পর বর্তমানে নার্সিংহোমে, তবে কপাল ভালো, তাঁর কপাল মোটামুটি অক্ষতই আছে।

মুখাগ্নিঃ উত্তেজনা সৃষ্টিকর্তা যখন অতি বৈপ্লবিক কথায় ফুলঝুরি বাজির মতো বাক্যাগ্নি বর্ষণ করে জনতাকে কিছু খুন, কিছু বাড়িঘর ধ্বংসের প্রেরণা দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে কাল কাটান; তখন ব্যঙ্গ করে কেউ কেউ এই ধরনের মানুষকে মুখাগ্নি ব্যাখ্যা দেন, অর্থাৎ এঁর আগুন কেবল মুখেই, এঁদের দু-হাত দু-বগলে থাকে।

মুড়িঘণ্টঃ এক বিশেষ ধরনের বাঙালি রান্না, মুড়ির সঙ্গে কুমড়ো এবং আদার কুচি দিয়ে অল্প মাখনে ভাজা, অতি লোভনীয় খাদ্য।

মুদ্রাদোষঃ ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রা; যে ধাতব সরকারি টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত হয় সেই মুদ্রায় যখন ত্রুটি থাকে তাকেই মুদ্রাদোষ বলা হয়।

মুর্শেদকুলি খানঃ ঐতিহাসিক মুর্শেদকুলি খান নামটি আসল নাম নয়-তাঁর আসল নাম মুর্শেদ কিন্তু পদবি জানা যায় না। একবার নাকি তিনি রাগ করে একজন কুলিকে হত্যা করেন, তারপর তিনি সেই কুলির মাংস রান্না করে খান! এটি অপপ্রচার বলেই মনে হয়, কেননা এর কোনো সত্যতা আধুনিক ঐতিহাসিকেরা খুঁজে পাননি।

মুষলধারে বৃষ্টিঃ বাক্যটি অদ্ভুত এবং আবোল-তাবোলীয় পর্যায়ে পড়ে যদিও সুজন ব্যক্তিগণ মনে করেন ইহার অর্থ প্রবল বৃষ্টি। সরলার্থে এটি গদার ধারে বা পাশে বৃষ্টি! যদি এই হয় যে গদার ধারে অর্থাৎ গদার ঋণে বৃষ্টি সেটি আরও! ইংরেজিতেও আজগুবি উদাহরণে প্রবল বৃষ্টিকে বলা হয় বৃষ্টি কুকুর-বিড়াল হয়ে পড়ছে! (like cats and dogs)

মুষলিনীঃ প্রাচীন ভারতে নারীরা যে যুদ্ধে কম পারদর্শী ছিলেন না তার প্রমাণ অনেক। বর্তমানে আলোচ্য মুষলিনী কথাটি থেকে স্পষ্ট, নারীরা মুষল নিয়েও যুদ্ধ করতেন। গোস্বামীমতে এটি সামান্য সিদ্ধ।

মুষ্টিভিক্ষাঃ ভিক্ষা চাওয়ার পর মুষ্ট্যাঘাত করা, বা সরল বাক্যে ঘুসি প্রদান করা। বাক্যগঠনঃ সুহৃৎবাবু ভিখিরিদের মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করা থেকে কখনো বিরত থাকেন না, এজন্য একটি ভিখারিও তাঁর বাড়ির ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইঃ এক আশ্চর্য যুদ্ধ, যেখানে যোদ্ধা অধিকাংশ সময়েই শুয়ে থাকেন। বাঙালি জাতকের শেষ এবং মোক্ষম যুদ্ধ।

মেদিনীঃ মেদযুক্ত বা স্থূলকায় নারী।

মেয়েবাজিঃ মেয়েদের জন্য প্রস্তুত বিশেষ ধরনের কম বিপজ্জনক বাজি।

মেরামতঃ হি থেকে বাং-এ রূপান্তরিত। (১) মেরা = আমার, মত = বক্তব্য। (২) মেরা + মতো = আমার মতো কিংবা আমাসম। বাক্যগঠন-সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ সম্পর্কে মেরামত নেই।

বি.দ্র. যেসব লোকে পদ্য লেখেন অথচ মিল খুঁজে পান না, তাঁদের সুবিধের জন্য জানানো হচ্ছে 'মেরামত'-এর মিল অমিল নয়, যেমন-কেরামত, সেরামত, চেরামত = দ্বিমত, ন্যাড়ামত = মতশূন্য, ঘেরামত = যে মতকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।

মেহমুক্তঃ (মেহ-মেঘ + মুক্ত), মেঘহীন। বাক্যগঠন-নেড়ুদা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মেহমুক্ত। তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

মোগলসরাইঃ ইতিহাসে পাওয়া না গেলেও লোকশ্রুতিতে জানা যায় মোগলরা যখন ভারতে আসেন তখন একদল বাঙালি মোগলদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেটি মোগলসরাই আন্দোলন নামে খ্যাত হয়েছিল। ওই সময় ওই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে আশিটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী মোগলসরাই গোষ্ঠী নামে পরচিত। বর্তমান মোগলসরাই স্থানটি ওই গোষ্ঠীর নাম থেকেই হয়েছে।

মোঘ-শক্তিঃ কমজোরি, শক্তিতে দুর্বলতার ঘনঘটা, দুর্বলতা যখন প্রায় তুঙ্গে-অমোঘ-এর পালটি বাক্য, তবে বেদবাক্য না হওয়াই সম্ভব।

বি.দ্র. এই মোঘ-এর সঙ্গে মোঘল কথাটার সম্পর্ক নেই বললেই চলে, দক্ষিণ মেরুর এক মৌনীবাবা জানিয়েছেন এ নিয়ে কিছু না বলাই ভালো কী থেকে কী হয় কে জানে।

মোটা টাকাঃ স্থূলকায় টাকা (মুদ্রা), অচল টাকা। বাক্যগঠন-চার্বাকবাবু আজকাল প্রায়ই মোটা টাকা হাতে পাচ্ছেন আর দুঃখে ভেঙে পড়ছেন।

মোম্বাসা: মউচাক, মউঘর, মোম দিয়ে তৈরি ঘর, মউগৃহ।

মোমেম: নারী চাটুকার, বর্তমানে নাম চামচা। মোসাহেব-এর স্ত্রীরূপ। বলা প্রয়োজন আজকাল মোশিশু, মোবালক ইত্যাদিদেরও দেখা মিলছে।

মৌগোলিক: মোগল সুলতান বা নবাব সংক্রান্ত, মোগলাই।

মৌল: মলঘটিত।

মৌলবাদী[১]: মধু থেকে উৎপন্ন বস্তু বর্জনকারী। বাক্যগঠন-গুরুবাবু স্থূল হচ্ছেন দেখে ডাক্তার গৌরীপদ তাঁকে মৌলবাদী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মৌলবাদী[২]: (১) আদালতে যিনি নালিশ করেন (মূল বিবাদী) তাঁদের মধ্যে মূল প্রতিবাদকারীকে আদালতের ভাষায় মৌল-বাদী কহা হয়। বাক্যগঠন-দিল্লির এক আদালতে মৌলবাদী হীরক রায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। (২) যাঁকে কবিরাজ মুলো খেতে বারণ করেছেন। বাক্যগঠন-হারুদা আজকাল মুলো বাদ দিয়ে আহার গ্রহণ করেন, এ কারণে তাঁকে মৌলবাদী বলা হয়।

য

যক্ষ্মা: অপুষ্টিজনিত রোগের নাম। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে প্রাচীনকালে কুবের নামক মহাধনী ব্যক্তির। ইনি যক্ষ নামেও পরিচিত। ইনি এতই ধনলোভী ছিলেন যে, বিরহের নাম করে উপবাসে শীর্ণ হতে হতে এমন অসুখ বাধান যা যক্ষ্মা নামে পরিচিত হয়। উদাহরণ আধুনিক কালের আলঝাইমারস কিংবা পার-কিনসনস ডিজিজ।

যন্ত্রপট: ক্যামেরায় তোলা ছবি।

যবনিকা: গ্রিস দেশের শিশুকন্যা (গ্রিসের মানুষ = যবন)। বাক্যগঠন-আথেন্সের রাস্তায় এক যবনিকা চলার সময় পতিত হল। অন্যভাবে বলতে গেলে, যবনিকার পতন হল।

যবে: যব শস্যে।

যষ্টিফাইঃ বাং যষ্টি + ইং ফাই (fy)। লগুড়ে পরিণত করা। যেমন নাটি্যফাই। অন্যকে যষ্টি বা লগুড় উপহার দেওয়াকে যষ্টিফাই বলা অসংগত নয়।

যুক্তকরঃ (১) কর যুক্ত। (২) একাধিককর যুক্ত করা, এটি double taxation -এর বঙ্গরূপ হতে পারে। (৩) যোগ করো।

যুগোস্লাভিয়াঃ বাং যুগ, ইং স্লেভ (slave), মিশ্রিত শব্দ। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া যখন একটি দেশকে এক যুগ ধরে তাঁবে (বা স্লেভ করে) রেখেছিল তখন এই নামকরণ হয়। ১৯৯১ সন পর্যন্ত এটি ছিল যুগদাস (yugo দাস)।

যুযুধানঃ প্রকৃত বানান জুজুধান। প্রাচীন কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হওয়ার দেড় প্রহর আগে পাণ্ডববাড়িতে কয়েকটি ধান-ভরতি বস্তা আসে। প্রেরকের নাম জানা যায় না। যাই হোক, সেই ধান থেকে চাল বার করে ভাত রান্না করে খাওয়ার পরে বোঝা যায় এই ধান ছিল বিষাক্ত। এর পর থেকে ওই জাতীয় ধানের কথা শুনলেই ভয়ে সকলে আঁতকে উঠতেন। তাই ওই ধানের সাধারণ নাম জুজুধান নামে প্রচলিত হয়।

যোগসূত্রঃ যে তন্ত্র ব্যবহার করে যোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। সেই একই যোগ আরও সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সূত্রের পরিবর্তে রজ্জু ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য যন্ত্রগণকের (calculator) সাহায্যে সেই কর্ম করা যায়।

যৌগিক ক্রিয়াঃ অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রথমেই যোগ শিক্ষা আবশ্যিক, সেই যোগ শিক্ষাকেই যোগক্রিয়া বা যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়।

র

রক্ত চাপল্যঃ দেহে সঞ্চালিত রক্তের স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি চাপ; অনিয়মিত রক্ত চলাচল।

রঙ্গনাঃ আমোদের নয়।

রঙ্গভঙ্গঃ মজার শেষ, ফুর্তির শেষ।

রণদামাঝিঃ রণদাদার মা ও মেয়ে?

রণধন (রন্ধন)ঃ যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত প্রয়োজনীয় অর্থ, রণ (যুদ্ধ), + ধন (অর্থ এবং অন্যান্য ধন)। বাক্যগঠন-অনেক রাজ্য রন্ধন সংগ্রহ না করতে পেরে শান্তির ললিত বাণী শোনান। বা যে রাজত্বে প্রজাদের দিন কাটে অরন্ধনে, সে রাজার রন্ধন সংগ্রহের অধিকার নেই।

রমরমিয়ে চলাঃ রোমের একনিষ্ঠ রোমিয়োর হাবভাব, চালচলন। উৎপত্তি রোমের রোমিয়োর, কিন্তু উচ্চারণে পানিহাটি থেকে যেমন পেনেটি। এই কথার প্রাচীন অর্থ চুলো রোমিয়োর মতো অবিন্যস্ত চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উদাস প্রেম প্রেম ভাব।

রসকরঃ রসসৃষ্টিকারী, রসিক।

রসদঃ রসদানকারী, যিনি রস দেন; কবি লেখক, খেজুর গাছ, তাল গাছ ইত্যাদি।

রসনাঃ রসের অভাব, শুষ্ক।

রসায়নঃ বিশ্বায়ন।

রসে বসেঃ হাওড়ার রবীন্দ্র সেতু এবং বঙ্কিম সেতুর আদ্যক্ষর দিয়ে তৈরি বাক্য।

রহস্যজনকঃ যে সন্তানের পিতৃপরিচয় স্পষ্ট নয়। মাতৃপরিচয় ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকলে তাকে রহস্যজননী বলা চলে।

রাজদণ্ডঃ রাজার শাস্তি। ন্যায্য হোক, অন্যায্য হোক, বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায়, বহু রাজাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে, অধিকাশংই মুন্ডুচ্ছেদ, তবে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বাড়ি পাঠানোও হয়েছিল।

রাজধানীঃ রাজার উপযুক্ত (শ্রেষ্ঠ) ধান সম্পর্কিত। যে ধান থেকে সর্বোৎকৃষ্ট চাল তৈরি হয়।

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরিঃ লেখাটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হলেও এটি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, এটা একেবারে যাচ্ছেতাই কথা! এর মধ্যে রাজার হস্ত বেশ জুতসই কথা, আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত ধোপে টেকে না, কিন্তু তাই বলে কাঙালের ধন? ধন বা সম্পদ যদি কারও থাকেই তা হলে তাঁকে 'কাঙাল' বলাটার মধ্যে যুক্তির অভাব পরিদৃশ্যমান। তা ছাড়া রাজার শক্তি মোঘ নয়, অমোঘ। তিনি চুরি করবেন কোন দুঃখে? তিনি নির্ভয়ে ডাকাতি করলেই-বা ঠেকায় কে? নীতিঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।

রাজ্যপাটঃ যে রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পাট চাষ হয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গ।

রাজ্যপালঃ অসংখ্য রাজ্য; তুলনীয়, পঙ্গপাল।

রানিত্বঃ রাজ্যের শাসনকর্ত্রীর অধিকারভুক্ত অঞ্চল (রাজত্বের স্ত্রীরূপ)। বাক্যগঠন- শ্রীমতী ইন্দিরা কয়েক বছর ভারতের রানিত্ব করেন।

রাবণের চিতাঃ রামায়ণে এখনও পরিলক্ষিত না হলেও এক শ্রেণির ইয়াংগনবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস, রাবণ ছিলেন চিতা প্রিয়। তাঁর পোষা চিতার সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি।

রামপত্নীঃ সীতা বা জানকী, যেমন রাম সীতাপতি।

রামশন্নাঃ খুঁজে না পেলেও মহাভারতে ওঁর কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। ইনি সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। এঁর লেখা 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছেন রামশন্না' এখন পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর আরও গোটা ত্রিশ কথা দু-জন গবেষক উদ্ধার করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যত পুত্র তত কন্যা (বলে গেছে... ইত্যাদি) যত মুখ তত রান্না, যত হিরে তত পান্না, যত বৃষ্টি তত বন্যা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতিঃ প্রচারকর্তা।

রিক্ততাঃ (১) প্রচণ্ড অভাব; (২) অতিরিক্ততা -প্রাচুর্য। এটি লোডশেডিংয়ের সময় উচ্চারণে বিপদ কম।

রীতিমতোঃ নিয়ম অনুযায়ী। বাক্যগঠন- দুধে দম্বল দেওয়ার পর দই রীতিমতো জমে উঠেছে।

রুপোজীবীঃ যিনি রুপোর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্ত্রীরূপঃ রুপোজীবিনী। বাক্যগঠন-সুন্দরবাবুর শাশুড়ি একজন রুপোজীবিনী।

রুশিয়াঃ (রুষিয়া) রুষ্ট হয়ে, রাগ করে। বাক্যগঠন-'রাবণ রুষিয়া যান রামেরে দেখিয়া।'-অজ্ঞাত কবি।

রোডেসিয়ান কুকুরঃ ইং road থেকে বাক্যটি প্রস্তুত। রাস্তার কুকুর, খেঁকি কুকুর।

রোদনঃ রৌদ্র (রোদ) করণ; সূর্যকিরণের বিস্তার করা। বাক্যগঠন-'রোদন ভরা এ বসন্ত'।

রোমনীয়ঃ রোম (গায়ের লোম) সংক্রান্ত।

রোমহর্ষকঃ রোমের আনন্দদানকারী।

ল

লঙ্কা কাণ্ডঃ মরিচ গাছের ডাল। বাক্যগঠন -দেখ তো কী ঝামেলা, লঙ্কা কাণ্ডে ধুতি বেধে কতখানি ছিঁড়ে গেল।

লক্ষ্য পতিঃ পতি (স্বামী) যাঁর লক্ষ্য; স্বামী সন্ধান। বাক্যগঠন-আজকাল অনেক নারীরই লক্ষ্য পতি।

লগনঃ (১) লগ্নর আলাদা রূপ। (২) স্ত্রীরূপ-লগ্নি। (৩) আধুনিক ইং log -on, ইন্টারনেট (internet) অর্থাৎ অন্তর্নেত্রর সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া।

লগুড়ঃ যষ্টিমধু (এখানে যষ্টিগুড় যোগে লগুড়, হ্যাঁচকা টানে সিদ্ধ)।

লহ মাঃ মাতৃদেবীকে কিছু অর্ঘ্য নিবেদন সময় উচ্চারিত। বাক্যগঠন-আমার এই সামান্য উপহার লহ মা।

লালসাঃ লাল রঙের প্রতি প্রীতি।

লাস্যঃ মৃতদেহ (লাশ) সম্পর্কীয়।

লেখোয়াড়ঃ এক সৃজনশীল বালকের মুদ্রায়িত বাক্য, এর অর্থ লেখক (গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি)। তুলনীয়, খেলোয়াড়। ওই বিন্যাসেই লেখোয়াড়কে লেখুড়ে বলা যায়।

লে হালুয়াঃ কাশ্মীরের লে অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হালুয়া। এটির অন্য অর্থ চমৎকার।

লোকসংগীতঃ মানুষের কন্ঠসংগীত। এর মধ্যে কীর্তন, দ্বিজেন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, খেয়াল ইত্যাদি রয়েছে।

লোকালয়ঃ ইং লোকাল, (local) কথাটি থেকে উৎপন্ন; স্থানীয়।

লোকোভয়ঃ (১) মানুষকে ভয়; (২) ইং loco বাং ভয়=রেল ইঞ্জিনে চাপাপড়ার আতঙ্ক। শিবুর লোকোভয় এতই বেশি যে তিনি সহজে রেলের লাইন পার হতে চান না।

লোটাকম্বলঃ চুরি করা কম্বল। বাক্যগঠন -একদল লোক কয়েক লাখ টাকার লোটা-কম্বল নিয়ে গাঢাকা দেওয়ার পর পুলিশ তাদের ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে।

ল্যাংটা ও বাটপাড়ঃ পুরাণে বিবৃত আছে ল্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কীসের অর্থাৎ হে ল্যাংটা তুমি নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারো। কথাগুলি মোটামুটি বেশ ছিল, বহু ল্যাংটা প্রাচীনকালে নির্ভয়ে বিচরণ করতেন- কিন্তু কালের বদল হু-হু করে ঘটে গেছে-বর্তমানকালে উক্ত বাক্য আর চলে না, কেননা বর্তমানে বাটপাড়রা না পারে এমন পাপ নেই, তারা ল্যাংটা মানুষের কিডনি (দু-লক্ষ টাকা), চোখের মণি (দেড় লক্ষ টাকা), হৃৎপিণ্ড (কমপক্ষে

চার লক্ষ টাকা) ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বছরে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করেন; অতএব, ল্যাংটা সাবধান (সর্বহারাদের প্রতিও একই চেতাবনি)! পুঃ যাঁদের চুল আছে তাঁরাও সাবধান! চুল বিক্রয় করিয়ে

বহু কোটি টাকার ব্যাবসা করেন এমন বাটপাড়ও প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরিতেছেন।

ল্যাজে ঝোলানোঃ লেজ বা ল্যাজের সঙ্গে ল্যাজ জড়িয়ে একরকম খেলা যা মানুষের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব না হলেও কবির মনে অসম্ভব নয় (মনে হয় কবিদের এটা এক ধরনের আন্তরিক সম্পর্ক)। তুলনীয়- লাজে ঝোলানো।

ল্যান্ড-মাইনঃ ইং land -mine-আমার দেশ। বাক্যগঠন-নেতা বটে বটকৃষ্ণবাবু, সর্বদাই মনের মধ্যে ল্যান্ড-মাইনের চিন্তা।

শ

শকাব্দঃ যে বছর থেকে মানবসভ্যতায় গুরুতর শক-এর সঙ্গে সখ্য স্থাপন শুরু হয়। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এই অব্দ কেউ কেউ মেনে নিলেও সকলে এখনও অবশ্য মেনে নেননি।

শক্তিরূপীঃ বাং শক্তি, ইং রূপী (rupee) অর্থবল। বাক্যগঠন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাদাগিরির মূলে রয়েছে শক্তিরূপী।

শতংবদ মা লিখোঃ লেখো মা এক-শো বার খারাপ। অর্থাৎ প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনে করতেন কেবল কথা বলা নয়, না লিখলে বিষয়টি মনে পড়ে না, সেজন্যই এই উপদেশ। প্রাচীন কালে যে নারীদের বিশেষ সম্মান ছিল না এটি তার একটি প্রমাণ।

শতদলঃ এক-শো গোষ্ঠী অনেক দল সমষ্টি বা ইংরেজি coalition (কোয়ালিশন) । বাক্যগঠন-এ বছর সংসদের শতদল মিলে সংখ্যাগুরু জোটে পরিণত হয়ে সরকার গঠন করল।

শতপুষ্প: এক-শো জাতের ফুল। এই জগতে বহু হাজার ফুল জন্মায়, তাই যখন বলা হয় শতপুষ্প বিকশিত হোক, তখন বক্তার অনুদার মনই প্রকট হয়।

শব্দকোষ: বাক্যভাণ্ডার; ইং cell -phone-এর বঙ্গ রূপ। এর সর্বাধুনিক প্রয়োগে জানা যায় এটি একটি দূর্বাক্য বেতারপ্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র।

শব্দ-ব্যবচ্ছেদ: কথা নিয়ে মূক বিচার। সাধারণত যে সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তি শারীরিক ভাবে দুর্বল তাঁরা যে ধারায় তর্ক করেন তাকে শব্দ-ব্যবচ্ছেদ বলা হয়। যারা শারীরিক ভাবে শক্তিশালী তাঁরা তাঁদের পেশিবহুলতার কারণে যথেষ্ট বাক্য প্রয়োগ করেন।

শব্দ ভাণ্ডার: শব্দের বা বাক্যের ভাঁড়ার ঘর, মনে হয় কথাটির মধ্যে কিছু ইং কথার মিশেল আছে। ইং শব্দটি হল ভেন্ডর বা vendor অর্থাৎ বেচনেওয়ালা, সত্যি-মিথ্যা ভগবানই জানেন।

শরপঞ্চ: পাঁচ রকম তির।

শহর বাংলা: বাংলার শহর, যেমন কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, শিলিগুড়ি ইত্যাদি।

শাঁসক দল: যে রাজনৈতিক দল সরকার প্রস্তুত করেন তাঁরা শাঁস দখল করে গায়ে ফুঁ দিয়ে (বিশেষত গরমকালে) বেরোন, এই কারণে তাঁদের শাঁসক দল বলা হয়। কথাটি অবশ্য অপ্রকাশ্যে দিবালোকেই বলা হয়।

শাঁসকৃতিক: শাঁস বা সারাংশ সম্পর্কীয়। সাংস্কৃতিক-এর নব্য বাঙালি উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিদের প্রায়-অভিন্ন উচ্চারণ।

শাক্যসিংহ: যে সিংহ সবজিভোজী, বাস্তবে দেখা না মিললেও কল্পনায় বেশ।

শাখাহীন: ডালপালাহীন; যে সংস্থার শাখা-গুলি বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা ছিল না।

শালিধান: শ্যালিকার জন্য রাখা ধান।

শালিমার: পুরোনো বানান শালীমার, এক-কালে শালি হত্যা ছিল মহাপাপ, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির দাপটে স্ত্রী-হত্যা যেমন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সামাজিক কর্তব্য কর্মরূপে গণ্য, সে-কারণ সমাজে স্ত্রী বা শালিমারদের একটি সম্মানজনক স্থান দেওয়া হয়। বিষয়টি অবশ্য গোপনই রাখা হয়।

শিকারোক্তি: শিকার কবুল করা। বন্য জন্তু ইত্যাদিকে হত্যা করা নিয়ে আস্ফালন। বর্তমানে অবশ্য বিষয়টি গোপন রাখা হয়।

শিকৃত: শিকার করা হয়েছে এমন।

শিরোপা: শিরে পা-এর পরিবর্তিত রূপ; ভারি অপমানজনক ব্যবহার। বাক্যগঠন -গুরুচরণবাবুর সামাজিক অবস্থান খুবই করুণ, প্রায় প্রতিনিয়তই তাঁর শিরোপা জোটে।

শিল্পপতি: বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ পটুয়া, যেমন নন্দলাল বসু, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, পাবলো পিকাসো প্রমুখ।

শিশুপথ্য: পথের শিশু বিষয়ক।

শিশু শিশি: ছোটো আকারের শিশি, যেমন সাধারণ হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

শিশু সাহিত্যিক: আমরা বোধহয় একটা অলৌকিক বিশ্বে বাস করি, কেন না আমরা যা বলি তা বাস্তবে থাকে না, যেমন শিশু সাহিত্যিক-শিশুরা কালেভদ্রে সাহিত্যিক বা কবি হন, সেটা ঠিক-কিন্তু বুড়োধাড়িদের অম্লান-কলমে কেমন করে শিশু সাহিত্যিক লেখা যায়? প্রমাণ? শিবরাম চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, শৈলেন ঘোষ ইত্যাদি। অলৌকিক বিশ্বে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মঞ্জিল সেন ইত্যাদি ব্যক্তিদেরও হদিশ মেলে।

শীর্ষ বাছাই: মাথা বাছার ব্যাপার, মাথায় উকুনের সন্ধান। রাবণ সম্পর্কে কথিত আছে তাঁর দশটি মাথার প্রতিটিই ছিল সুন্দর। কোন মাথাটি সবচেয়ে

চমৎকার সেটি বহু পণ্ডিতও বাছাই করতে পারেননি।

শুঁড় সুরঃ নাক ডাকার আওয়াজ, নাকি সুর।

শুঁড়ির সাক্ষী দাঁতালঃ শুঁড়ি = হাতি, দাঁতাল = হাতি, কৌশলে বলা হচ্ছে হাতির সাক্ষী হাতি, অর্থাৎ সাক্ষ্য সঠিক না হওয়ারই সম্ভাবনা।

শুধুশুধুঃ কেবল কেবল।

শূন্যপদঃ খালি পা, বিনামা বিহীন চরণ।

শূল্লোচনঃ চক্ষুশূল।

শেরউডঃ ইংল্যান্ডের একটি অঞ্চল, হিন্দি শের-বাঘ এবং ইং উড (wood)-এর মিশ্রণ শব্দ। এতে প্রমাণ হয় প্রাচীন কালে ইংল্যান্ডে প্রচুর বাঘ বিচরণ করত।

শেরপাঃ শের = বাঘ। বাঘের পা বা থাবা, থাবাকে ইং ভাষায় প বা paw বলা হয়। বাক্যগঠন-নামখানার কাদায় শেরপার ছাপ দেখে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। বাক্যগঠন-সংবাদে জানা গেল মধ্য-প্রদেশের চিরিমিরিতে এক ব্যক্তি শের-পায়ের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন।

শেরাংশঃ বাঘের প্রাপ্য, ব্যাঘ্রভাগ (তুলনীয়, সিংহভাগ)

শেষকৃত্যঃ শেষে যা করার শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয় রীতি বা ritual (রিচুয়াল) বিনা চিন্তায় বিনা বিচারে পালন করতেই হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দুই পরিচিত ব্যক্তি যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেন তখন দু-জনেই বলেন বাই বাই। অর্থাৎ উক্ত ব্যাপারে তাঁরা শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

শেষ নিশ্বাসঃ সোজাসুজি মৃত্যু না বলে কায়দার মাধ্যমে প্রকাশ, এক সাহিত্য কায়দা, যেমন জন্মগ্রহণকে বলা হয় প্রথম শ্বাসটানা। এ দুটি বাক্যই কবি-রাজিমতে সিদ্ধ।

শেষ মেষঃ মেষ বিক্রেতা একাধিক মেষ বা ভেড়া নিয়ে বিক্রি করতে করতে যখন মাত্র একটি অবশিষ্ট থাকে তখন সেটিকে বলা হয় শেষ মেষ।

শেষ শ্রদ্ধাঃ একমাত্র মৃত ব্যক্তির জন্যই এই শ্রদ্ধা-ওই একবারই, তাই যিনি ১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, তারপর আর তাঁর শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার নেই।

শোধনঃ শোধ কর্ম।

শোধ নেওয়াঃ ঋণকারীর কাছ থেকে ঋণ দেওয়া অর্থ (বা অন্য কিছু) ফেরত নেওয়া। শোধ দেওয়ার বিপরীত।

শোধবোধঃ (ঋণ) শোধ করা হয়েছে এমন চিন্তা বা অনুভূতি।

শৌকর্ষঃ (সৌকর্য নহে) শুয়োরের গুণ সম্পন্ন।

শ্বন্দিহানঃ কুকুরের মতো সন্দিহান; শ্বন্দিগ্ধ।

শ্বসুরঃ কুকুরের ডাক বা ঘেউ ঘেউ।

শ্বেতপত্রঃ যখন কোনো কিছু বলবার থাকে না তখন চিঠিতে কেবল সম্বোধন থাকে আর প্রেরকের নাম থাকে, পুরো কাগজ থাকে সাদা, তাকে বলে শ্বেতপত্র। সরকার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন তাতেও বলার কিছু থাকে না। তবে অনেক কিছু ধানাই-পানাই থাকে, ভদ্রতা করে একেই শ্বেতপত্র বলা হয়।

শ্বেতপত্র প্রকাশঃ ব্রিটিশ আমলে ভারতে যখন নেতারা ব্রিটিশের কোনো অপবিত্র কর্ম দেখে প্রতিবাদ করতেন-জিগির তুলতেন, হীন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জবাব দাও, তখন ব্রিটিশদের এও বলা হত, শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে, করতে হবে, নইলে দেশ ছাড়তে হবে, তখন ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি শ্বেতপত্র প্রকাশ করত-এর অর্থ উত্তর দেওয়ার কিছু নেই, অতএব এই শ্বেতপত্রে কিছুই লেখা থাকত না, এটাই ছিল নেতাদের উদ্দেশ্য, তাঁরা ওই

শ্বেতপত্র বা সাদা কাগজ নিয়ে, চিঠিফিটি লিখতেন, খাতা বানিয়ে গল্প-কবিতাও লিখতেন।

শ্যামরাজ্যঃ প্রাচীন কালে সাম্রাজ্যবাদী ভারত প্রথম যে রাজ্য জয় করেন তার নাম শ্যাম। ওই শ্যাম নাম থেকেই দখল করা, শাসন করা, কলোনি স্থাপন করা, কবজা করা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি বিবিধার্থ শব্দ প্রাচীন কালে শ্যাম বলা হত, তার সঙ্গে রাজ্য কথাটা যুক্ত করে শ্যামরাজ্য বলার পরও বাক্যটির বানান পরিবর্তন করা যায়।

শ্রাদ্ধ শতবার্ষিকীঃ যেমন জন্মশতবার্ষিকী, মৃত্যু শতবার্ষিকী তেমনই শ্রাদ্ধ শতবার্ষিকী চালু করার জন্য সরকারের কাছে কাতর আবেদন করা হয়েছে।

স

সইনিকাঃ (সই+নিকা) নথিবদ্ধ (registered) বিবাহ, গান্ধর্বমতে বিবাহের বিপরীতে।

সংক্রান্তিঃ সংক্রান্ত-র স্ত্রীরূপ।

সংঘর্ষঃ দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি, খুনোখুনি ইত্যাদির পথ সুগম করার জন্য তৈরি হয় নানারকম সংঘ। প্রাচীন ভারতেও এই ধরন চালু ছিল, সেই প্রথা সমানে চলেছে।

সংশহরঃ শহরের যুদ্ধ বা সংঘর্ষ (তুলনীয়, গ্রাম্য যুদ্ধ = সংগ্রাম)।

সংসারঃ (সং সার) সং শ্রেষ্ঠ; সেরা সং।

সংস্থানঃ সংদের দেশ, তুলনীয়, হিন্দুস্থান।

সংস্কৃত ভাষাঃ যাহাকে সংস্কার করা হয়েছে এমন ভাষা, যেমন বাংলা ইংরেজি, অসম ইত্যাদি।

সকলঃ কল সমেত, যন্ত্র সমেত।

সকলিঃ কুঁড়ি সমেত, কলি (কাল) সমেত।

সকালঃ সময়ের সঙ্গে। বাক্যগঠন-সকাল তাল মিলিয়ে চলাই বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতীর লক্ষণ।

সংগীতঃ এক বা একাধিক সঙের গান, উদ্ভট গান।

সজরুঃ সস্ত্রীক।

সঞ্চারঃ চার বছর, (সন + চার) তিনাধিক এবং পাঁচাকম, সরল ইং ভাষায় ফোর four। বড়ো বড়ো গায়ক দাবাড়ু ইত্যাদির জীবনকাহিনিতে দেখা যায় তাঁরা সঞ্চার বয়স থেকেই আশ্চর্য প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। বাক্যগঠন-শ্রীহারুবাবু এক মাসের জন্য বিলাতে গিয়ে দীর্ঘ সঞ্চার পর দেশে ফিরলেন।

সতীর্থঃ সতীর অর্থ-পুরোনো ইতিহাস না ঘাঁটলে বোঝা যাবে না যে রাজা রামমোহন হিন্দুদের একটি পবিত্র প্রথা সতীদাহ ঘৃণ্য ইংরেজদের সঙ্গে কুচক্র করে বন্ধ করেছিলেন। সতীর্থ অর্থ এই সম্পদকে এককালে বলা হত সতীর্থ।

সৎসাহসঃ সাহস মাত্রেই সৎ, তবে দুঃসাহসও হয়-সেটাই সৎসাহস, কিন্তু এ যাবৎ অসৎসাহসের কথা শোনা যায়নি।

সত্যের বেসাতিঃ সত্য নিয়ে ব্যাবসা- পূর্বে অর্থাৎ সত্যযুগে মিথ্যা যুগ শুরু হওয়ার কিঞ্চিদাধিক ছয় মাস পূর্বেও সত্য-নির্ভেজাল সত্য ছিল বিনামূল্যে লভ্য, পরে সমানে সত্যের অপ্রতুলতা দৃষ্টিগোচর হয়। মনে আসলেও পাপ হয় যে সত্যের মূল্য প্রতি সের টাকা দরে বিক্রিও হতে থাকে, তাও অনেক সময়েই সেই সত্যে ভেজাল মিশ্রিত করা হতে থাকে (সজ্ঞানে)।

সত্যাধিকঃ সত্যের চেয়ে বেশি, ইং surrealism -এর সম্ভাব্য অনুবাদ।

সদরঃ দর-সহ। বাক্যগঠন-একটি ফ্ল্যাট কিনতে চাই, বিক্রেতাগণ সদরপত্র লিখুন।

সন্তরণঃ সন্ত = সন্নেসি, রণ = যুদ্ধ, সন্তদের মধ্যে যুদ্ধ। বাক্যগঠন-ত্রিবেণী সংগমে হঠাৎই সন্তরণ শুরু হয়, আধ ঘণ্টায় দু-জনের মাথা ফাটে, আর চোদ্দো জন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সন্দেহের তিরঃ পুরোনো আমলের অর্থে সন্দেহের তির যাঁর দিকে নির্দেশ করবে তাঁকে সন্দেহভাজন বলা হত, কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ বলছেন, এখন সন্দেহের রাইফেল ব্যবহার্য।

সন্ধি-বিচ্ছেদঃ যুদ্ধ শেষে শান্তিস্থাপনের জন্য চুক্তি, প্রকারান্তরে যুদ্ধ-বিচ্ছেদও বলা চলে।

সন্ন্যাসী ভাষাঃ সাধু ভাষা।

সপ্তাহঃ বা হপ্তা, এটি বাংলা ভাষায় একটা আজব শব্দ, অবিশ্বাস্য বললেও কেউ বোধহয় আপত্তি করবেন না। এটির অর্থ

(১) সাতদিন, (২) ছয়দিন, (৩) সাতে পাঁচদিন, (৪) পাঁচদিন-নানা দেশে নানা রূপ, শোনা যায় কোনো দেশে নাকি এখন চারদিনেই সপ্তাহ করার জন্য কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলনের তালে আছেন।

সবাসনঃ সমস্ত আসন। বাক্যগঠন-সংসদে একই দল সবাসন পেলে গণতন্ত্র ঠিক জমে না।

সবুজ-গোখাদ্যঃ এক বিরল প্রজাতির গোরুর রং সবুজ, এদের পালন করার জন্য উত্তম পালক খুবই যত্ন গ্রহণ করেন। এক বিশেষ ধরনের জৈব এবং রাসায়নিক যোগে প্রস্তুত খাদ্য তাহাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হইলে তাহাদের ডাক অতি উৎকৃষ্ট হাম্বা অতি সুমধুর কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। খুব ধনী চাষি ছাড়া এমন গোরু পোষা সকলের পোষায় না। এদের দর্শন পাওয়া ভার। আমাদের শান্তিনিকেতনের গুরুদেব এমনই দু-টি সুকন্ঠ গাইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। এবং তিনি তা লিখেওছিলেন -'ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই'।

সভাপত্নীঃ (১) সভাপতির স্ত্রী। (২) সভা-পতিনী বা সভা পরিচালিকা।

সমকক্ষঃ সমান ঘর। বাক্যগঠন-নতুন বাড়িতে দাদা ও ভাইকে সমকক্ষ দেওয়াতে ছোটো ভাই বেশ খুশি।

সমকামিনীঃ একই ইচ্ছে একাধিক নারীর।

সমরেন্দ্রঃ (স+মরেন্দ্র) মরেন্দ্র-মৃত্যুদেবতা বা যম, যমসহ।

সমান[১]: মান-সহ, মানযুক্ত। বাক্যগঠন- মানুষ সমান হলে তবেই সমাজ সমৃদ্ধ হয়।

সমান[২]: মানের সঙ্গে।

সমান্তরলঃ তরল পদার্থের নানা ঘনত্ব, কিন্তু যদি দুইটি ভিন্ন তরল পদার্থকে একই ঘনত্বে আনা যায় তা হলে সেই দুইটি তরল পদার্থকে বলা যায় সমান্তরল। এটি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ইউক্লিডের একটি সূত্রে সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

সমান্তরালঃ সম+অন্তরাল, সমানভাবে আবরণ যুক্ত। বাক্যগঠন-এই দফতরের কাজকর্ম বোঝে কার সাধ্য, সবই সমান্তরাল করে রাখা হয়।

সমার্থকঃ সমধন, সাম্যবাদীদের আদর্শ সম-বণ্টন তত্ত্ব; সমাজে অসাম্য দূর করার সমাধান তত্ত্ব।

সমার্থক সমাজঃ সাম্যবাদী সমাজ, যে সমাজে ধনসম্পদ সমানভাবে বণ্টিত হয়।

সমাসঃ মাসের সঙ্গে, মাস-সহ। বাক্যরচনা -সমাস দশ দিন যোগ হলে চল্লিশ দিন হয়।

সম্পদকঃ যিনি সম্পদ সৃষ্টি করেন, সম্পাদকের সঙ্গে মিল অতি সামান্য, কেননা সম্পাদক সৃষ্টিকে ছাঁটকাট তো করেনই, পুরো ধ্বংসও করেন।

সম্পদকীয়ঃ যা লেখা আছে ঠিক তাই। সম্পদকীয়-একটি আর্থিক সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদক বলেছেন তাঁর কাগজে লেখা হবে সম্পদকীয় কেন না সম্পদ (আর্থিক) তাঁদের সাময়িকীর বিষয়।

সম্বলঃ সম = সমান + বল = শক্তি, অর্থাৎ সমান শক্তি। বাক্যগঠন-দুই মল্লযোদ্ধার লড়াইয়ে হারজিত সহজে মীমাংসা হল না, কেননা দু-জনেই সম্বল। তাই রেফারি দু-জনকেই প্রথম হয়েছেন বলে ঘোষণা করলেন।

সম্ভবঃ পৃথিবীর সমান, সম = সমান + ভব = পৃথিবী। বাক্যগঠন-সূর্য নামক নক্ষত্রকে বেষ্টন করে যে গ্রহসমূহ ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে একমাত্র মঙ্গল গ্রহটি সম্ভব।

সম্ভগিনীঃ ভগিনী সম, বোনেরই মতো। বাক্যগঠন-হরুদার সঙ্গে চিত্রিতার আচার-ব্যবহার সম্ভগিনীর মতো।

সম্ভ্রান্তঃ সমান ভুল করেন যিনি, ভ্রমকারী ব্যক্তি।

সরকারঃ (দুধের) সর প্রস্তুতকারক।

সরবর্ণঃ দুধের সরের হালকা হলুদ রং। বাক্যগঠন-নরমবাবুর পরনের শার্টটি ছিল সরবর্ণ।

সরমঃ সর + ম। তুলনীয় রূপম, নরম, পরম ইত্যাদি।

সরাইঃ (১) সরিয়ে নিই। (২) নিশ্চিতভাবে এটি সরা (মাটির পাত্র)। তুলনীয়, বড়াই অর্থাৎ এটি বড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সরাইখানাঃ খাদ্য সরিয়ে রাখি, খাবার চুরি করি।

সরোদঃ রৌদ্রাকীর্ণ, তাপমাত্রার আধিক্য বোঝাতে উলটোডাঙার এক সাধুর শিষ্যের কাছ থেকে ১৯৭৯-এর ২ ফেব্রুয়ারি স্বকর্মে শ্রুত।

বি.দ্র. তারিখ সঠিক কি না বলা যায় না।

সর্দারঃ যিনি সর সরবরাহ করেন, ময়রা, মিঠাইওয়ালা।

সর্বধর্ম সমান্বয়ঃ কোনো ধর্মের সামঞ্জস্য নেই; সমান্বয়-সমান নয়, অথচ কেউ কেউ উলটো কথা বলেন, যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়।

সর্বনাসাঃ সকলের নাসিকা/নাক।

সর্ববাঃ: কোনো বস্তু, কোনো অনুষ্ঠান কিংবা কোনো ঘটনা যদি তারিফযোগ্য হয়, তা হলে ভদ্র মনুষ্যগণ তা বোঝাতে বাঃ কথাটি উচ্চারণ করেন। যখন অনেক তারিফযোগ্য ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে মতপ্রকাশ করা হয়, তখন সর্ববাঃ বলে অতিরিক্ত বাক্যব্যয় কমান। তুলনীয়- সর্বশ্রী, সর্বদা (যেখানে বহু দাদা উপস্থিত, তবে তাঁদের যে তারিফযোগ্য হতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি দেওয়া হয় না।)

সর্বশ্রীঃ সমস্ত রকম সৌন্দর্যের সমন্বয়।

সর্বসন্তঃ সকলেই যেখানে সাধু বা সন্নেসি। তুলনীয়, সর্বদাদা, সকলেই যেখানে দাদা।

সর্বহারাঃ যার কোনো কিছু নেই, অর্থহীন ব্যক্তি; এঁদের প্রায়ই রেসের মাঠে দেখা যায়।

সর্বাণীঃ উচ্চস্তরের কথা (সর-দুধের সেরা অংশ বা সেরাংশ)।

সহচোরঃ প্রধান গোয়েন্দার সঙ্গী বা সহকারী, যেমন শার্লক হোমসের ওয়াটসন, ব্যোমকেশের অজিত।

সহজাতঃ একই সঙ্গে জাত, যমজ।

সহিসঃ সহ্য করিস।

সাইবার পাশঃ ইং ইন্টারনেট বা অন্তর্নেত্র ব্যবহার করার জন্য বিশেষ গোপন সাংকেতিক অনুমতি। কথাটি নতুন, তাই অনেকেই এর সঙ্গে পরিচিত নন।

সাক্ষীঃ যিনি একটি বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। বাক্যগঠন-(১) শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল; (২) হিটলারের সাক্ষী গোয়েবেলস।

সাত-সকালঃ মোটামুটি নির্ভুল সময় নির্দেশাদ্দুশে সকালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাত-সকালের সরল অর্থ সকাল সাতটা (পাঁচটা-নয়টা বা অন্য কোনোটা নহে)। যেমন বারো-দুপুর, কিংবা পাঁচ-বিকেল, ছয়-বিকেল।

একই-ভাবে ভর-সন্ধ্যা না বলে সাত-সন্ধ্যা, আট-সন্ধ্যা ইত্যাদি। বাক্যগঠন-আমি আট-সকালে চা-পান করি, সাত-সকালে নয়।

সাধুভাষাঃ প্রধানত হিন্দি, অন্য বেশিরভাগ ভাষা অসাধু। হিন্দি ছাড়া অন্যান্য ভাষাকে সন্নেসি ভাষা বলা হয়।

সানাইঃ সান দিই, (অস্ত্র ইত্যাদি) ধারালো করি। বাক্যগঠন-তুমি ছুরি আনো, আমি সানাই।

সামগ্রিকঃ প্রাচীন গ্রিসেও সাম বেদ প্রচলিত ছিল বলে অধুনালপ্ত কিছু পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন।

সামাজিক যুদ্ধঃ ভদ্র যুদ্ধ; ইং সিভিল ওয়ার (civil war)-এর বিবেচনাযোগ্য প্রতিশব্দ।

সাম্প্রতীকঃ (সাম + প্রতীক) আমাদের চতুর্বেদ রচনাকারীরা চতুর ছিলেন তাই প্রতিটি বেদের জন্য একটি প্রতীক চিহ্ন মানব কল্যাণের জন্য উৎপন্ন করেছিলেন, এগুলির মধ্যে সাম বেদের প্রতীককেই সাম্প্রতিককালে সাম্প্রতীক বলে অভিহিত করছেন বিশেষ করে সামবাদগ্রস্ত কিছু সাংবাদিক।

সারমেয়[১]: মাপা যায় এমন নির্যাস।

সারমেয়[২]: জলদের শ্রেষ্ঠ অংশ। বাক্যগঠন -ওগো, আজ ছাতা নিয়ে বেরোও, আকাশে প্রচুর সারমেয় জমা হচ্ছে।

সারসতাঃ বকামি।

সারসত্বঃ বকত্ব, বকগুণ সমন্বিত।

সারস সাহিত্যিকঃ বক যেমন নিবিষ্ট মনে মাছ ধরে তেমনই, যে সাহিত্যিক কেমন করে অর্থ রোজগার করা যায় সে বিষয়েই একাগ্র হন।

সারানোঃ (জমিতে) সার প্রয়োগ। বাক্যগঠন -চাষের জমি সঠিকভাবে সারানো না হলে ফসলের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

সারা ভারতঃ ভারতকে সারা অর্থাৎ মেরামত করা; কিন্তু বহু যুগ ধরে কথাটি উচ্চারিত হলেও কেউ ভারতকে মেরামত করেনি, বরং ১৯৪৭-এ এত বড়ো দেশকে ভেঙে দিয়েছে।

সাহিত্য-চোর্চাঃ যিনি অন্যের রচনা থেকে নকল করে নিজের নামে প্রকাশ করেন -ইংরেজি plagiarism-এর সার্থক অনুবাদ করার উদ্যম।

সিংহভাগঃ (১) সিংহের প্রাপ্য অংশ। দুর্ধর্ষ সিংহের ভাগ অনেক বেশি, দুর্বল সিংহকে সামান্য একটু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। (২) সিংহকে কেটে ভাগ করা।

সিঁড়ি ভাঙাঃ শাবল বা অন্য কোনো উপযুক্ত লৌহদণ্ডের সাহায্যে সিঁড়ি ভাঙার প্রথা চলিত আছে। বাক্যগঠন-বাঞ্ছারামবাবু তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন বটে কিন্তু এখন আর নামতে পারছেন না।

সিদ্ধপুরুষঃ প্রচণ্ড গরম জল পুরুষের শরীরে লাগার পরবর্তী অবস্থা; মৃতপ্রায় পুরুষ। সম্পর্কিত বাক্য-সিদ্ধ মোরগ, সিদ্ধ নারী, সিদ্ধ শিশু ইত্যাদি।

সিদ্ধিদাতাঃ দুর্গা মূর্তি বিসর্জনের পর কোমল-হৃদয় ব্যক্তিদের দুঃখ দূর করতে সিদ্ধি খেয়ে নেশা করার রেওয়াজ আছে। অনেক ধনী ব্যক্তি এই উপলক্ষ্যে অঢেল সিদ্ধির বন্দোবস্ত করেন তাই এঁদের সিদ্ধিদাতা বলা হয়।

সিনহাঃ সিংহ; পশুরাজ। বাক্যগঠন-

(১) ধনী বাড়িতে প্রাচীন কালে সিনহা দরজা দেখা যেত। (২) এবারে চিড়িয়া-খানায় মাত্র দু-টি সিনহা দেখতে পেলাম।

সিন্ধুকঃ (১) সামুদ্রিক। (২) সিন্ধু প্রদেশীয়।

সিয়াচীনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংঘাতিক গোয়েন্দা বিভাগ চীনের অজান্তে সম্পূর্ণ গোপনে ওই দেশের একটি অংশকে কবজা করেছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে সিয়াচীন। এটি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে রাখা হয়েছে। (সূত্রঃ গোস্বামীমতে)।

সীমানাঃ সীমাহীন; অসীম।

সুকুঁড়িঃ সুফুলের পূর্বাবস্থা। পর পর এইভাবে সাজাতে হবেঃ (ক) সুকুঁড়ি, (খ) সুফুল (গ) সুফল।

সুকরঃ (১) যে শুল্ক ভালো। (২) সুকিরণের সংক্ষেপিত রূপ।

সুখঃ চমৎকার আকাশ (সু=চমৎকার/ভালো, খ=আকাশ)। বাক্যগঠন-সেদিন ভারি সুখ, একে শীতকাল তার উপরে রোদ ঝলমল করছে।

সুগমঃ (১) ভালো গম। (২) সুগমচূর্ণ= আটা।

সুচিতাঃ(১) ভদ্র, ভালো জাতের চিতা (বাঘ)। (২) (শ্মশানে) চমৎকারভাবে সাজানো চিতা।

সুধাইঃ অমৃত (অমৃত+ই), অমৃত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুপকারঃ ইং-বাং মিশ্রিত শব্দ, সুপ = soup + কার = প্রস্তুতকারী। বড়ো হোটেলের পাকঘরের কর্মী।

সুপারিশঃ শ্রেষ্ঠ সুপুরি। বাক্যগঠন-কৃষি মেলায় এবারে সুপারিশ পুরস্কার পেলেন বিমুবাবু।

সুপুরিকল্পিতঃ কাল্পনিক সুপুরি (সুপারি)।

সুবর্ণঃ চমৎকার রং।

সুবাদঃ সুবর্জিত; কু; খারাপ ইত্যাদি।

সুবাসঃ (সু+বাস) (১) সুগন্ধ। (২) সুগৃহ।

সুমাত্রাঃ (মাত্রা=সীমা) গ্রহণীয় সীমারেখা।

সুযোগ ও দুর্যোগঃ সুযোগ হল কোনো কাজ করবার প্রকৃষ্ট সময়। অন্যদিকে, দুর্যোগ-এর অর্থ অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঝামেলা, যেমন-ঝড়, বৃষ্টির প্রাবল্য ইত্যাদি। বাক্যগঠন-রামবাবু সেই রাতে দুর্যোগের সুযোগে পুলিশের খপ্পর থেকে কেটে পড়লেন।

সুরঙ্গঃ চমৎকার রসিকতা।

সুরবাহিরঃ (বা সুরবাহার) বহিঃসুর; বাইরের বা বিদেশি সুর।

সুরাকরঃ সুরার জন্য দেয় কর।

সুরাকার[১]ঃ সুরা প্রস্তুতকারী; শুঁড়ি।

সুরাকার[২]ঃ বাংলা সুরা + ইংরেজি কার (car)। যে মোটর গাড়ি পেট্রোলের পরিবর্তে সুরার সাহায্যে চালানো হয়। এটি খুবই আধুনিক শব্দ, এ পর্যন্ত এটি ব্যবহারই হয়নি। তবে বছর দশেকের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে বলে কৃষিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

সুরাপানের ঠেকঃ মদীয় ভবন।

সুরারিয়ালিজমঃ বাং সুরা+ইং রিয়ালিজম (realism) বাস্তবতা, সুরা পানের পর যে চিন্তার সঞ্চার হয় তারই শৈল্পিকরূপ।

সুরারোপঃ মদ্য প্রয়োগ; মদ পান করানো। বাক্যগঠন-অতিথিবর্গের অনেককেই সুরারোপ করানো হয়।

সুরালা কন্ঠঃ প্রাচীন জমিদারবাড়ির জল-সাঘরে যে নাচগানের আখড়া বসত তা রাত একটার পর থেকে সুরেলা সংগীতের বদলে হয়ে যেত সুরালা সংগীত। এ বিষয়ে ছা পোষা ধনীদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সুরাসুরঃ (১) সুরাপানের পর অসংলগ্ন এবং বেতাল সংগীত। (২) অ্যালকোলাহল (খুব বেশি মত্ত অবস্থায়)। (৩) সুরা-রোপিত কন্ঠে বেপরোয়া হল্লাগীত।

সুচিকিৎসাঃ যে চিকিৎসায় (ইঞ্জেকশনের) সুচ ব্যবহার করা হয়।

সুহরণঃ অপহরণের বিপরীত। যে চৌর্যকর্ম জনহিতার্থে করা হয়। ধর্মের জন্য যে চৌর্যকর্ম করা হয়, তা-ও সুহরণের আওতায় পড়ে, নষ্টচন্দ্রকালে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা এবং গোস্বামীমতেও বটে, চুরি করা মঙ্গলদায়ক। হিন্দু পুলিশরা এই কর্ম দর্শনে দর্শনীন্দ্রিয়কে অন্য দিকে সরিয়ে নেন বলে জনগণের বিশ্বাস।

সূত্রধরঃ (১) যিনি সূত্র (বিশেষ অর্থে উপবীত) ধারণ করেন; ব্রাহ্মণ। (২) ভুলোমন গোয়েন্দার প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন সহকারী, যিনি তদন্তের সূত্রগুলি মনে রাখেন।

সেলাম-আলে কুমঃ আরবি সেলাম এবং ইং ওয়েলকাম welcome মিশ্রণে এই বাক্যের উৎপত্তি। প্রায় এইরকম বাক্য ফরাসি ও বাংলার মিশ্রণে প্রস্তুত- কোমাতালে ভু বা কোন তালে প্রভু, বা কী ব্যাপার, খবর কী?

সোজাসাপটাঃ সহজ ধরনের বা মেজাজের সর্পটি; সরল সাপটা।

সৌরঃ সুর থেকে উৎপত্তি। বাক্যগঠন- সলিল চৌধুরির সৌরশক্তি ছিল খুবই মনোগ্রাহী।

স্ত্রী আচারঃ স্ত্রী কর্তৃক প্রস্তুত আচার।

স্থানীয় সংবাদঃ রহস্য বাক্য, কেননা সংবাদ কোনোটিই অস্থানীয় নয়, অস্থান থেকে কোনো খবর আসা অসম্ভব।

স্নাতকঃ চান করেছেন এমন ব্যক্তি।

স্নাতকোত্তরঃ চান বা অবগাহন করার পর।

স্নেহভাজনঃ ঘি বা মাখন সহযোগে ভাজা, যেমন আলু, পটল, বেগুন ইত্যাদি ভাজা। বাক্যগঠন-আমাদের বাড়িতে তেলে-ভাজার চল প্রায় নেই। আমরা বেশিরভাগই স্নেহভাজন খাদ্য পছন্দ করি।

স্নেহের পাত্রঃ মাখন রাখার জায়গা।

স্পর্শকাতরঃ সামান্য ছোঁয়াতেই এলিয়ে পড়ার মতো অবস্থা-যেমন লজ্জাবতী লতা। স্পর্শকাতর অঞ্চল-যে অঞ্চলের মানুষজন ভারি দুর্বল। ভোটের সময় অবশ্য দেখা যায় এই ধরনের অঞ্চলেই পুলিশের নজরদারি এবং সশস্ত্র উপস্থিতি।

স্ফীতদরঃ (জিনিসপত্রের) মূল্যবৃদ্ধি। বাক্যগঠন -বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্ফীতদর হওয়ায় সাধারণ মানুষ বিচলিত বোধ করছেন।

স্বখাত সলিলঃ অসম্ভব কথা, তবে বহুল পরিচিত। জল খোঁড়া যায় না, তবে মাটি খুঁড়ে পুকুর বা দিঘি প্রস্তুত করে সেখানে বৃষ্টির বা ঝরনার জল জমানো সম্ভব।

স্বদেশে পূজ্যতে ইত্যাদিঃ সেদিন পর্যন্ত স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, এটা লোকে মেনে নিত। তবে সম্প্রতি ভবানীপুরের এক পার্কে শোনা গেলঃ স্বদেশে পূজ্যতে গাঁজা, হেরোইন সর্বত্র পূজ্যতে।

স্বয়ংবরা (স্বয়ম্বরা): বলা দরকার এই বাক্যটি স্বয়ম্বরের স্ত্রীরূপ নয়, এটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বা বক্রদৃষ্টিতে দেখতে হবে-এটির সরলার্থঃ যিনি নিজেই শুয়োর, তবে যে-সে শুয়োর নয়, বরাহ অবতার এই অর্থে, অতএব এ অতি পবিত্র বাক্য, শ্রবণমাত্রেই সশ্রদ্ধ হিন্দুগণ কপালে হস্ত লেপন করত গায়ত্রী মন্ত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাদ না মেশানো সংস্কৃত উরুশ্চারণ অত্যাবশ্যিক।

স্বর্গরাজ্যঃ মৃত্যুর পর পাপী বা সাধুগণের আত্মাকে যেখানে পাঠানো হয়। চোরা-কারবারিদের স্বর্গরাজ্য কথায় বোঝা যায় তাঁরাও স্বর্গে যান এবং রাজত্ব করে থাকেন।

স্বপনঃ নিজের প্রতিজ্ঞা। বাক্যগঠন- অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের ১১ থেকে ২২ সেন্টিমিটারে লেখা আছে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্থাৎ স্বপন করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু হবে শরশয্যায়, কী আশ্চর্য, বাস্তবেও তাই

ঘটেছিল-পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো ব্যক্তি এমন প্রতিজ্ঞা করেননি-এটা সত্য ঘটনা।

স্মৃতির মণিকোঠা: প্রায়ই শোনা যায় স্মৃতির মণিকোঠার কথা অর্থাৎ যে স্মৃতি অতি সুরক্ষিতভাবে মণিমাণিক্য যেভাবে গোপনে ডবল তালা ডবল চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। বছরের পর বছর এই স্মৃতিতে ছাতা বা ছত্রাক পড়ে-যে স্মৃতি প্রায় কখনোই ব্যবহার বা পুনর্ব্যবহার করা হয় না।

স্মার্ত: ইং smart -এর বঙ্গীয় উচ্চারণ। চটপটে, চালাক চতুর।

হ

হতভম্ব: শব্দ/আওয়াজ নিধন।

হতভাগা: অংশ হত্যা বা আংশিক হত্যা; অর্ধমৃত। বাক্যগঠন-কুমিরের কামড়ে শেয়াল হল হতভাগা।

হতাশ: তাস হ (হও, হন), অর্থাৎ তাস-এ পরিণত হ, বাক্যগঠন-জাদুকর টেবিলে রাখা একটি সাবানের ওপর একটি কালো রঙের রুমাল চাপা দিয়ে তাঁর জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়ে বললেন, 'হতাশ'।

হরিণ দল: (stag party)। বাক্যগঠন- হারুবাবু প্রায়ই হরিণ দলে গিয়ে অপার আনন্দ অনুভব করেন।

হরেক রকম: চুরি করা মালামাল (হরে = চুরি করে)।

হলাহল: মদ রাখিবার স্থান, হল (ইং hall) + হলা (মদ্য)। তুলনীয় কোলাহল = কোলা জাতীয় পানীয় রাখার স্থান।

হস্তক্ষেপ: হাত লাগানো, সাধারণত অবাঞ্ছিত -ভাবে। হস্তক্ষেপের বিরোধিতা পদক্ষেপ।

হস্তগত: যাঁর হাত খোয়া গেছে। বাক্যগঠন -শীল মহাশয় যুদ্ধে হস্তগত হয়ে পড়েছেন। এটি ডাক্তারিমতে সিদ্ধ।

হস্তাহস্তিঃ (১) হাতাহাতি; (২) হাতির হাত।

হস্তি তাণ্ডবঃ ইং হস্তিলিটি hostility.

হস্তিনাপুরঃ মহাভারত নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে প্রাচীন কালে একটি শহরে হাতির দল এসে উৎপাত করত, প্রতি বছর কয়েক-শো মানুষ বাহিনী গড়ে শহরটির চারদিকে প্রাকার নির্মাণ করেন এবং চারটি গেট বানান, গেটের উপর লেখা থাকত, হাতির প্রবেশ নিষেধ, এরপর থেকে ওই শহরটির নাম হয় হস্তিনাপুর।

হস্তিমুর্খঃ বোকাহাতি।

হাঁসপাতালঃ হাঁসপা = হাঁসের পা + তাল = ছন্দ। হাঁসের পায়ের ছন্দ; হাঁস্যাস্পদ। ইং goose step স্মরণীয়।

হাঁস্যঃ (১) হাঁস বিষয়ক। বাক্যগঠন- তিনি সহাঁস্যে বললেন....। এখানে অর্থ হাঁস-সহ। (২) হাঁস্যকরঃ হাঁসের উপর ধার্য শুল্ক।

হাড়ে হাড়ে চেনাঃ মনুষ্য ব্যবহৃত বাঁধাধরায় প্রচলিত এই বাক্যবন্ধটি ভূতদের ব্যবহৃত বাক্য থেকে অজান্তে কাকপক্ষীরাও জানতে পারেনি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে (আ.খ্রি. ১৮২৩), এটির ভৌতিক উচ্চারণ অবশই ছিল হাঁড়ে হাঁড়ে চেঁনা (চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ লক্ষণীয়)।

হাজার কথাঃ চর্মরোগ হাজা সম্পর্কে কথা।

হাজার বছরঃ হাজা নামক চর্মরোগ বর্ষ। এটি বিশ্ব হাজা দিবস হিসেবে প্রতি-পালিত করার জন্য গোবি মরুভূমি অঞ্চলে জোর আন্দোলন শুরু হবে বলে সাংবাদিকরা আশা প্রকাশ করেছেন।

হাজিরাঃ একাধিক হজকারী।

হাতকড়াঃ হাতের চামড়া মোটা ও খসখসে হওয়া।

হাতিশালঃ প্রকাণ্ড বড়ো শাল যা হাতির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত।

হানাহানিঃ আক্রমণের দরুন ক্ষতি। হানা = আক্রমণ + হানি = ক্ষতি।

হারানো সুরঃ কোনো সংগীত সুরকার সুর প্রতিযোগিতায় বিপক্ষকে হারান বা পরাজিত করেন।

হালকাঃ বাং হাল, হিন্দি কা; (১) বর্তমানে; (২) নৌকোর হাল-এর।

হালদারঃ নতুন বউ। বাক্যগঠন-সুধাংশু-বাবুর হালদার দেখতে শুনতে চমৎকার।

হাস্যকরঃ হাসি-র জন্য দেয় কর বা শুল্ক।

হাহাকারঃ হাসির উচ্চরব; হাস্য হররা।

হিংসাঃ রান্নায় ব্যবহার্য হিঙ্গল গাছের কষ শুকিয়ে পাওয়া যায়, হিং, হিংসা কথাটি সেখান থেকেই এসেছে। বাক্যগঠন- কচুরি রান্নার সময় একটু হিংসা গন্ধে স্বাদ অতি উত্তম হয়। সাধারণত রান্নায় হিং যোগ করলে তাকে হিংসাশ্রয়ী রান্না বলা হয়।

হিন্দি চিনিঃ ভারতের চিনি।

হিন্দি ফিলমি কায়দাঃ ডক্টর কোটনিস কি অমর কহানি, দো বিঘা জমিন, দেবদাস ইত্যাদি ফিলমের অনুসরণকারী ঘটনা।

হিন্দুইজমঃ হিন্দুই + যম-এর ব্যবহারিক এবং আসল রূপ।

হিমশিমঃ হিমায়িত শিম; বরফের সাহায্যে টাটকা রাখা শিম। বাক্যগঠন- রুদ্রবাবুর বাড়িতে প্রায়ই হিমশিম রান্না করা হয়।

হীনপ্রাণঃ নিকৃষ্ট ধরনের প্রাণ, যেমন ক্ষুদ্র পতঙ্গ, কৃমি ইত্যাদি।

হীন যানঃ (১) যানহীন, যেমন বনধের দিন। (২) যে যান নিকৃষ্ট, যেমন পুরোনো গাড়ি বা রিকশা, গো শকট, অশ্বশকটের মতো অপেক্ষাকৃত কম গতির গাড়ি।

হুকুমদারঃ যে স্ত্রী স্বামীকে হুকুম করেন। ইংরেজি hen pecked-হেনস্থা স্মরণীয়। এটি ভ্রূকুটিতে অর্ধসিদ্ধ।

হুলো: যাঁর হুল আছে।

হুলোধ্বনি: বেড়ালের ডাক। বাক্যগঠন- গভীর রাত হতেই হুলো-ধ্বনি শুরু হয়।

হেনস্থা: পুরুষের প্রতি নারীদের অত্যাচারের বর্ণনার সময় এই ইং-বাং শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। ইং হেন পেকড = hen pecked -এর নতুন বঙ্গরূপ।

হে বীর সাহস অবলম্বন করো: অপ্রয়োজনীয় উপদেশ, বীর মাত্রেরই সাহস থাকে, নতুন করে আর অবলম্বন করার দরকারটা কী?

হেমন্ত: সোনার শেষ। বাক্যগঠন-এবারে অলিম্পিকে ভারতকে হেমন্তর দুঃখ নিয়েই ফিরতে হয়েছে।

হেলদোল: ইং-বাং (Hell + দোল) যে দোল (আসলে হোলির আতিশয্য) হেল বা নরকতুল্য। বাক্যগঠন-হোলির দিনে হেলদোল হয়ে সুরপনবাবু ঘরে কুলুপ এঁটে চুপচাপ থাকেন।

হোমাগ্নি: ইং হোম (home)-এর সঙ্গে অগ্নি মেশানো শব্দ, বাড়িতে আগুন; গৃহদাহ।

হ্যাঁলো: এটি যে সম্পূর্ণ বাংলা বাক্য, সে-বিষয়ে কারও মনে বা দেহে সন্দেহ থাকার কথা নয়, কিন্তু তবু এটি পরীক্ষিত সত্য যে, কোনো কোনো অপরিণামদর্শী ভদ্র মহোদয় বা মহোদয়া মনে করেন ইং hallo, hello; hallua; hullo; hi -lo ইত্যাদি থেকে বাং হ্যাঁলো! কথাটি এসেছে। হায়, বাঙালি কোথায় পরের পায়ে কুড়ুল মারবে, মেরে সুখানুভব করবে তা নয়, নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারছে। অহো, এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কী ই-বা হতে পারে।

অভিধানাই-পানাই এর জন্য হিমানীশ গোস্বামীর আঁকা কিছু স্কেচ ও কার্টুন



প্রত্যেক বর্ষায় একই ব্যাপার, সর্বত্র ছাতা পড়তেই থাকে...



জারজ (জীবাণু)



উড়ো-চিঠি



'আমি বলছি আপনি বেশি ভালো মানুষ, আর আপনি বলছেন আমি?...তবে রে উল্লুক!'



আমাদের এই সামান্য উপহার আপনার করকমলে...।



ব্যাজ-স্তুতি



'দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, আমরা তাই আপনাকে এই দণ্ড দিয়ে গর্বিত!'



তালিবান



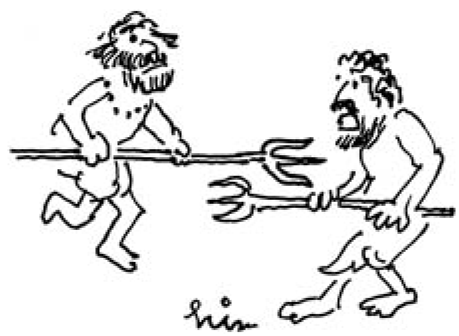
মাথায় বাড়ি



'পশ্চিমবঙ্গে ২০০ হিমঘর তৈরির জন্য দরপত্র পাঠাচ্ছি...'



'ইনি বলেছিলেন-মানুষের প্রতি বিশ্বাস বাড়ানো পাপ...।'



সন্ত-রণ!



বারে বারে ঘুরি মোরা এ BARএ ও BARএ বণিতা করেন সার্ভ তাইরে-নাইরে নারে।



মাছি মারা কেরানি



'কাল ছিল DULL খালি, আজ FOOL-এ যায় ভরে...'



'কলংক (অংকের কল বা ক্যালকুলেটর) থাকলে আরও তাড়াতাড়ি করা যেত...'



আমাদের দাবি শহরে যাওয়ার জন্য চওড়া রাস্তা!



ইঁদুর দৌড়